গীতা

পৌরাণিক নাটক

শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ
নিউ নারায়ণ অপেরা কর্ত্তৃক অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৫৮ সাল, চৈত্র

যদুপতি শ্রীমণীন্দ্রলাল ঘোষ প্রণীত পৌরাণিক নাটক। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী সৌভরাজ শাল্বের শিব-সাধনায় বরলাভ—শ্রীকৃষ্ণসহ ভীষণ সংঘর্ষণ। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদূরথের নির্ম্মমতার অভিনয়, মহাকালীর নিকট নরবলিদান—মহাকালীর আবির্ভাব। গণিকা অলকার জীবনের যুগান্তর। স্বল্পলোকে অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

স্বদেশ শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাপার্টী নট্ট কোম্পানী (বিবগ্রাম) কর্তৃক সগৌরবে অভিনীত। মেবারের রাণা বিক্রমজিতের উচ্ছৃঙ্খলতায় ভয়াবহ দৃশ্যের যবনিকায় স্বদেশপ্রেমিক সর্দ্দারগণ কর্তৃক বনবীরকে মেবারের শাসনভার অর্পণ। লালসার উন্মাদনায় বনবীরের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে মানবত্বের বলিদান, বীভৎসতার রোমাঞ্চকর অভিনয়। মেবারের গগনভেদী আর্ত্তনাদ, তারপর হীনা ধাত্রী পান্নাবাঈয়ের আত্মবলিদানে মেবার-আকাশে—তরুণ তপনের আবির্ভাব। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

অসবর্ণা নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনব অবদান। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। দ্বাপরে—শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ যুগ নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অসবর্ণা জাম্ববতীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অমূল্য স্যমন্তক মণি লাভ করার মধুর পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই "অসবর্ণা" অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

রামানুজ শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়াসীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—উর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—গুহক চণ্ডালের দুর্জ্জয় অভিমান—লক্ষ্মণের সরযূপ্রয়াণ প্রভৃতি। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রেমের পূজা—শ্রীবেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত। গণেশ অপেরায় অভিনীত। পূজারিণী—প্রেমময়ী চিরকুমারী অম্বা। পুরোহিত—কঠোর সাধক চিরকুমার ভীষ্ম। পুষ্প যোগাচ্ছে আঁধার উদ্যানে ফোটা নির্ম্মাল্য। ধূপ জ্বালিয়েছেন ঐহিক আশার বহু দূরে এসে অজানা পথে পা বাড়িয়ে মহারাজ শাল্ব। নৈবেদ্য পূজারিণীর পবিত্র হৃদয়। দীপের আলোকে পূজামণ্ডপ আলোকিত করছেন, পূজারিণীর অগ্রজ দীপক। শঙ্খ ঘণ্টা বাজাচ্ছেন [illegible]শানর নাম ধারণ ক'রে স্বয়ং নারায়ণ। মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ

স্বর্গগত পরম পূজনীয় পিতৃদেব
৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
শ্রীচরণোদ্দেশে
এই ক্ষুদ্র নাটকখানি
উৎসর্গ করিলাম।

আপনার স্নেহের সন্তান
আনন্দময়

পরিচয়

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	যদুপতি
অর্জ্জুন	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব
প্রদ্যুম্ন	...	...	শ্রীকৃষ্ণের পুত্র
নিকুম্ভাসুর	...	...	দৈত্যরাজ
কেতুমান	...	...	ঐ পুত্র
কালদণ্ড	...	...	সেনাপতি
মকরন্দ	...	...	বয়স্য
ব্রহ্মদত্ত	...	...	ঋষি
উদ্ধব	...	...	ভক্ত
ধূম্রাক্ষ	...	...	সৈনিক

বালকগণ, স্বপন, যাদবগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ

কামনা	...	...	দৈত্যরাণী
ভানুমতী	...	...	ব্রহ্মদত্তের কন্যা
সপ্তদীপা	...	...	ব্রহ্মদত্তের স্ত্রী

গীতা, নিয়তি, মহাশক্তি মায়ানারী, তন্দ্রা, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

আভাষ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কয়েকটি শ্লোক অবলম্বনে পৌরাণিক কাহিনী ষট্পুর-বিনাশ ঘটনা লইয়া রচিত এই নাটক। ভারতের অমূল্য গ্রন্থ গীতা। যে গীতা অবলম্বনে মহাত্মা গান্ধি বিশ্ববরেণ্য, যে গীতা ব্যাখ্যা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বের ধর্ম্মসভায় সনাতন ধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন, সেই ধর্ম্মগ্রন্থকে হিন্দুর পরম সম্পদ ব'লে প্রচার করতেই এই নাটকের নাম দিয়েছি গীতা। শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে গীতা-মাহাত্ম্যে মহাবীর অর্জ্জুন বধ করেছিলেন যাগ-যজ্ঞ-বিনাশী সনাতন বিদ্বেষী দুরন্ত দানব নিকুম্ভাসুরকে। গীতা-বিদ্বেষী নিকুম্ভাসুরের অত্যাচারে আর্য্য ঋষি-গণ যখন মাভৈঃ রবে চিৎকার করিতে লাগিলেন, তখন পাঞ্চজন্য বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিতে লাগিলেন গীতা! গীতার পুণ্য শ্লোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'য়ে ভারতের সেই নব প্রভাতে আবার সুরু হ'লো বেদের সাম-গান। আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

আনন্দময়

রক্তমুকুট শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইতেছে। অযোধ্যার সম্রাট বৃকপুত্র তালজঙ্ঘ ও বাহুর ভীষণ সংঘর্ষণ। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

জাহ্নবী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। চারিদিকে জয় জয়কার। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্য-কলাপ, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

বিদর্ভ-নন্দিনী শ্রীগোবর্দ্ধন শীল প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনয় হইতেছে। লক্ষ্মী অংশে বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-দুহিতা রূপে রুক্মিণীর জন্মগ্রহণ। ভীষ্মকরাজ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণসহ রুক্মিণীর বিবাহ উদ্যোগ ও কৃষ্ণদ্বেষী ভীষ্মক রাজপুত্র রুক্মের বিদ্বেষ ভাব ও বিবাহে বাধা দিবার জন্য শিশুপালের সহিত ভীষণ যড়যন্ত্র। রুক্মিণীর সহ শ্রীকৃষ্ণের পরিণয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

নরকাসুর ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকে উৎপত্তি, কৌশলে দৈত্যরাজকুমারী স্বর্গের সহিত নরকের বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মার বন্দিত্ব ও দুর্গনির্ম্মাণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নরকের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের পরাজয়, কৌশলে পৃথিবীর নিকট নরকধ্বংসের সম্মতিলাভ, নরকাসুরের মৃত্যু, স্বর্গের সহমরণ। মূল্য ২।০ নয় সিকা।

অনার্য্যনন্দিনী পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। মগধেশ্বর শালিবানের মাতৃভক্তি—রাজসিংহাসন ত্যাগে ছদ্মবেশে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ—অনার্য্য গুরু আপস্তম্বের আর্য্যের প্রতি বিদ্বেষ হেতু মারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। রাজবলি—নরবলি—নারী বলির আয়োজন। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

নবাবসিরাজদ্দৌলা শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সেই ভাণ্ডারী অপেরার মুকুটমণি। ৫ খানি চিত্রসহ মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ত্রিশক্তি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দৈত্যপতি প্রহ্লাদের স্বর্গ বিজয়, ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানপতি রজি সহযোগে দৈত্যরাজের বিরুদ্ধে সমর অভিযান। স্বর্গ আক্রমণ ও ইন্দ্রের হৃতরাজ্য উদ্ধার। মূল্য ২৲ টাকা।

গীতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকা-প্রাসাদ

গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ

গীত

গীতা।—

মানুষের মাঝে দেবতা আনিতে
আমি যে গাহিব গান।
গানের মালায় গীতের আখরে
জাগিবে শ্রীভগবান॥
হাজার বছরে ঝরিবেনা সুর,
যত দিন যাবে ততই মধুর,
গীত নহি আমি জীবন-মন্ত্র
ভারতের অবদান।
জাগিবে শ্রীভগবান॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। কে গাহিল গান?
কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে ঝরেছিল যেই সুর,

সেই সুরে তুলিয়া ঝঙ্কার
কে তুলিল এই আলোড়ন ?

গীতা। আমি।

কৃষ্ণ। একি! গীতা!

গীতা। হ্যাঁ, পিতা!

কৃষ্ণ। কহ মাতা! হেন অসময়ে
কেন উপনীত হেথা ?
দ্বারকার মন্দির-প্রাঙ্গণে
মহাযোগে ছিনু মগ্ন,
ভেঙ্গে দিয়ে যোগনিদ্রা মোর
কেন মাতা জাগালে আমায় ?

গীতা। যোগনিদ্রার এ নহে সময় পিতা!
দেখ চাহি চারিভিতে
চলিতেছে পাপের তাণ্ডব-লীলা।

কৃষ্ণ। পাপ—পাপ—পাপ!
পাপে পূর্ণ অন্তিম-দ্বাপরে
রক্তস্নাতা মাতা বসুন্ধরা,
প্রায়শ্চিত্ত করিল তাহার
ধর্ম্মক্ষেত্র ঐ কুরুক্ষেত্র-রণে।

গীতা। তবু আজিও হ'লোনা পিতা
সে পাপের অবসান!

কৃষ্ণ। আত্মগর্ব্বী স্বার্থান্বেষী
নীচ আত্মা যত
জ্ঞানহারা, সমাচ্ছন্ন মোহে,

ছুটে যায় নরকের পথে।
প্রতি পদক্ষেপে করে যত ভুল ;
আর, ভাঙ্গিতে সে ভুল—
বারবার লভি জন্ম এই ধরাপরে
কত না কঠোর আমি নিষ্ঠুর নির্ম্মম।
নিয়তির যূপকাষ্ঠে কংস দিল প্রাণ,
কালের কবলে কত হ'য়ে গেল লয়
দুর্দ্দান্ত দানবনিচয় ;
মহারথিগণসহ রাজা দুর্য্যোধন
পরপারে করিছে বিশ্রাম !
অহং জ্ঞানে আত্মহারা পাপের তাড়নে
বিশ্বগ্রাসী কামানল ল'য়ে
ছুটে যায় যত পাপী মরণের পথে।
বারবার করে সেই ভুল—
তবুও চেতনা হয়না তাদের !
বৃথা চিন্তা ত্যজগো জননি !
ধর্ম্মের অমৃত খনি পুণ্য এ ভারতে
অধর্ম্মের ম্লান ধ্বজা উড়িবে না কভু।
যদি কেহ করে সে প্রয়াস,
তবে জানিহ নিশ্চয়—
মুছে যাবে চিহ্ন তার ধরাবক্ষ হ'তে।
দিগন্ত ব্যাপিয়া তার ব্যর্থ হাহাকার—
যুগে যুগে শক্তিকামী মানবের প্রাণে
সার্থক করিবে তব পুণ্য গীতিগাথা।

গীতা। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কৃষ্ণ। ওই সুরে মাতা,
গেয়ে যাও ধরাপরে
ধরণীর নবযুগ 'গীতা' !
পাপ-বিনাশিতে
সাধুজনে মুক্তি দিতে
দ্বাপর কলির এই মহা সন্ধিক্ষণে
শুনাও মানবগণে অমৃতের বাণী।
যদি কোন মূঢ় নাহি শোনে
এ মানস-প্রতিমার গান,
গোবিন্দ আপনি সেথা
সুদর্শনকরে হবে আগুয়ান।

গীত

গীতা।—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ

গীত

উদ্ধব।—

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং,
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।

বসুদেবসুতং দেবং, কংস চানুর মর্দ্দনম্,
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্ গুরুম্ ।
মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং ;
যদ্কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ।

কৃষ্ণ । রে উদ্ধব !
পুনঃ হয়েছে সময় ।
কর্ম্মস্রোতে ভাসাবো আবার
কর্ম্মক্লান্ত তনুখানি মোর ।
নির্য্যাতিত জীবগণে মুক্তি দিতে,
স্বার্থান্বেষী জনে শাস্তি দিতে,
ব্রজের গোপাল যশোদা-দুলাল
সাজিবে রে কঠোর ভয়াল ।
দে রে উদ্ধব, সাজায়ে আমায়,
যে সাজে সাজায়ে যশোমতী মাতা—
দাদা বলদেব সনে পাঠাইল মথুরায় ।
আজি সাধ জাগিয়াছে চিতে
সেই বেশে যাবো আমি
পাপের বিনাশে ।

গীত

উদ্ধব ।—

কি দিব তোমারে সজ্জা ।
সজ্জিত চির অপরূপ তুমি
সৃষ্টির আলো—আভা যা ॥
হিয়াতলে যে সুর কাঁদে,

যুগ যুগ ধরি তার প্রতিচ্ছবি
আঁখিজলে ওগো সদা বাঁধে ;
তুমি যে ছন্দময়,
বেদের ভাষ্য সখ্য দাস্য
প্রকৃতির হাসি লজ্জা ॥

কৃষ্ণ। রে উদ্ধব ! সেই মোর চির-সজ্জা,
চূর্ণিতে পাপের শির—ধর্ম্ম সংরক্ষণে
মহাব্রত সার এ জীবনে,
বক্ষে জাগে মহাবাণী গীতা।

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

কৃষ্ণ। স্বাগতম্ হে বিপ্রবর !
দেহ পদধূলি,
কহ, কি কারণ হেন অসময়ে
উপনীত মম পুরে ?

ব্রহ্মদত্ত। শুনহে ধীমান্ !
আবর্ত্তা নদীর তীরে
করিয়াছি অশ্বমেধ-যজ্ঞ আয়োজন।

কৃষ্ণ। আয়োজন পূর্ণ ঋষিবর ?

ব্রহ্মদত্ত॥ হাঁ, পূর্ণ যজ্ঞ-আয়োজন।
যজ্ঞক্ষেত্রে সমাগত
ভারতের শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।
বেদব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, সুমন্তন,

জৈমিনি, ধৃতিমান, জাবালি,
ধর্ম্মাচারিণী দেবকীসহ
মহাত্মা বসুদেব উপনীত তথা।

কৃষ্ণ। ভাগ্যবান তুমি দ্বিজোত্তম!
সমাগত সেথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মুনিগণ।
সেই সে আবর্ত্তা-তীর
পুণ্য তীর্থরূপে হ'লো পরিণত।

ব্রহ্মদত্ত। কিন্তু অন্যদিকে এক
সমস্যার হয়েছে উদ্ভব।

কৃষ্ণ। কি সমস্যা দ্বিজবর?

ব্রহ্মদত্ত। ষট্‌পুর অধীশ্বর
দানব নিকুম্ভ চায়
ঋষিগণসম যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ।

কৃষ্ণ। ষট্‌পুরে দানব জীবিত?

ব্রহ্মদত্ত। হাঁ—জীবিত।

কৃষ্ণ। অন্তিম-দ্বাপরে পুনঃ
কোথা হ'তে হ'লো দানব উদ্ভব?

ব্রহ্মদত্ত। যবে ভগবান রুদ্রদেব
ত্রিপুরাসুরে করেন বিনাশ,
সেইকালে ত্রিপুর ব্যতীত
অন্য কোনজনে করেনি আঘাত।
ত্রিপুরের বংশধর নিকুম্ভ দানব
ষষ্টিশত সহস্র সেনা ল'য়ে
এতকাল অম্বুমার্গে ছিল লুক্কায়িত।

পরে ব্রহ্মার সাধন করি নিল বর—
দেব-করে নাহি হবে মরণ তাহার,
সেই বলে হ'য়ে বলীয়ান্
আর্য্য ঋষিগণসহ—
সমান আসন করিয়া গ্রহণ
চাহে মম প্রিয়তমা তনয়ায়
পরিণয় হেতু।

কৃষ্ণ। এত স্পর্দ্ধা ধরে ত্রিপুর-তনয় ?

ব্রহ্মদত্ত। রক্ষা কর কৃষ্ণ মোরে।

কৃষ্ণ। শঙ্কা দূর কর দ্বিজবর !
আমি সেথা হবো আগুয়ান !

ব্রহ্মদত্ত। বল—অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ
সম্পন্ন করায়ে
কাম্যপথ মুক্ত ক'রে দেবে ?

কৃষ্ণ। আপনার মুক্তি তরে
আপনি করেছ ঋষি, পথের সূচনা।

ব্রহ্মদত্ত। দানবকবল হ'তে
রাখিতে আর্য্যের মান
অগ্রসর হবে তুমি তথা ?

কৃষ্ণ। স্পর্শ করি শ্রীচরণ তব
হে ব্রাহ্মণ ! করিনু শপথ—
মুক্তি আমি দিব তোমা সর্ব্বদায় হ'তে।
এবে সর্ব্ব বিপদের বোঝা
দিয়ে মোর শিরে

যান দ্বিজ আশ্রমেতে ফিরি।
ধন্য আমি লভি বিপ্র-পদধূলি;
আশীর্ব্বাদ করুন আমায়—
ব্রাহ্মণ-সেবায় যেন ক্ষুদ্র এই প্রাণ
চিরদিন হয় উৎসর্গীত।
বিদায়—বিদায় ব্রাহ্মণ!

ব্রহ্মদত্ত। করি আশীর্ব্বাদ—না—না,
কারে চাই আশীষ দানিতে।
যার দ্বারে প্রার্থিরূপে
দাঁড়ায়েছি আমি,
সেই যুগের নায়ক কৃষ্ণ ভগবানে?
কোন্ স্পর্দ্ধায়—
উচ্চারিব আশীর্ব্বাদ-ভাষা?
শুধু করুণা—করুণাপ্রার্থী
তোমার সকাশে।
কৃপাময় হে কেশব,
দীনের প্রার্থনা এই—পূর্ণ কর সাধ।

[প্রস্থান

কৃষ্ণ। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম!
কর্ম্মতরে আসি আমি যুগ-সন্ধিক্ষণে!
অসিত অষ্টমী-রাতে
কারাকক্ষে লভিয়া জনম—
পিতৃবক্ষে নন্দালয়ে করিনু গমন।
কর্ম্মসূচী অতঃপর—

পুতনা-নিধন, কংস-কেশী-চানুর-মর্দ্দন,
ধর্ম্মরাজ্য গঠিতে ভারতে
কুরুক্ষেত্র-রণ আয়োজন।
পুনরায় কর্ম্মের আহ্বান—
জাগে প্রাণে নবরাগ নবছন্দ আজি।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। পিতা—
কৃষ্ণ। কি সংবাদ প্রদ্যুম্ন ?
প্রদ্যুম্ন। আবর্ত্তার তীর হ'তে
পিতামহের লিখিত পত্র ল'য়ে
পত্রবাহক এক উপনীত দ্বারকায়।
কৃষ্ণ। পিতা কি লিখেছেন কুমার ?
প্রদ্যুম্ন। ছত্রে ছত্রে তার
কি ব্যথার করুণ উচ্ছাস—
জীবন্ত ইঙ্গিত যেন
ঝাঁপ দিতে কর্ম্মের তুফানে।
হীনমতি দানব-সেনানী
অগ্রসর নারী-নির্য্যাতনে।
ধমনীর রক্তস্রোত স্তব্ধ কি শীতল,
যোগে কিংবা ঘুমে মোরা
পারিনা বুঝিতে !
যজ্ঞস্থলে অনাচার—
নারীর মর্য্যাদা-লোপ-প্রয়াসী দলের

উগ্র এই ব্যাধি প্রশমনের নাহিক উপায় ?
হরিতে ঋষির কন্যায়—
পাপিষ্ঠ দানবদল
উপনীত সে আবর্ত্তা-তীরে।

শ্রীকৃষ্ণ। স্পর্দ্ধা তার গগনস্পর্শী।
রে প্রদ্যুম্ন—

প্রদ্যুম্ন। দেহ আদেশ আমায়
রক্ষিতে ঋষি-কন্যায়
ছুটে যাই অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে।

শ্রীকৃষ্ণ। পল মাত্র বিলম্ব না করি হেথা
নিমেষে আবর্ত্তা-তীরে করিয়া গমন,
মায়ার প্রভাবে মায়াকন্যা সৃজি,
মুগ্ধ কর বর্ব্বর অসুরে।
তারপর হ'লে প্রয়োজন
সাত্যকি দেবল আদি
যদুবীরগণে ল'য়ে যেও সেথা।

প্রদ্যুম্ন। আর আপনি ?

কৃষ্ণ। নাহি ভয় বৎস !
আসিলে সময়
কৃষ্ণার্জ্জুনে রথোপরি
হেরিবে সেথায়।

প্রদ্যুম্ন। তাই হবে—তাই হবে পিতা !
এইবার ছুটিল তাড়িৎস্রোত
শিরায় শিরায় ;

উঠিল কণ্ঠেতে আজি বজ্রের আরাব।
ফুটিল নবীন তেজ
ম্লানময়ী প্রকৃতির ভালে।
ওরে দুষ্ট দানবের দল,
রাখিও স্মরণ—জ্বালিতে অনলকুণ্ড
সাক্ষাৎ প্রলয়সম
ছুটিলরে কৃষ্ণের তনয়।

[প্রস্থান

কৃষ্ণ। ভূভার-হরণ—ভূভার-হরণ!
ভুভার-হরণ-ব্রত যুগে যুগে মোরে
টেনে নিয়ে আসে এই ধরণীধুলায়।
পীড়িতের আকুল ক্রন্দন,
ব্যথাভরা ধরিত্রীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
হৃদয়তন্ত্রীতে মোর তোলে যে ঝঙ্কার,
প্রতিধ্বনি তার—
নিমেষে করিয়া মোরে কঠোর নির্ম্মম,
করে মোর কর্ম্মের প্রসার ;
তাইতো আসিনু ছুটি মথুরা নগরে—
ছিন্ন করি শ্রীরাধার প্রেমের বাঁধন ;
তাইতো স্বার্থান্বেষী অত্যাচারী দলে
দানিতে চরম শাস্তি,
রুদ্ররোষে কুরুক্ষেত্রে মোর অভ্যুত্থান ;
অষ্টাদশ দিনে অষ্ট অক্ষৌহিণী
পাপীর করিতে নির্মূল—

অশ্ববল্গা করিনু ধারণ
প্রিয় সখা অর্জ্জুনের রথে।
পুনঃ মোর কর্ম্মের আহ্বান
এসেছে আৰ্য্যাবর্ত্ত-তীরে।
গীতা! গীতা!
অন্তরমথিত মোর অমৃত-দুহিতা!
আমার সাধনালব্ধ কর্ম্মের প্রসারে
তোমার অমিয় বাণী হউক সহায়
বেদনা-ব্যথিত এই জগতের প্রাণে
প্রতিক্ষণে ওঠে যেন ধ্বনি—
শান্তি-মুক্তি-বিধায়িনী তুমি শুচিস্মিতা
গীতা—গীতা—গীতা!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আবর্ত্তা-তীর

কুমারীগণ গাহিতেছিল

গীত

কুমারীগণ।—

এ মধু বসন্ত-সাঁঝে
কার ছোঁয়া প্রাণে লাগে।
আঁখি টলমল মন যে বিহ্বল
একি দোলা বুকে জাগে॥
সে কি স্বপনের ছায়া গোপন রাগিণী গাওয়া,
আলোক চকিতে এলো নাড়া দিতে,
যেন হারান সে সুর পাওয়া ;
ঘনালো একি গো ছায়া, অধরে নামিল মায়া,
এলানো এ কায়া বাঁধে শত অনুরাগে॥

[প্রস্থান

কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত মকরন্দের প্রবেশ

মকরন্দ। ওই যাঃ! চিড়িয়ারা যে এক দৌড়ে পগার পার? তাইতো, এখন কি করি? কি ক'রেই বা কাকে ধরি! সেনাপতি মহাশয় এখুনি আমার কাজের তদারক করতে এসে যখনই দেখ্‌বেন—মকরন্দ কাজ পণ্ড ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা

শুণ্‌ছে—তখুনি তো চাকরী খতম হ'য়ে যাবে। তাইতো, এখন করি কি? এই রে বাবা, সেনাপতি মশাই যে এইদিকেই আসে। যা হোক্ একটা কিছু করা যাক্—[কাপড় গুছাইতে গুছাইতে] এই, ধর্—ধর্ সব, বাগিয়ে ধর্—

কালদণ্ডের প্রবেশ

কালদণ্ড। মকরন্দ! কাজ সমাধা হয়েছে? মুনিকন্যাগণকে বন্দী করেছ?

মকরন্দ। আজ্ঞে বন্দী কর্‌তেই তো এখানে এসেছিলাম, কিন্তু—

কালদণ্ড। কিন্তু কি?

মকরন্দ। কিন্তু মানে কি জানেন? যখনই তাদের বন্দী কর্‌তে ছুটে এলাম, শুধু এলাম কেন—ধরি ধরি ও হলাম, অমনি পিঠের পাঁজরের পাশ থেকে পাখ্‌না বার ক'রে হুস্ ক'রে সব উড়ে গেল্।

কালদণ্ড। মিথ্যাবাদী—

মকরন্দ। আজ্ঞে—

কালদণ্ড। মানুষের কখনো পাখা হয়?

মকরন্দ। মানুষের পাখা হয় না, সে তো আমি আগেই জান্‌তাম। কিন্তু এখানে এসে যে দেখ্‌লাম সব পাখা গজালো।

কালদণ্ড। সাবধান মকরন্দ! মিথ্যাকথা ব'লো না!

মকরন্দ। আজ্ঞে যা হুবহু সত্য, তাই বল্‌লাম, এখন আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তো আমার বরাত।

কালদণ্ড। তুমি প্রভুর আদেশ পালন না ক'রে তাঁর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছ।

মকরন্দ। বলেন কি মশাই? আমি জীবন ভোর অকপটে অবনত

মস্তকে প্রভুর আদেশ পালন ক'রে এলাম—আর আজ আপনি বলেন কিনা বিশ্বাসঘাতক ?

কালদণ্ড। হ্যাঁ, এখনও বলছি—তুমি প্রভুর আদেশ পালন না ক'রে অপরাধ করেছ, এর জন্য তোমায় শাস্তি নিতে হবে।

মকরন্দ। শাস্তি ?

কালদণ্ড। হ্যাঁ, কঠোর শাস্তি।

মকরন্দ। এখন কিন্তু আমার শাস্তি-টাস্তি নেবার সময় নেই মশাই !

কালদণ্ড। এ কথার অর্থ ?

মকরন্দ। অর্থ অতি সহজ—সরল। এখন আমায় প্রভুর আদেশ মত কাজ করতে হবে, অর্থাৎ মুনিকন্যাগণসহ ঋষি ব্রহ্মদত্তের · সেই সুন্দরী কন্যাটীকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রভুর শ্রীচরণে উপঢৌকন দিতে হবে, তবেই আমার ছুটি।

কালদণ্ড। তুমি একটা অপদার্থ।

মকরন্দ। আমি যে কি পদার্থ, তা এখুনি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কালদণ্ড। তোমাকে আমি অনেক আগেই বুঝে নিয়েছি।

মকরন্দ। আপনি যা বুঝেছেন তাই নিয়ে থাকুন। এখন আমায় কাজ করতে দিন।

কালদণ্ড। এ কাজে তুমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

মকরন্দ। তার মানে ?

কালদণ্ড। তোমাকে পদচ্যুত ক'রে কোন উপযুক্ত ব্যাক্তিকে আমি এই পদে বহাল করবো।

মকরন্দ। যা করাকরি মনে করেন ঘরে গিয়ে করবেন।

কালদণ্ড। আমি এখনি তোমায় পদচ্যুত করলাম।

মকরন্দ। আমি কিন্তু প্রভুর আদেশ পালনেই চল্‌লাম।

কালদণ্ড। তুমি আমার অবাধ্য হবে?

মকরন্দ। আজ্ঞে অনেকদিনই তো আপনার বাধ্য ছিলাম, একদিন না হয় একটু অবাধ্যই হ'লাম?

কালদণ্ড। জান, এই মুহূর্ত্তে আমি তোমায় হত্যা কর্‌তে পারি?

মকরন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব জানি, তাতে তো আর পয়সা খরচ হবে না? খাপ থেকে তলোয়ারখানা খপ্‌ ক'রে বার ক'রে কপ্‌ ক'রে কোপাবেন, এ আর না জান্‌বার কি আছে?

কালদণ্ড। মকরন্দ—

মকরন্দ। চুপ্‌! ওই দেখুন একটী সুন্দরী হেলে দুলে কলসী-কাঁকে এইদিকে আস্‌ছে। যান্‌—যান্‌, আপনি একটু স'রে যান্‌।

কালদণ্ড। আর তুমি—

মকরন্দ। আর আমি এই কালো কাপড়খানা সারা অঙ্গে ঢাকা দিয়ে এই পথের ধারে সটান্‌ সিদে লম্বা হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বো।

কালদণ্ড। তারপর?

মকরন্দ। তারপর তাক বুঝে গপ্‌ ক'রে ধ'রে ফেল্‌বো। ওই এসে পড়্‌লো! যান্‌—যান্‌, আপনি স'রে পড়ুন।

কালদণ্ড। আমি এখান থেকে চ'লে যাবো?

মকরন্দ। যাবেন বৈকি—নিশ্চয় যাবেন। না গেলে যে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। যান্‌—যান্‌, চট্‌পট্‌ স'রে পড়ুন।

কালদণ্ড। আচ্ছা, আমি চল্‌লুম।   [প্রস্থান

মকরন্দ। আমি এইবার পথের ধারে থানা-টানা দেখে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়িগে, দেখি কি হয়।

[প্রস্থান

ধীরে ধীরে ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। হে অজানা! সুললিত মধুস্বরে
বেজে ওঠে বীণাখানি তব
এই মরম-মাঝারে।
সেইদিন হবে মোর পূজা সমাপন,
নিজ হাতে নেবে যবে
যত্নে দেওয়া অর্ঘ্যথালি মোর।
শুনি তব আগমনী ধ্বনি উতল পরাণি।
নিরাশা আঁধারে আলোক ছটায়
হে দয়িত! এস—এস, কতদূরে তুমি?

দ্রুত মকরন্দের পুনঃ প্রবেশ

মকরন্দ। এই—এই—এইও—

ভানুমতী। কে—কে—তুমি?

মকরন্দ। পরিচয় শুনে কোন লাভ হবেনা, কারণ আমি তোমার সঙ্গে কুটুম্বিতে কর্‌তে আসিনি।

ভানুমতী। তবে কি কর্‌তে এখানে এসেছেন! আপনি কি জানেন না যে, আবর্ত্তা নদীর এই ঘাটে কোন পুরুষের প্রবেশ-অধিকার নেই? এই ঘাট মাত্র মুনিকন্যাগণের জলকেলি কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েছে?

মকরন্দ। আমি সব জেনে শুনেই এখানে এসেছি।

ভানুমতী। এর জন্য আপনাকে শাস্তি নিতে হবে।

মকরন্দ। সে যা হয় পরে হবে। এখন তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ভানুমতী। কোথায় ?

মকরন্দ। দানব-সম্রাট নিকুম্ভের প্রাসাদে।

ভানুমতী। কেন ?

মকরন্দ। তিনি শাস্ত্রমতে তোমায় বিবাহ কর্‌তে চান্।

ভানুমতী। আর্য্যঋষিকন্যার সঙ্গে দানবের বিবাহ ?

মকরন্দ। হাঁ, সেইজন্যই তো এত তোড়-জোড়, নাও—নাও, চট্ পট্ চল।

ভানুমতী। দূর হও তুমি দানব !

মকরন্দ। তাহ'লে আমার অপরাধ নেই। আমি তোমায় জোর ক'রে নিয়ে যাবো।

ভানুমতী। সাবধান—

মকরন্দ। তুচ্ছ মানবীর রক্তচক্ষু দেখে দানব ভয় পায়না ! এস—চ'লে এস—

ভানুমতী। নিরস্ত হও দুর্ব্বৃত্ত ! আর্য্যঋষির অভিশাপে তুমি ভস্ম হ'য়ে যাবে।

মকরন্দ। সে তো পরে, এখন তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ভানুমতী। কখনও না।

মকরন্দ। তাহ'লে তোমায় বেঁধে নিয়েই যেতে হ'লো।

[ধরিতে প্রয়াস]

ভানুমতী। [ইতস্ততঃ ধাবন] কে আছ, আমায় দুর্দ্ধর্ষ দানব-কবল হ'তে রক্ষা কর।

মকরন্দ। দানব-কবল থেকে রক্ষা কর্‌বার কেউ নেই ! অতএব সুন্দরি ! বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এস।

ভানুমতী। জীবন থাক্‌তে নয়।

মকরন্দ। মতিচ্ছন্ন! আর নয়—প্রস্তুত হও

ভানুমতী। কোথা ওগো আর্য্যঋষিগণ—
কোথা পিতা ব্রহ্মদত্ত?
কোথা তুমি জগৎ-পিতা নারায়ণ,
রক্ষা কর অবলায়।

নেপথ্যে প্রদ্যুম্ন

প্রদ্যুম্ন। ভয় নাই—ভয় নাই বালা,
বিপন্নের পরিত্রাণ হেতু
পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে
এসেছি ছুটিয়া হেথা।
যাও মায়াকন্যাগণ
রক্ষা কর আর্য্য-ঋষিতনয়ায়।

দ্রুত অবগুণ্ঠিত মায়াকন্যাগণের প্রবেশ

মকরন্দ। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌! এরা সব কারা রে?

গীত

মায়াকন্যাগণ।—
আমরা তোমায় কর্‌বো বিয়ে।
প্রাণের খাঁচায় রাখ্‌বো তোমা,
(ওরে) বুলিধরা সোনার টিয়ে॥
দাঁড়ে আছে ছাতু-দানা,
খেতে পারো, নাইকো মানা,
নও যে তুমি ছাতার ছানা,
ভাবনা দাও না মিটায়ে॥

পর এ প্রেমের শিকল,
আসা কি হবে বিফল,
ছাতু-ছোলায় মন না বসে
মেখে দিব ময়দা-ঘিয়ে ॥

[এই গানের মধ্যে প্রদ্যুম্ন আসিয়া ভানুমতীকে লইয়া গেল।

মকরন্দ। ওরে বাপ্‌রে! আমি একলা যে এদের সঙ্গে পেরে উঠি না রে বাপ্পা!

১ম মা-ক। আমি তোমায় বিয়ে কর্‌বো।

২য় মা-ক। আমি হবো তোমার জীবন-সঙ্গিনী।

৩য় মা-ক। আমি তোমার মনমোহিনী—

[সকলে মিলিয়া মকরন্দকে টানাটানি আরম্ভ করিল]

মকরন্দ। বাপ্‌রে! আমি যাই কোথারে?

১ম মা-ক। তুমি যে আমাদের মনের মানুষ গো!

২য় মা-ক। আমরা তোমায় ছাড়বো না গো!

মকরন্দ। একি সর্ব্বনেশে কাণ্ড রে! কোথায় গো সেনাপতি মশা' এদিকে এসে কিছু ভাগ-যোগ ক'রে নিয়ে আমায় একটু রেহাই দিন না।

কালদণ্ডের প্রবেশ

কালদণ্ড। কি হয়েছে মকরন্দ?

মকরন্দ। আজ্ঞে যা হবার নয়, তাই হয়েছে।

কালদণ্ড। তোমরা সব কি চাও?

মায়াকন্যাগণ। আজ্ঞে আজ আমরা সবাই মিলে এঁকে বিয়ে ক

মকরন্দ। ওই শুনুন—নিজের কানে শুনুন। এতগুলো যদি বিয়ে করে, তবে আমার অবস্থা কি হ'য়ে দাঁড়াবে বলুন দেখি?

কালদণ্ড। মকরন্দ! তুমি এদের বন্দী ক'রে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাও, তারপর যা বিহিত ব্যবস্থা—[ইঙ্গিত]

মকরন্দ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—এস তো বুলবুলির ঝাঁক—

[মায়াকন্যাগণকে লইয়া প্রস্থান

কালদণ্ড। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কিঞ্চিন্মাৎ। আর্য্যঋষি দানবের করে কন্যাদান করবে না? কিন্তু তারা জানে না যে তাদের কন্যাগণ দানবের গলে বরমাল্য দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে আছে, বাঁধন দিয়ে খরস্রোতা নদীকে বেঁধে রাখা যায়—কিন্তু মনকে বেঁধে রাখা যায় না।

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন ও ভানুমতীর পুনঃ প্রবেশ

ভানুমতী। কে তুমি?

প্রদ্যুম্ন। বিপন্নরক্ষক।

ভানুমতী। তুমি আমায় দানব-কবল থেকে উদ্ধার করলে কেন?

প্রদ্যুম্ন। আর্য্যঋষির সম্মান রক্ষা করতে; আমি তোমায় উদ্ধার

ভানুমতী। একটি আর্য্যবালাকে রক্ষা করতে অসংখ্য কুমারীদের হাতে তুলে দেওয়া এটা কোন্ আর্য্যসন্তানের কর্ত্তব্য, বুঝতে

প্রদ্যুম্ন। একটী আর্য্যকন্যাকেও দা[illegible] বেদল এখান থেকে ধ'রে নিয়ে

ভানুমতী। কি বলছো তুমি বীরপ[illegible]রুব? ঘটনা যে আমার চোখের

প্রদ্যুম্ন। ওরা আর্য্যমুনিকন্যা নয় মায়াকন্যা!

ভানুমতী। মায়াকন্যা ?

প্রদ্যুম্ন। হ্যাঁ কুমারি !

ভানুমতী। তুমি কে ? তুমিও কি মায়াবী দানব ?

প্রদ্যুম্ন। না, আমি মানব।

ভানুমতী। তোমার পরিচয় ?

প্রদ্যুম্ন। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, নাম প্রদ্যুম্ন।

ভানুমতী। প্রদ্যুম্ন ! যে প্রদ্যুম্ন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে দানব শম্বরের ইঙ্গিতে মায়ের কোল ছেড়ে—পিতার স্নেহ ভুলে পূর্ণ যৌবন পর্য্যন্ত দানব-আলয়ে পালিত হয়েছে, তুমি সেই প্রদ্যুম্ন ?

প্রদ্যুম্ন। হ্যাঁ দেবি !

ভানুমতী। মায়াশক্তিবলে দানব-কবল হ'তে আমায় মুক্ত ক'রে— তুমি একাকী আমায় গ্রাস করতে চাও ?

প্রদ্যুম্ন। তোমায় উদ্ধার করেছি ব'লে তোমাদের কাছে আমি কোন প্রতিদান চাই না। তবে এখান থেকে আশ্রম পর্য্যন্ত তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

ভানুমতী। দানবের উচ্ছিষ্টভোজী মায়াবীকে আমি বিশ্বাস করি না।

প্রদ্যুম্ন। দানব-আলয়ে জন্মদাতা পিতার বিশ্বাসভাজন হ'তে মায়াবী শম্বরাসুরকে আমি নিজের হাতে বধ করেছি দেবি ! তুমি আমায় বিশ্বাস কর, আমার দ্বারা তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না।

ভানুমতী। তবু মায়াবীকে আমি বিশ্বাস করতে চাই না।

প্রদ্যুম্ন। স্মরণ কর দেবি ! জগতের মঙ্গলের জন্য যাঁর আকুল আহ্বান, সেই যুগনায়ক শ্রীকৃষ্ণের অংশে আমার জন্ম।

ভানুমতী। কিন্তু এখানে কেন এসেছিলে ?

প্রদ্যুম্ন। পিতার আদেশে আমি তোমাদের রক্ষা করতে এসেছি।

ভানুমতী। সত্য ?

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত। হ্যাঁ, মা! যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কুমার প্রদ্যুম্ন এসেছে আবর্ত্তা-তীরে আমার অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করাতে।

ভানুমতী। বাবা—

ব্রহ্মদত্ত। এই যে মা, তোমার সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে কুমার প্রদ্যুম্ন।

প্রদ্যুম্ন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ঋষি!

ব্রহ্মদত্ত। জয় হোক্ বৎস! তারপর এদিকের সংবাদ কি কুমার?

প্রদ্যুম্ন। মায়ামুগ্ধ দানবদল মহানন্দে ষট্‌পুরে ফিরে গেছে।

ব্রহ্মদত্ত। যাক্! তাহ'লে এখন আমরা বিপদ-মুক্ত।

প্রদ্যুম্ন। এ মুক্তি ক্ষণস্থায়ী ঋষি!

ব্রহ্মদত্ত। কেন কুমার?

প্রদ্যুম্ন। যখনই দানবদল বুঝতে পার্‌বে তারা মায়ার প্রভাবে প্রতারিত হয়েছে, তখনই আবার তারা ছুটে আস্‌বে এই আবর্ত্তা-তীরে। যদি নিজে বাঁচতে চান্, আর্য্যনারীদের সম্মান রক্ষা কর্‌তে চান্, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকুন মহর্ষি!

[প্রস্থান

ভানুমতী। কি হবে বাবা? কে আমাদের দানব-কবল হ'তে রক্ষা কর্‌বে?

ব্রহ্মদত্ত। চিন্তা নেই মা, যাঁর ভার তিনিই নেবেন। যুগনায়ক শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকল ভার গ্রহণ করেছেন। কর্ম্মী তিনি—কর্ম্ম তাঁর, আমরা সেই কর্ম্মকাণ্ডের একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ষট্‌পুর গুহামধ্যস্থ প্রাসাদ

গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ

গীত

গীতা।—

আপনার মাঝে আপনি খুঁজে নাও,
দেখে নাও তারে দেখে নাও।
উজ্জ্বল কত অমল শাশ্বত
তারি সুরে গান গেয়ে যাও॥
নামিছে জাহ্নবীধারা,
উষর মরুর ধূসর বালুতে,
কুলুকুলু মধু সাড়া ;
সে কালো ছায়ায় সজল মায়ায়
ব্যথার রাগিণী মেলাও॥

নিকুম্ভাসুরের প্রবেশ

নিকুম্ভ। কেবা তুমি বালা,
একান্তে প্রাসাদ-মাঝে
দাঁড়াইয়া সঙ্গোপনে
সঙ্গীতঝঙ্কারে
আলোড়িত কর এই স্থান ?

গীতা। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
শ্রীকৃষ্ণের মুখ হ'তে
গীতের আথরে জন্ম মোর,
তাই নাম গীতা।

নিকুম্ভ। গীতা!
কোন্ প্রয়োজনে হেথা?

গীতা। অজ্ঞানে দানিতে জ্ঞান,
চেনাবারে কর্ম্মপথ
সৃজিলেন কৃষ্ণ মোরে।
আমি ধরণীর নবযুগ গীতা।

নিকুম্ভ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—
হাসি পায় শুনি কৃষ্ণকথা!
অজ্ঞান অধম যেই,
সে কোন্ স্পর্দ্ধায়
জ্ঞান-কর্ম্ম শিক্ষা দিতে চায়?
কোথা শক্তি তার
তুচ্ছ মানবীর গর্ভে জন্ম যার?

গীতা। মানবেরে দিতে জ্ঞান
মানব রূপেতে
ধরাবক্ষে কৃষ্ণ ভগবান!

নিকুম্ভ। ভগবান! কৃষ্ণ ভগবান!
কোন্ গুণে জগৎ পূজিবে তারে?
আত্মতত্ত্বে আত্মহারা যেই,
আত্মকর্ম্মে নাহি পরিচয় যার,

কোন্‌গুণে শ্রেষ্ঠ সেই ?
উপদেষ্টারূপে
কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি শিক্ষা দিবে ?

গীতা । নিজ কর্ম্মের প্রভাবে
সত্যের আকারে
কৃষ্ণ আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগত-মাঝারে ।

নিকুম্ভ । সত্য নয়—
মিথ্যা এ সর্ব্বৈব ?

গীতা । মিথ্যা !

নিকুম্ভ । হ্যাঁ, জন্ম যার আঁধার কারায়,
কর্ম্ম যার আগাগোড়া ভোজবাজি-ছায়া,
বাক্যে ইন্দ্রজাল—চোরের মতন
নীচ ঘৃণ্য স্বভাব যাহার,
সেই শ্রেষ্ঠ জগতের ?
শুনিবার মত বটে প্রলাপ-কাহিনী !

গীতা । গোকুলে গোপাল কৃষ্ণ
তেজোময় মূরতি মহান্ ।
প্রেমসুধা বিলাইতে
প্রেমময় তিনি ।

নিকুম্ভ । হ্যাঁ—হ্যাঁ,
যমুনা-বিহার যার গোপিনীর সনে,
গোপের উচ্ছিষ্টভোক্তা
অন্ত্যজ রাখাল কৃষ্ণ—
সেই হ'লো শ্রেষ্ঠ এ জগতে ?

হাঃ-হাঃ-হাঃ !
শঠতায় পূর্ণ হৃদি,
হিংস্র স্বভাব যার,
কপট তস্কর সেটা ।
যাও বালা, সম্মুখ হইতে মোর ,
শুনিতে চাহিনা আমি
কৃষ্ণগুণগান ।

গীত

গীতা ।—

তারই গুণগানে মুক্তি ।
তারি নামে জাগে শক্তি,
কর্ম্ম জ্ঞান আর ভক্তি ॥
দৃষ্টিতে যার পায় সে সৃষ্টি
তর্কের সার যুক্তি,
সন্ধানে যার বেদ,
জননী গঙ্গা পাবনী সংজ্ঞা
তাঁরি স্বেদ সাধু উক্তি ॥

নিকুম্ভ । থামাও—থামও বালা
মোহকরী চাটুর সঙ্গীত ।
নতুবা হের এই শাণিত খড়্গ—
খণ্ড খণ্ড করি তোমা
মিশাইব মহাশূন্যকোলে ।

গীতা । কি করিব—
আবেগ উচ্ছ্বাসে

ওঠে যে সঙ্গীত,
কোন্ শক্তিবলে
কে রোধিবে গতি তার ?

নিকুম্ভ। সাবধান স্পর্দ্ধিতা বালিকা !
রাখ ও প্রলাপ-ভাষা,
চ'লে যাও নতশিরে।

গীতা। তব ইচ্ছাধীন নহে গীতা।
জন্ম যার মহৎ বাণীতে,
তাঁরই আজ্ঞায়
দিকে দিকে প্রাণে প্রাণে
শুনাইতে হবে মোরে
সুমধুর ছন্দ শ্লোক গীতা।

নিকুম্ভ। ধ্বংস হও দানব-কৃপাণে
অসার দর্পের ভাষ্য
রে প্রগল্‌ভা গীতা !

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

কামনার প্রবেশ

কামনা। সম্রাট !

নিকুম্ভ। রাজ্ঞি !

কামনা। হে রাজন্ !
একি হেরি আচরণ ?

নিকুম্ভ। নাহি জান রাণি !
পরিচয় বালিকার ?

এত স্পর্দ্ধা ধরে
এই ক্ষুদ্রমতি বালা—
আমারই প্রাসাদে
আমারে শাসিতে চায়।

কামনা। শুনিতে চাহিনা কিছু।
জানিতে চাহিগো শুধু
কেন চাও বধিবারে
এ ক্ষুদ্র বালায় ?

নিকুম্ভ। আছে প্রয়োজন,
কংসধ্বংসী কৃষ্ণের
এ কূট প্রহেলিকা।

কামনা। তার প্রতিশোধে
কৃষ্ণসনে শত্রুতা আকাঙ্ক্ষা ?
কেবা কংস—
কি সম্বন্ধ তার সনে ?
যার লাগি কৃষ্ণ হেন জনে
শত্রুরূপে ভাব মনে ?

নিকুম্ভ। নাহি জান কংস-পরিচয় ?
কংস মোর জ্যেষ্ঠের সন্তান।
সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্রুমিল আমার।
কৃষ্ণ বধে স্নেহের দুলালে,
তাই প্রতিহিংসা জাগে।
এতকাল ছিনু অপেক্ষায় ;
যবে সুযোগ পেয়েছি রাণি !

ছিন্ন করি আগে কৃষ্ণ-গীতা,
তারপর কৃষ্ণ সনে বাদ-বিসম্বাদ।

কামনা। তার পূর্ব্বে বক্ষমাঝে
লুকাইব কৃষ্ণের গীতায়।

নিকুম্ভ। স্বামিদ্রোহী হবে তুমি?

কামনা। বিদ্রোহিতা জানি না রাজন্!
জানি মাত্র সত্য সার ব্রত
করিতে পালন।

নিকুম্ভ। সাবধান রাণি!
স্বেচ্ছায় এনো না ডেকে
নিজ লাঞ্ছনায়;
যাও নিজস্থানে।

কামনা। যেতে পারি
যদি গীতা মুক্তি পায়।

নিকুম্ভ। হবে না গীতার মুক্তি,
যাও—বৃথা অনুরোধ।

কামনা। কেবা শত্রু তব?

নিকুম্ভ। শ্রীকৃষ্ণ যাদব।

কামনা। জগতের মঙ্গল কারণ
ধরাধামে জন্ম যার,
নররূপী সেই নারায়ণ সনে
কভু তুমি শত্রুতা ক'রো না।

নিকুম্ভ। কামনা—

কামনা। মুক্তি দাও কৃষ্ণের গীতায়।

নিকুম্ভ। নাহি দেবো মুক্তি কভু।

কামনা। বক্ষে ল'য়ে গীতা
যাবো আমি দূর দূরান্তরে।

নিকুম্ভ। সাবধান মতিহীনা!
অমঙ্গল শিয়রে দাঁড়ায়ে।

গীতা। শ্রীকৃষ্ণে শাসিতে
ধর্ম্মপত্নী চাও নাশিবারে?
এস রাজা, প্রস্তুত আমিও।
তবু ধর্ম্ম নামে প্রতিজ্ঞা আমার—
যাবৎ রহিবে প্রাণ এই দেহমাঝে,
তাবৎ রাখিব আমি কৃষ্ণের সম্মান।

[কামনার হস্তে গীতা দিয়া প্রস্থান ।

নিকুম্ভ। আরে রে প্রগল্‌ভা!
তোমা সনে গীতায় নাশিব।

[কামনাকে হত্যায় উদ্যত]

কেতুমানের প্রবেশ

কেতুমান। একি পিতা!
জননীরে হত্যায় উদ্যত!
কেন—কি হেতু;
জানিতে কি পারি?

নিকুম্ভ। রে তনয়,
বিদ্রোহিণী জননী তোমার।

কেতুমান। বিদ্রোহিণী!

তবু মাতা মোর।
বল মা সন্তানে
সত্য কি গো তাই ?

কমলা। রে পুত্র সুধীর !
দ্রোহিতার করিনি সূচনা
কৃষ্ণের এ গীতা
ধরিয়াছি বাহুর বেষ্টনে,
পিতা তব কৃষ্ণসনে
শত্রুতা সাধিতে
আমা সনে বিনাশিতে চায়
শ্রীকৃষ্ণের মানস-প্রতিমা

কেতুমান। একি কথা শুনি পিতা !

নিকুম্ভ। সত্য পুত্র !
কৃষ্ণ সনে শত্রুতা সাধিতে
চাই আমি গীতায় বধিতে।

কেতুমান। কৃষ্ণ কারও শত্রু নয় পিতা
মিত্র সেই জগতের।

নিকুম্ভ। স্তব্ধ হও।
দুর্বোধ রহস্যময়
কে তুই সম্মুখে !
ওই এক কথা—
মম শত্রু—মিত্র জগতের।

কেতুমান। পিতা—

নিকুম্ভ। কোন কথা চাহিনা শুনিতে।

কৃষ্ণ সনে মিত্রতার সাধ যদি
এইদণ্ডে ত্যাগ কর আবাস আমার ।
যাও নির্ব্বিবাদে
কৃষ্ণপদে শির লুটাইতে ।

কেতুমান । পিতা !
অনুরোধ মোর—

নিকুম্ভ । চুপ !
শুনিবার নাহি অবসর ।

কেতুমান । তবু কহি পিতা ।
কৃষ্ণ নহে সামান্য মানব !
গোলোকবিহারী নারায়ণ
যুগবক্ষে নামিলেন
ভূভার হরণে ।
স্মরণ করহ পিতা,
কর্ম্মের তালিকা তার ;
কংস-কেশী-নাশ হ'তে
পাণ্ডব-সহায়ে
কুরুক্ষেত্র-রণ সমাপন !
তার সনে শত্রুতা তোমার—
এ নহে উচিত ।

নিকুম্ভ । নারায়ণ—নারায়ণ ।
কৃষ্ণ নারায়ণ !

কামনা । হাঁ প্রভু !
কৃষ্ণ নারায়ণ ।

নিকুম্ভ ।　　আরে রে মুখরা নারি !
দূর হও সম্মুখ হইতে ।
কৃষ্ণ নারায়ণ—কৃষ্ণ নারায়ণ—

কামনা ।　　ওগো স্বামি,
অনুরোধ মোর—
সেই নারায়ণ সনে
করিয়া বিবাদ
সতাত্বের প্রদর্শনী সিঁথির সিন্দুরটুকু
নিজ হাতে দিওনা মুছিয়া ।

[প্রস্থান

নিকুম্ভ ।　　কৃষ্ণ নারায়ণ !
দেখিব সে কত শক্তি ধরে ?
আবর্ত্তার তীরে পুনঃ
বাধিবে সংগ্রাম ।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন ।　　উত্তম ।
কালচক্র আর
নিয়তির করাল পেষণে
পড়িবে লুটিয়া ।

নিকুম্ভ ।　　কই—কতদূরে নিয়তি আমার ?

প্রদ্যুম্ন ।　　মায়ামন্ত্রে উজ্জীবিতা
নিয়তি তোমার ।
ওই হের দৈত্যরাজ,

মূর্ত্তি ল'য়ে দেখা দিল
তোমারই সম্মুখে।

নিয়তির আবির্ভাব

নিকুম্ভ। নিয়তি—নিয়তি—

নিয়তি। নিয়তি।
নিকুম্ভ! তোমার নিয়তি আমি।

[অন্তর্দ্ধান

নিকুম্ভ। নিয়তি!
দেখা দিয়ে কোথায় লুকাও?
শুনে যাও যাদুকরি!
শিবের প্রসাদে জেনেছি অন্তরে—
বিশ্বে আমি অজেয় পুরুষ।
জানি আমি—মৃত্যু মোর
পদানত ভৃত্য সম বন্দিবে চরণ।

প্রদ্যুম্ন। রে দানব,
দুষ্টবুদ্ধি কর পরিহার;
নহে সর্ব্বনাশ আসিছে ঘনায়ে।

নিকুম্ভ। সর্ব্বনাশে ভয় কোথা?
মোরা দৈত্য জাতি!
শিববরে বলীয়ান
আমি ত্রিপুর-তনয়।

প্রদ্যুম্ন। ত্রিপুর-তনয়!
চমৎকার!

এই বুঝি শিব-আজ্ঞা—
দেব সনে যজ্ঞভাগ করিতে গ্রহণ ?
মাতৃজাতি নারী-অপমান ?
বাহবারে দর্পি দৈত্য !
জাননা যে নিয়তি-বিধান,
কাল তার অব্যাহত প্রসারিত করে—
কেশমুষ্টি আকর্ষণে তব
ভাঙ্গিবে পঞ্জর
সেই লৌহ গদাঘাতে ?

নিকুম্ভ। কাল—কাল—
কেবা সেই কালরূপী ?

প্রদ্যুম্ন। গীতার প্রথম শ্রোতা।

[প্রস্থান

নিকুম্ভ। গীতার প্রথম শ্রোতা !
ওঃ—বুঝিয়াছি—
শুনে যাও আগন্তুক !
আজ হ'তে কৃষ্ণধ্বংস
প্রতিজ্ঞা আমার।
ছলে বলে অথবা কৌশলে
শ্রীকৃষ্ণে নাশিয়া
কৃষ্ণহন্তা নাম করিব প্রচার।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

শূন্যপথ

স্বপন ও তন্দ্রা

দ্বৈত নৃত্যগীত

স্বপন।— আয় নেমে আয় চোখের নেশায়
ওরে আমার সোনার ফুল।

তন্দ্রা।— জান না কি বঁধু আমি
তোমার বুকে দোদুল দুল॥

স্বপন।— সেটা কি জানি,
গোপন প্রেমের সব কথাটি হয় কানাকানি;

তন্দ্রা।— কাজলা রাতের সুর—
বাদল হাওয়ায় ঢালি আমি গন্ধ যে ভরপুর;

স্বপন।— আমি যে টলমল—

তন্দ্রা।— ইস্ ভোগের ঠাকুর, ঘণ্টা নেড়ে
তোমায় কোথা তুলি বল,

উভয়ে।— প্রাণে প্রাণ মিশায়ে চল
আমরা ভাঙি মনের ভুল॥

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

হস্তিনা-প্রাসাদ

অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। কালচক্রে বেজে গেল—
গম্ভীর বিজয়-বাদ্য
ভেঙে দিয়ে উৎসবের হাসি।
ম্লান করি হস্তিনা-প্রাসাদ
রথিবৃন্দ আজি পরপারে।
রাজসূয়-যজ্ঞ-চিত্র ওই।
অপার সৌন্দর্য্য ঘেরা,
ভারতের রাজন্যবর্গ সমাগত হেথা,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে ভীষ্ম পিতামহ।
পুনঃ চিত্রে ওই বিস্তীর্ণ প্রান্তর!
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে—
শরশয্যা-শায়িত
ভীষ্মদেব কুরু পিতামহ।
কি দারুণ ব্যথা! জাহ্নবী জননি
মুছে ফেল—মুছে ফেল
রোদনের বারি,
তোমারই সান্ত্বনা তরে
পার্থ আজি দেবে আত্মবলি,

গীতকণ্ঠে চক্রের আবির্ভাব

চক্র।— গীত

একি ভুল—একি ভুল।
তুমি না পার্থ সব্যসাচী
বীরত্বের নাহি সমতুল।
অতীতের স্মৃতি-কথা—
মোছ তার শোক-ব্যথা,
সাজে না নয়নে অশ্রু তব
হারায়ে রাগিণী মূল।

অর্জ্জুন। কেন কাঁদি, তুমি বুঝিবে না
হে আগন্তুক! জান না কি
কি ব্যথায় যাপি এ জীবন?
মনে পড়ে অভিমন্যু-স্মৃতি,
গুরু দ্রোণাচার্য্য আর
আত্মীয়-বান্ধবগণে,
কত অশ্রু আছে এ নয়নকোণে,
কে জানিবে মোর মর্ম্মকথা?

চক্র।— পূর্ব্ব গীতাংশ

বিষাদ করুণ ছবি
সে ঘুটিল খর রবি
গীতার ছন্দে বিশ্বরূপে
বহিল তরঙ্গ বিপুল।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন । আমারি কারণ
শ্রীকৃষ্ণের গীতা ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ । সত্য পার্থ,
তোমারি কারণ গীতার সৃজন ।

অর্জ্জুন । স্বাগতম্ হে গীতার প্রণেতা !
এস বাসুদেব,
ধন্য হ'লো হস্তিনা-প্রাসাদ ।

কৃষ্ণ । আসি নাই আপন ইচ্ছায়—
ধর্ম্মরাজ আদেশে এসেছি তোমার সকাশে ।

অর্জ্জুন । ধর্ম্মরাজ !
কি আজ্ঞা তাঁহার ?

কৃষ্ণ । ব্রহ্মদত্তের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে
নিমন্ত্রিত ধর্ম্মরাজ ।
অসুস্থ সম্রাট—জানালেন মোরে
অর্জ্জুনেরে ল'য়ে যেতে ব্রহ্মদত্ত-পুরে ।

অর্জ্জুন । একি কৃষ্ণ,
নেহারি যে আঁখিকোণে তব
সমস্যার জটীল তর্ক ।
কহ বাসুদেব !
পার্থে ল'য়ে কোন্ কর্ম্ম
সাধিতে বাসনা পুনঃ ?

কৃষ্ণ । ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,

পাণ্ডবের বাড়াতে সম্মান,
আজি পুনঃ হবো আগুয়ান
ধরাভার করিতে হরণ।

অর্জ্জুন। নারায়ণ!
ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
হৃৎপিণ্ড দিছি বিসর্জ্জন।
বল জনার্দ্দন,
কি আছে আমার আর,
কি দেবো আহুতি
তব বাসনার যজ্ঞানল মাঝে?

কৃষ্ণ। প্রাক্তনের ফলে জীবগণ,
নিজ কর্ম্মদোষে পড়য়ে যখন,
কহে সে তখন
নারায়ণ সর্ব্ব দোষে দোষী;
কিন্তু কেবা আমি এ বিশ্বের?

অর্জ্জুন। যুগের ভরসা তুমি।
হে মহা মন্ত্রিন্, ধন্য তুমি;
হে যন্ত্রি সুন্দর,
যন্ত্র আমি—
মনোমত বাজাও রাগিণী।

কৃষ্ণ। রাখ তত্ত্বকথা;
চল যাই সে আবর্ত্তা-তীরে।

অর্জ্জুন। অক্ষম যে আমি জনার্দ্দন!
হেন আজ্ঞা করিতে পালন।

কৃষ্ণ। পার্থ! কর্ম্মী তুমি।
কর্ম্ম তোমা জানায় আহ্বান,
তুমি তারে কর প্রত্যাখ্যান?

অর্জ্জুন। কি করিব সখা,
আজি যে অক্ষম আমি।
অবসন্ন বাহুদ্বয়
নাহি শক্তি গাণ্ডীব ধারণে।

কৃষ্ণ। পাণ্ডবের মঙ্গল চিন্তায়
কতদিন অনিদ্রায় কাটায়েছি আমি,
আজি মোর কর্ম্মকাণ্ডে
পাণ্ডব কি হবেনা সহায়?

অর্জ্জুন। বল নারায়ণ!
কুরুক্ষেত্র-রণ সে কি মঙ্গল কারণ?

কৃষ্ণ। আমি রচি নাই কুরুক্ষেত্র-রণ
রচিলেন পঞ্চগ্রাম মাগি যুধিষ্ঠির।

অর্জ্জুন। পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা নিতে
কে দিল মন্ত্রণা?

কৃষ্ণ। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ।

অর্জ্জুন। কেবা যুদ্ধ করিল ঘোষণা?

কৃষ্ণ। মহামানী রাজা দুর্য্যোধন।

অর্জ্জুন। তাই যন্ত্র চালাইতে তখন
সারথ্য মোর করিলে গ্রহণ।
নিষ্ক্রিয় সারথি সাজি
পার্থ-রথে বসি

ইচ্ছা তব করিলে পূরণ।
শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে
ভীষ্ম বধ করালে আমায়।
নারায়ণী-সেনা সনে
করি মোরে ব্রতী
চক্রব্যূহ মাঝে
বিনাশিলে অভিমন্যু-নিধি।
চমৎকার মঙ্গল চিন্তা
তোমার কেশব!

কৃষ্ণ। এখনও কহি শুন ধনঞ্জয়!
পাণ্ডবের মঙ্গল চিন্তায়
কাটে মোর সর্ব্বক্ষণ।
চল—দেখিবে ব্রহ্মদত্ত-পুরে
কি সম্মানের আসন
রাখিয়াছি পাণ্ডবের তরে।

অর্জ্জুন। প্রয়োজন নাহি কৃষ্ণ,
উচ্চাসন করিতে গ্রহণ।
মিনতি চরণে তব
মুক্তি দাও কর্ম্মকাণ্ড হ'তে।

কৃষ্ণ। ইচ্ছায় তোমার মুক্তি নাহি পাবে,
সময়ে তা অবশ্য মিলিবে।
চল ত্বরা গাণ্ডীব-করে আবর্ত্তা-তীরে।

অর্জ্জুন। আর নাহি ধরিব গাণ্ডীব।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়—

অর্জ্জুন। ওই ভয়াল কটাক্ষে
ভীত নহে ধনঞ্জয়।

কৃ। যাবে না আমার সাথে ?

অর্জ্জুন। না কেশব।

কৃষ্ণ। যাবে না ?

অর্জ্জুন। না—

কৃষ্ণ। তবে চেয়ে দেখ—কেবা আমি,
কারে তুমি
দেখিতেছ অবজ্ঞা দৃষ্টিতে। [প্রস্থান

ভীষণকায় শঙ্খের আবির্ভাব

শঙ্খ। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

অর্জ্জুন। একি, গগনমণ্ডলব্যাপী
ভয়াল বিস্তৃত মুখ, প্রদীপ্ত নয়ন !
অপরূপ দীপ্তিশালী—
কেবা তুমি সম্মুখে আমার ?

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ

গীত

উদ্ধব।—

ও যে ভগবান।
অনাদি অনন্ত পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান ॥

[শঙ্খের অন্তর্দ্ধান

বিরাটকায় চক্রের আবির্ভাব

চক্র। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

অর্জ্জুন। একি! একি! ভীষণ ভয়াল
চক্রকরে চক্রধারী
মূর্ত্তিমান ধ্বংসরূপে দাঁড়ায়ে হেথায়,
ভীত ত্রস্ত ত্রিভুবন;
কেবা ওই ভীমরূপী?

পূর্ব্ব গীতাংশ

উদ্ধব।—
ওযে চক্রকরে চক্রধারী
গোলোকবিহারী কৃষ্ণ মুরারি শ্রীভগবান॥

[চক্রের অন্তর্দ্ধান

ভীমকায় গদার আবির্ভাব

গদা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অর্জ্জুন। একি! শন্ শন্ ভীম আস্ফালন
মহাবায় সৃষ্টি কাঁপে
কে—কে?
কার এই ভয়াল প্রকৃতি?

পূর্ব্ব গীতাংশ

উদ্ধব।—
ওযে মৎস কুর্ম্ম বরাহ অবতার,
এসেছে ধরায় যুগে যুগে কতবার,
কৃষ্ণরূপে গীতা যে করিল দান।

[গদার অন্তর্দ্ধান

পদ্মের আবির্ভাব

পদ্ম। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অর্জ্জুন ।   শান্ত সমাহিত মধুগন্ধভরা
তবু ওযে কোমল কঠোর !
হাস্যে ওঠে বিজলী চমকি ।
কেবা ওই অপূর্ব্ব মূরতি ?

পূর্ব্ব গীতাংশ

উদ্ধব ।—
ওযে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
আনন্দ দানিতে চিরানন্দময় ;
জয় জগদীশ হরে
নমস্তে কৃষ্ণ শ্রীভগবান ।   [পদ্মসহ প্রস্থান

অর্জ্জুন ।   কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—
কোথা কৃষ্ণ !
কোথা ওহে অর্জ্জুন-সারথি
দেখা দাও অধম কিঙ্করে ।

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ ।   এই যে আমি
তব সম্মুখে দাঁড়ায়ে ।

অর্জ্জুন ।   এস—এস প্রভু, নয়নে আমার ।
অজ্ঞান অধম আমি
তাই রূঢ়ভাষে করিয়াছি
সম্ভাষণ তোমা ।
ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে তব ।

কৃষ্ণ ।   ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিতে যুগ-সন্ধিক্ষণে
তুমি প্রিয় ভারত-গৌরব ।

বীর্য্যবান অখণ্ড প্রতাপ,
ধরার দুর্ব্বহ ভার করিতে লাঘব
কৃষ্ণ-সখা তুমি ধনঞ্জয়।
বিলম্ব নাহি সহে আর,
হে বিজয়, চল যাই ব্রহ্মদত্ত-পুরে
মহাযজ্ঞে তার হইতে সহায়।
নির্ব্বাক-বিস্ময়ে বিশ্ব দেখুক আবার
গাণ্ডীবীর সাথে কৃষ্ণ এক রথোপরি
ধর্ম্মের পবিত্র আসন করিতে রক্ষণ।
এস সখা, এস মোর সাথে।

অর্জ্জুন। যথা ইচ্ছা ল'য়ে চল
পূরাইতে বাসনা তোমার।
পলকে প্রলয় পারি করিতে সৃজন
তুমি যদি রহ সঙ্গে মোর।
তৃণ সম গণি বৈরী দলে।
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, তুমিহে প্রলয়,
বিশ্বত্রাস উল্কা, প্রভঞ্জন,
পুনঃ তুমি বিশ্ব-বিমোহন ;
এক করে বাঁশী ধর
অন্য করে অসি।
বিশ্বরূপ, লহ নতি,
তুমি শ্রেষ্ঠ সার এ ধরায়।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আবর্ত্তা নদীতীরের আশ্রম

ভানুমতী ও মুনিকন্যাগণ

গীত

মুনিকন্যাগণ।—

সুরের দোলায় দোল খাবি আয়
গাঁথ্‌বি প্রাণের মালা।
আস্‌বে তোর ব্যথার সাথী
রাখ্‌না বরণডালা॥
যা কিছু তোর এলোমেলো
থাকতে সময় গুছায় নেলো
সাধবি নাকি বস্‌বি মানে
সুধা কি ঢাল্‌বি জ্বালা॥

[প্রস্থান

শাণ্ডিলার প্রবেশ

শাণ্ডিলা। ভানুমতি!

ভানুমতী। মা এসেছ? ভালই হয়েছে। তোমাকেই এখন আমার বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা মা! সংসার এমন বিষময় কেন বল্‌তে পার?

শাণ্ডিলা। বিধাতার সৃজিত সৃষ্টিকে সুখ, দুখ, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু মেনেই চল্‌তে হয়। জগতের বুকে যা কিছু বৈষম্য ঘটে যায়, তা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

ভানুমতী। মানুষের বুকে যে জগদ্দল পাথর চাপান রয়েছে, এও বিধাতার বিধান?

শাণ্ডিলা। না, মানুষের।

ভানুমতী। আচ্ছা মা! মানুষ মানুষের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চায় কোন্ অধিকারে?

শাণ্ডিলা। প্রকৃত মানুষ মানুষের ওপর প্রভুত্ব কর্‌তে চায়না। যেখানে শিক্ষার অভাব, সেখানে মানুষকে শিক্ষায় দীক্ষায় গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য অনেক সময় প্রভুত্বের প্রয়োজন ঘটে। যেমন আর্য্যেরা প্রথম ভারতে এসে ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যের উপর প্রভুত্ব ক'রে তাদের সুসভ্য ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। মানুষের এই রকম প্রভুত্বকে অনেক সময় সমর্থন ক'রে নিতে হয়।

ভানুমতী। দানবরাজ নিকুম্ভ কোন্ অধিকারে আমাদের ওপর প্রভুত্ব কর্‌তে চায়?

শাণ্ডিলা। সে আসুরিক শক্তিবলে আর্য্যের সঙ্গে সমান হ'তে চায়।

ভানুমতী। আর্য্যেরা তাকে তাঁদের সমাজে স্থান দিলেই পারেন?

শাণ্ডিলা। না, তা পারেন না।

ভানুমতী। কেন পারেন না?

শাণ্ডিলা। আসুরিক মনোভাবাপন্ন দানব জাতিকে যদি আর্য্য-সমাজে স্থান দেওয়া হয়, তবে সারা আর্য্য-সমাজই স্বেচ্ছাচার ব্যভিচারে ভ'রে যাবে।

ভানুমতী। কিন্তু মা, সে তো শক্তিবলে অধিকার আদায় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে?

শাণ্ডিলা। শক্তির অধিকারে সামাজিক পদমর্য্যাদা লাভ করা যায়না।

ভানুমতী। তবে ক্ষত্রিয়-রাজা বিশ্বামিত্র কি ক'রে ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রে পরিণত হলেন না ?

শাণ্ডিলা। যতক্ষণ বিশ্বামিত্রের মনে ক্ষাত্রভাব ছিল, যতক্ষণ তিনি শক্তিবলে ব্রাহ্মণ হ'তে চেয়েছিলেন, ততক্ষণ বশিষ্ঠদেব তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করেননি।

ভানুমতী। তার জন্য বশিষ্ঠদেবকে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে।

শাণ্ডিলা। বশিষ্ঠ সর্ব্বগুণসম্পন্ন আর্য্যকুলতিলক ব্রাহ্মণ। তিনি নির্য্যাতনের ভয়ে কখনও অন্যায়ের পোষকতা করেননি। তাই ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের শত নির্য্যাতন হাসিমুখে বরণ ক'রে নিয়ে আর্য্যের ইতিহাসে ব্রাহ্মণকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখেছেন। বিশ্বামিত্র তাঁর কার্য্যতালিকা স্মরণ ক'রে যখন নতমস্তকে দাবী জানালেন, তখনই বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের শত অপরাধ ভুলে গিয়ে তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে বুকে তুলে নিলেন।

ভানুমতী। দানবসম্রাট যদি আর্য্যঋষিদের কাছে এসে তার দাবী জানায়, তাহ'লে কি আর্য্যেরা তাকে সমাজে স্থান দিতে পারেন না ?

শাণ্ডিলা। একথা নিকুম্ভকে স্বয়ং মহেশ্বরই একদিন বলেছিলেন। ত্রিপুরের মৃত্যুর পর দানবকুল জগতে বেঁচে থাক্‌বার জন্য যখন ব্রহ্মার ইঙ্গিতে শিবের সাধনা করেছিলেন, তখনই শিব তাদের বলেছিল—জগতে যদি বেঁচে থাক্‌তে চাও, তবে সাধারণ মানব জাতির মত জীবনযাত্রা অবলম্বন কর, সেই থেকে ওরা এতকাল জম্বুমার্গে বাস ক'রে আস্‌ছিল। যখনই দেখ্‌লে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতের রাজশক্তি ধ্বংস হ'য়ে গেছে, তখনই ভারতে এসে উপস্থিত হ'লো।

ভানুমতী। ভারতের রাজশক্তি কি এতই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে ?

শাণ্ডিলা। দুর্ব্বল নয়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতের রাজশক্তি প্রায় ধ্বংস হ'য়ে গেছে।

ভানুমতী। দানব-সম্রাট যদি এই সুযোগে আমাদের আক্রমণ করে, তবে কে রক্ষা করবে মা?

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত। বিশ্বরক্ষক বিশ্বপালক ভূভারহারী স্বয়ং ভগবান্ যখন পঞ্চভূতাত্মা মানবদেহ নিয়ে ভারতের বুকে বর্ত্তমান, তখন আমাদের কোন চিন্তার কারণ থাকতে পারে না।

শাণ্ডিলা। অত্যাচারের কঠোর নিষ্পেষণ হ'তে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করবেন?

ব্রহ্মদত্ত। হাঁ, তিনি স্বয়ং এখানে আসছেন।

ভানুমতী। শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসছেন?

ব্রহ্মদত্ত। একা কৃষ্ণ নয়, সঙ্গে আসছেন কৃষ্ণসখা তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়।

শাণ্ডিলা। কুরুক্ষেত্রবিজয়ী গাণ্ডীবী অর্জ্জুন এখানে আসছেন?

[নেপথ্যে—জয় দানব-সম্রাট নিকুম্ভাসুরের জয়।]

শাণ্ডিলা। একি, এ যে দানবদলের জয়ধ্বনি!

ব্রহ্মদত্ত। মনে হয় দানবসৈন্য যজ্ঞস্থল আক্রমণ করেছে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি দেখে আসি। [প্রস্থান

ভানুমতী। তাইতো, উপায় কি মা?

[নেপথ্যে—জয় দানব-সম্রাট নিকুম্ভাসুরের জয়।]

ভানুমতী। আবার—আবার ওই দানবীয় হুঙ্কার! মা! মা! কি হবে মা?

শাণ্ডিলা। তুমি দাঁড়াও, আমি আস্‌ছি। [প্রস্থান

ভানুমতী। কই কৃষ্ণ। কোথা কৃষ্ণ! রক্ষা কর শরণাগতের মান।

নিকুম্ভাসুরের প্রবেশ

নিকুম্ভ। কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ।

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত। সর্ব্ব জীবের অন্তরে।

নিকুম্ভ। কে? ব্রহ্মদত্ত! কোন্ অধিকারে তুমি আমার সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছ?

ব্রহ্মদত্ত। ব্রাহ্মণত্বের অধিকারে।

নিকুম্ভ। ব্রাহ্মণ কি?

ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মঅংশে জাত ব্র হ্মণ।

নিকুম্ভ। ব্রহ্ম কে?

ব্রহ্মদত্ত। জীব, আত্মা, জল, অগ্নি, বায়ু আদিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম হ'তেই এই প্রকৃতি।

নিকুম্ভ। সেই প্রকৃতি আবার কি?

ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি।

নিকুম্ভ। বুদ্ধি আবার কি? কি তার কাজ?

ব্রহ্মদত্ত। জীবদেহে তার বাস, জীবকে চালনা করাই তার কাজ।

নিকুম্ভ। জীব আবার কি?

ব্রহ্মদত্ত। তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সর্ব্বদেহে বিরাজিতা জীবনীরূপী পরমাত্মা জীব।

নিকুম্ভ। তাহ'লে আমিও পরমাত্মা জীব?

ব্রহ্মদত্ত। হ্যাঁ, তুমিও ঈশ্বরসৃষ্ট জীব।

নিকুম্ভ। তাহ'লে এ জগতে তোমাতে আমাতে সমান ?

ব্রহ্মদত্ত। সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে আমরা সমান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভিন্নমত থাকায় আমরা উভয়েই ভিন্ন পথের পথিক।

নিকুম্ভ। যে কোন কারণে হোক্ আমরা যে উভয়ে এক, আর একথা তুমি নিজে যখন স্বীকার করেছ, তখন তোমার অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ শেষ ক'রে যজ্ঞবেদীর উপর সর্ব্বজন সমক্ষে তোমার কন্যাকে আমার করে সমর্পণ কর্‌বে।

ব্রহ্মদত্ত। তোমার করে কন্যাদান, অসম্ভব।

নিকুম্ভ। কেন ঋষি ?

ব্রহ্মদত্ত। আসুরিক মায়ায় তোমার সৃষ্টি, সেই আসুরিক ভাবই তোমার জন্মগত অধিকার।

নিকুম্ভ। আর তোমরা ?

ব্রহ্মদত্ত। আমরা শান্তিপ্রিয় ঈশ্বরবিশ্বাসী, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিলন প্রকৃতির নীতি-বহির্ভূত।

নিকুম্ভ। আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করি, অতএব আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মদত্ত। ব'লোনা অসুর, এতে নিজেই প্রমাণ ক'রে নিতে চাও— তোমরা নিকৃষ্ট।

নিকুম্ভ। কেন ?

ব্রহ্মদত্ত। উর্দ্ধাসনের গর্ব্বে স্রষ্টা হ'তে শ্রেষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষায়।

নিকুম্ভ। তুমি যদি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হও, বীরাচার নীতিতে এখনি শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের বিচার হ'য়ে যাক্।

ব্রহ্মদত্ত। বীরাচার ক্ষত্রনীতি, আমার নীতি নয়।

নিকুম্ভ। তবে আমি আসুরিক শক্তিবলে তোমার কন্যাকে বিবাহ কর্‌বো।

ব্রহ্মদত্ত। সাবধান অসুর!

নিকুম্ভ। তুমি আমার করে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বেনা?

ব্রহ্মদত্ত। কখনই না।

নিকুম্ভ। কেন ঋষি, উচ্চ নীচের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা তো তোমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে।

ব্রহ্মদত্ত। সে মাত্র আর্য্যের চতুরাশ্রম বর্ণের মধ্যে বিহিত। অনার্য্য বা অধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে নয়।

নিকুম্ভ। ও—তাহ'লে তুমি আমায় কন্যাদান কর্‌বেনা?

ব্রহ্মদত্ত। না।

নিকুম্ভ। তবে শুনে রাখ ঋষি, এখনি তোমার কন্যাকে নিয়ে আমি ষট্‌পুরে চল্‌লাম; আর যজ্ঞ পণ্ড কর্‌তে রেখে যাচ্ছি শত শত দানব-সৈন্য।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মদত্ত। কোথা কৃষ্ণ! কোথা তুমি কংসকেশীবিনাশী গিরি গোবর্দ্ধন-ধারি! কোথা তুমি নারায়ণ, রক্ষা কর—রক্ষা কর—

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। ভয় নেই ব্রাহ্মণ! তোমার কন্যার ধর্ম্ম রাখ্‌তে—আর্য্য ঋষির মান রক্ষা কর্‌তে, পিতার আদেশে সসৈন্য এখানে ছুটে এসেছি।

ব্রহ্মদত্ত। এসেছ—এসেছ কুমার! নাও তোমাদের ভার তোমরা নাও। জয় কৃষ্ণ—জয় কৃষ্ণ—

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। পিতা আমায় দানব-সৈন্যের গতিরোধ কর্‌তে পাঠালেন। এই সামান্য সৈন্য নিয়ে কি বিশাল দানব-বাহিনীর গতিরোধ সম্ভব?

[নেপথ্যে—জয় দানব সম্রাট নিকুম্ভাসুরের জয়।]

প্রদ্যুম্ন। ওই আবার দানব-সেনাদলের জয়ধ্বনি, ঋষিকন্যাকে নিয়ে মহানন্দে ষট্‌পুরে চলেছে! সৈন্যগণ! যুদ্ধ—যুদ্ধ, না—না, যুদ্ধ নয়। মায়াবলে মায়ানারী সৃষ্টি ক'রে ওদের প্রতারিত কর্‌তে হবে। কোথা যোগমায়া! পলকে সৃষ্টি ক'রে দাও অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী।

[প্রস্থান

নিকুম্ভাসুরের পুনঃ প্রবেশ

নিকুম্ভ। কই—কোথা গেল সেই নারী?
কোথায় লুকালো?
যেন অন্ধ করি মোরে
অন্তর্হিত হ'লো সম্মুখ হইতে।
ছিঃ—একি পরাজয়!
না—না, প্রতিশোধ লবো ছলনায়।

মায়ানারীর প্রবেশ

মায়ানারী। কোথা যাও—হে অসুররাজ?
নিকুম্ভ। একি! তুমি?
তুমি সেই ঋষিকন্যা?
মায়ানারী। হ্যাঁ রাজন্।
নিকুম্ভ। কোথা ছিলে এতক্ষণ?
মায়ানারী। অবগুণ্ঠন ফেলিবারে দূরে
ক্ষণকাল ছিলাম পেছনে।

নিকুম্ভ। বাঃ—চমৎকার! ধর হস্ত!
হাস্য-লাস্যে চল মম পুরে,
দিব স্থান হৃদয়-আসনে
মিটাইব অতৃপ্ত পিপাসা।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বারকা-প্রাসাদ

যদুবালাগণ

গীত

যদুবালাগণ।—

অতিথি ওগো অতিথি!
তোমারি লাগিয়ে শঙ্খ বাজে সাজে নব প্রকৃতি॥
এস এস ব'সো আসনে ঢুলাই চামর ব্যজনে,
আঁখির পিয়াসা আরতির দীপে
রেখেছি তুলিয়া যতনে,
তোমারি কারণে সজ্জিত আজি অপরূপ রূপ-বিথী॥

[প্রস্থান

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। অতি আনন্দিত আমি,
মুগ্ধ এই মধু আপ্যায়নে,
ধন্যবাদ তোমাদের।
জাগে আজ সেই স্মৃতি—
যবে বিরাট-নগরে
বিরাট-তনয়া সনে
অভিমন্যুর হ'লো পরিণয়।
মহাসমারোহে সুসজ্জিত
রাজপথ দিয়ে বর-বধূ ল'য়ে
এলো কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে।
সেদিনের প্রাণরাম সুরে
দ্বারকায় যেমতি বয়েছিল
আনন্দ-হিল্লোল,
আজিও তেমতি
পার্থ আগমনে
আনন্দ-উৎসব-মগ্ন
ফুল্ল দ্বারাবতী।
সেই সুর—সেই তান—
কোকিলের কুহুধ্বনি সেই।
সেই সুভদ্রা, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ-বলরাম
ধারাধামে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
সব সেই—শুধু নেই
অভিমন্যু মোর স্নেহের পুতলী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। পার্থ! সখা! একি!
আঁখি দু'টি কেন ছল্ ছল্?
বল সখা, কোন্ চিন্তা
ব্যাকুলিত করিল অন্তর?

অর্জ্জুন। আজি মনে পড়ে চিন্তামণি,
অভিমন্যু-বিবাহ-কাহিনী।
বল তো মাধব?
দেহিরূপে ধরায় জনম ল'য়ে
রোগ, শোক, জরার অধীন
কেন এ মানব,

কৃষ্ণ। তত্ত্বজ্ঞানযোগে
কহিয়াছি তোমা ধনঞ্জয়।
রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুতে
দুঃখ অনুভব করে সেই
পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভে
চিরকাল বঞ্চিত যে জন।

অর্জ্জুন। সংসারে জনম লভি
কেমনে ভুলিব সখা
আত্মীয় স্বজন?

কৃষ্ণ। জেনো পার্থ!
ন ম্রিয়তে ন জায়তে
কদাচিন্নায়ং ভূত্বা
এই মহাবাণী।

পঞ্চভূতে মিশে যায় দেহ।
নাহি ধ্বংস পরম আত্মার।
জীবের অন্তরমাঝে
পরমাত্মা সেই।
তুমি কেন ব্যাকুল তাদের তরে?
কর্ম্মক্ষেত্রে হও আগুয়ান।

অর্জ্জুন। বল নারায়ণ,
কোন্ কর্ম্ম করিলে সাধন,
রোগ শোক জরা হ'তে
পাবো পরিত্রাণ?

কৃষ্ণ। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ ত্রিগুণের
রজঃ তমঃ গুণ ক'রি পরিহার
সত্ত্ব গুণ করহ আশ্রয়।

অর্জ্জুন। কোন্ গুণ কিরূপ
বিস্তারিয়া কহ বিবরণ।

কৃষ্ণ। সত্ত্ব গুণ দেয় সর্ব্বোত্তম জ্ঞান,
যার সাধনায় যতি ঋষিগণ
করে মোক্ষলাভ।

অর্জ্জুন। আর রজঃ গুণ?

কৃষ্ণ। রজোগুণ অনুরাগরূপে,
দেহীর দেহেতে রহি
নিত্য নব নব
আকাঙ্ক্ষা আসক্তির করিয়া বিকাশ
বদ্ধ করে জীবগণে।

অশান্তি—অতৃপ্তি করিয়া সৃজন
খেলে নিত্য মানবে লইয়া।

অর্জ্জুন। আর কোন্ কর্ম্ম করে তমোগুণ?

কৃষ্ণ। তমোগুণ করে সর্ব্বনাশ।
মোহান্ধ করিয়া জীবে
বিষয়-লালসায় আলস্য নিদ্রায়
মাতায়ে দেহীর দেহ
মোক্ষপথ রুদ্ধ করে তার।
যার তরে বারবার সহে তারা
দুঃসহ যাতনা।

অর্জ্জুন। সত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণে—
অতিক্রম করিবার
নাহি কি উপায়?

কৃষ্ণ। আছে ধনঞ্জয়!
রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু মাঝে
যেবা রহে স্থির অচল অটল,
সেই হয় ত্রিগুণবিজয়ী।
প্রিয়—অপ্রিয়, নিন্দা—প্রশংসা,
মান—অপমান,
শত্রু—মিত্র সমজ্ঞান যার
ধরণীর সে মহামানব।
সর্ব্বকর্ম্মে মনে লয় যেবা
আপনারে ভগবৎ-সেবকরূপে
সেইত সুন্দর।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা—

কৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন! কহরে তনয়
ত্বরা করি আবর্ত্তার সমাচার?

প্রদ্যুম্ন। উপস্থিত সংবাদ কুশল।
কিন্তু পিতা! মাঝে মাঝে সেথা
প্রবল প্রতাপশালী
দানবের হয় আবির্ভাব।

কৃষ্ণ। কিবা অভিলাষে
দানব আসিছে আবর্ত্তার তীরে?

প্রদ্যুম্ন। বাহুবলে আর্য্যঋষি সম
যোগ্যাসন করিয়া গ্রহণ
আর্য্যকন্যাদের পাণি
করিতে গ্রহণ।
ঋষিকন্যাগণে যবে করিতে হরণ
এসেছিল দানব-সেনানীগণ,
তোমার আদেশে পিতা,
মায়াকন্যা দানিয়া তাদের
মায়ামুগ্ধ করিনু সে বার।
কিন্তু পিতা! যবে দানব-সম্রাট
উপনীত হইয়া আবর্ত্তা-তীরে,
দম্ভভরে ঋষিপাশে
চাহিল কন্যায় তার করিতে বরণ—

কৃষ্ণ। ঋষিবর কি উত্তর দানিলেন তারে?

প্রদ্যুম্ন। দানিতে দানবে কন্যা
অক্ষম সে ব্রহ্মদত্ত ঋষি !
তাই ক্রোধভরে সে দানব
ঋষি-তনয়ায় করিল হরণ !

অর্জ্জুন। এত স্পর্দ্ধা ক্ষুদ্র দানবের
আর্য্যমুনিকন্যা করিল হরণ ?

কৃষ্ণ। তারপর ?

প্রদ্যুম্ন। তারপর যোগমায়ার কৃপায়,
ঋষিকন্যাস্বরূপা সৃজি
মায়ানারী এক
মায়ামুগ্ধ করিলাম দানব-সম্রাটে।
কিন্তু পিতা ! যখনই বুঝিবে
মায়াবী দানব প্রতারিত
হইয়াছে মায়ার প্রভাবে,
তখনি মায়াচক্র ভেদি মোর
পণ্ড করি যজ্ঞ আয়োজন
বাহুবলে নিয়ে যাবে
ঋষিতনয়ায়।

কৃষ্ণ। সখা, কি উপায় হবে ?

অর্জ্জুন। সমুচিত শাস্তি দিতে দুরন্ত দানবে
উপনীত হবো মোরা আবর্ত্তার তীরে।

কৃষ্ণ। শিববরে দেবতার করে
নাহি হবে মরণ তাহার।

অর্জ্জুন। মানবে বধিবে—

কৃষ্ণ। মানবের সাধ্য নাহি সখা,
বধিতে সেই দুরন্ত দানবে।

অর্জ্জুন। কেন নারায়ণ ?

কৃষ্ণ। অধুমার্গে অবস্থান কালে
শিববরে যখনি জানিল দৈত্য
মাত্র দেবকরে নাহি হবে মরণ তাহার,
তখনি যক্ষ রক্ষ মানব কিন্নর-
কবল হ'তে বাঁচিবার তরে
পার্ব্বতীর সাধনায় হইল মগন।
অসুরের আসুরিক তপে
তুষ্ট হয়ে নগেন্দ্রনন্দিনী
ভীষণ মুষল এক দানিল তাহারে।
সে মুষল বর্ত্তমানে
সক্ষম হবেনা কেহ
দাঁড়াতে সম্মুখে তার।

অর্জ্জুন। দেবকরে নাহি তার মরণ বিধান ?
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
কেহ দাঁড়াতে সক্ষম নয়
সম্মুখে তাহার ?
তবে বল ওগো নারায়ণ,
কোন চক্রে তারে করিব নিধন !

কৃষ্ণ। বিষম সমস্যা !
বুঝিতে না পারি
কি হ'তে কি হয়।

প্রদ্যুম্ন । বল পিতা, কোন্ বলে
রক্ষিব আশ্রিত ঋষিগণে তব ?

অর্জ্জুন । কহ, কি উপায়ে
রক্ষিবে সে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে ?

প্রদ্যুম্ন । কহ পিতা, কোন্ কর্ম্মে
নিয়োজিত করিবে আমারে ?

কৃষ্ণ । শুনরে ধীমান্ !
মায়ার প্রভাবে রক্ষা কর জীবন সবার ।

প্রদ্যুম্ন । তাই হবে পিতা !
মায়াবিদ্যাবিশারদ আমি
জন্মান্তর করায়ত্ত মোর,
অতল জলধিবক্ষ মথিয়াছি
প্রতিশোধ আশে,
দুরন্ত শম্বর ধ্বংস এই ভুজবলে ।
তোমার আদেশে পিতা,
অগ্নিদুর্গে পারি প্রবেশিতে ।
বাসুকির পাতালকক্ষে
কালের প্রাসাদদ্বারে
দিতে পারি হানা ।
শুধু মাগি এই আশীর্ব্বাদ
চরণে তোমার—
পরাজয় হ'তে যেন
গৌরবের মৃত্যু হয়
বীরেন্দ্র-বাঞ্ছিত ।　　　　　　　　[প্রস্থান

কৃষ্ণ। ভূভার-হরণ সখা,
ভূভার-হরণ-ব্রত অপূর্ণ রহিল বুঝি !
অর্জ্জুন। কিবা চিন্তা জনার্দ্দন !
যাবৎ গাণ্ডীব রহিবে করে
তাবৎ পার্থ নাহি ডরে নিখিল ভুবনে।
কৃষ্ণ। কিন্তু অসুরের করে
আছে মাতৃদত্ত মহাশূল।
অর্জ্জুন। মম পাশে আছে সখা,
শিবদত্ত পাশুপত !
কৃষ্ণ। পাশুপত !
অর্জ্জুন। হাঁা, পাশুপত।
কৃষ্ণ। অসুরে বধিতে হানিলে সে পাশুপত
একা অসুর না মরিবে,
সে অস্ত্র-অনলে
সৃষ্টি জ্ব'লে যাবে।
অর্জ্জুন। তবে কোন্ ছলে
বধিবে সে দুরন্ত দানবে ?
কৃষ্ণ। নিকুম্ভ-বিনাশী অস্ত্র
নাহি দেখি বিশ্বমাঝে।
অর্জ্জুন। তবে কি সৃষ্টির বুকে
অত্যাচার চলিবে সমানে ?
দানবের পদপ্রান্তে
আর্য্য-নারীগণ দুর্লভ সতীত্ব-রত্ন
দিবে জলাঞ্জলি ?

মিথ্যা হবে শ্রীমুখনিঃসৃত
গীতার অমৃত বাণী—
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে ॥

কৃষ্ণ। না—নাহি হবে গীতার অপমান।
পাপীরে শাসিতে, সাধুজনে মুক্তি দিতে
আসিয়াছি এ মহা মহীতে,
সাধ্যমত কার্য্য মোর করিব সমাধা!
হে ফাল্গুনি!
দ্বিগুণ উৎসাহে—
দুষ্ট দানব-সকাশে
রণবার্ত্তা করহ প্রেরণ।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। রণ—রণ—রণ!
ধরা 'পরে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
পুনঃ হ'লো রণ-আয়োজন।
অধর্ম্ম নাশিতে—
ধার্ম্মিকে দানিতে মুক্তি
ধর্ম্মপক্ষে অগ্রসর দেব নারায়ণ।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ষট্‌পুর-প্রাসাদ

কামনা, কালদণ্ড ও মকরন্দ।

কামনা। সেনাপতি কালদণ্ড!

কালদণ্ড। আদেশ করুন মহারাণি!

কামনা। মহারাজকে মৃত্যুপথে কতদূর এগিয়ে দিলেন?

কালদণ্ড। একি কথা মহারাণি?

কামনা। এই কথা বল্‌বার জন্যই আমি আপনাদের আহ্বান করেছি। যুগনায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আপনারা মহারাজকে উৎসাহ দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌ছেন। এখন বলুন, আপনাদের সাধনা কতদিনে সফল হবে।

কালদণ্ড। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনা।

কামনা। এই সহজ কথাটা যদি বুঝতে না পারেন, তবে রাজসভায় জটীল রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন কেমন ক'রে?

কালদণ্ড। আপনার প্রশ্ন জটীলতর রাজনীতি হ'তেও জটীল।

কামনা। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আপনারা মহারাজের কাছে শপথ গ্রহণ করেছেন?

কালদণ্ড। হ্যাঁ—মহারাণি!

কামনা। কিন্তু বলতে পারেন সেনাপতি? এই অন্তিম-দ্বাপরে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে কবে কে কোথায় পরিত্রাণ পেয়েছে?

এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়ের পোষকতা কর্‌ছেন ?

কালদণ্ড। আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি মহারাণি !

কামনা। তবে কেন সেই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আপনারা মহারাজের পক্ষ সমর্থন করেছেন ?

কালদণ্ড। আমরা মহারাজের আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র।

কামনা। কে মহারাজ ! তাঁর একার কতটুকু শক্তি ? আপনাদের সমবেত শক্তিই তাঁর বল বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য। আপনারা—হ্যাঁ—আপনারাই পারেন তাঁর অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে তাঁকে ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌তে।

মকরন্দ। ঠিক্ ! আপনি ঠিকই বলেছেন।

কালদণ্ড। মহারাজের ন্যায়-অন্যায় বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই মা ! দানব-সম্রাট ত্রিপুরাসুরের মৃত্যুর পর আমাদের ষষ্টিশত সহস্র দৈত্যকে প্রাণভয়ে অনাহার অনিদ্রায় বহুকাল জম্বুমার্গে বাস কর্‌তে হয়েছে। দৈত্যজাতির সেই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে মহারাজ নিকুম্ভ কঠোর সাধনায় ব্রহ্মা মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট ক'রে ধরার বুকে আবার দৈত্যরাজ্য স্থাপন করেছেন।

কামনা। ও, সেই জন্যই আপনারা তাঁর অন্যায়ের পোষকতা ক'রে চলেছেন ?

কালদণ্ড। অন্যায়ের পোষকতা নয় মা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই আমাদের কর্ত্তব্য।

কামনা। যিনি আপনাদের সৌভাগ্যের সুখস্বর্গ রচনা ক'রে দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে দৈত্যজাতির নবযুগ প্রণেতাকে আজ আপনারা ধ্বংসের মুখ এগিয়ে দিতে চান্ ?

কালদণ্ড। মহারাণি!

কামনা। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কর্‌লে মহারাজের ধ্বংস অনিবার্য্য।

মকরন্দ। সত্যকথা সেনাপতি মহাশয়! রাণীমা সত্যই বলেছেন। শুনেছি গোলোকের বিষ্ণু নাকি যুগশত্রু দমন কর্‌তে ধরায় শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম নিয়েছেন; জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি নাকি শত্রুদমনই ক'রে আস্‌ছেন। শত্রুদমনই যার কাজ, কাজ কি তার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে?

কালদণ্ড। পার তুমি মকরন্দ, মহারাজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এই কথা তাঁকে শুনিয়ে আস্‌তে?

মকরন্দ। আচ্ছা, আপনি জ্ঞানবান হ'য়ে এমন ধারা কথা কি ক'রে বলেন বলুন দেখি?

কালদণ্ড। কেন?

মকরন্দ। মানে আপনাদের মত সব হোমরা চোঁমরা থাক্‌তে আমার মত একজন তুচ্ছ পরিষদের সে কাজটা কি শোভা পায়?

কালদণ্ড। মকরন্দ! তোমাকেই আগে এর প্রতিবাদ জানাতে হবে।

মকরন্দ। তারচেয়ে সেনাপতি মশাই, আপনি আমার মুণ্ডটাকে ধড় ছাড়া ক'রে একেবারে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিন্‌না!

কালদণ্ড। তুমি যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছ, তখন তোমাকেই একাজ সমাধা কর্‌তে হবে।

মকরন্দ। না মশাই, এক্ষেত্রে আমায় মাপ কর্‌তে হবে।

কালদণ্ড। জান, আমার আদেশ অবহেলা কর্‌লে তোমায় শাস্তি নিতে হবে।

মকরন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা খুব জানি। আর জানি ব'লেই তো আপনাকে এত মশাই মশাই করি।

কালদণ্ড। ও, সেটা স্বার্থের খাতিরে—না ?

মকরন্দ। আজ্ঞে হাঁ্যা, নইলে কে কার খোঁজ রাখে বলুন ? যা কিছু খাতির তোষামোদ, ও সবই স্বার্থের খাতিরে।

কালদণ্ড। তুমি এতবড় শয়তান ?

মকরন্দ। আজ্ঞে না। বিশ্বাস না হয় পৃথিবী শুদ্ধ লোককে জিজ্ঞাসা করুন, তারা কি বলে তাই শুনুন।

কামনা। কালদণ্ড! আমার আদেশ—তোমাকেই মহারাজের প্রস্তাবে প্রতিবাদ কর্‌তে হবে।

কালদণ্ড। মা—

কামনা। যদি আমায় মা জ্ঞানে সম্মান দিয়ে থাক, তোমায় নতশিরে এই আদেশ পালন কর্‌তে হবে।

কালদণ্ড। কিন্তু মা, আমার মনে হয়, আপনি নিজে এ বুদ্ধ বিরক্তির প্রস্তাব উত্থাপন কর্‌লে শুভ ফলই হবে।

কামনা। আমার প্রতি তাঁর শুভদৃষ্টি নেই।

কালদণ্ড। আমি তাঁর কার্য্যে অন্তরায় হ'লে চিরদিনের জন্য ইহলোকের আলো বাতাস ছেড়ে আমায় চ'লে যেতে হবে মা!

কেতুমানের প্রবেশ

কেতুমান। মা! মা! পিতা আবর্ত্তাতীর হ'তে ফিরে এসেছেন।

কামনা। ফিরেছেন ? কোথায় ?

কেতুমান। প্রাসাদেই প্রবেশ করেছেন। মা! পিতা তোমার জন্য একজন দাসী এনেছেন।

কামনা। দাসী ?

কেতুমান। হাঁ্যা—মা, পিতা বল্‌লেন, আর্য্যদের চেয়ে যখন আমরা শ্রেষ্ঠ, তখন আর্য্যকন্যা দিয়ে তোমার মায়ের পদসেবা করাবো।

কামনা। আর্য্যকন্যা! কেতুমান! তুমি দেখেছ তাকে?

কেতুমান। দেখ্‌লুম মা!

কামনা। সেনাপতি! আমার আদেশ—এখনি সেই আর্য্যবালাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।

কালদণ্ড। ক্ষমা কর্‌বেন রাজরাণি! আমি এর মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারিনা। এ আমার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ।

কামনা। মকরন্দ! না, যাও তুমি এখান থেকে।

মকরন্দ। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান

কেতুমান। মা!

কামনা। তোমাকেই যেতে হবে পুত্র! তোমার পিতাকে বাঁচাতে হ'লে সেই আর্য্যবালাকে মুক্তি দিতে হবে।

কেতুমান। আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছিনা মা!

কামনা। বুঝবার সময় এসেছে পুত্র! শুন্‌তে পাচ্ছি দূরে কালের দামামা-নির্ঘোষ—নিয়তির মন্দিরে ঝাঁঝরের শব্দ। যাও—

কেতুমান। পিতা যদি অসম্মত হন্?

কামনা। কথা ক'য়োনা কেতু! মায়ের আদেশ।

কেতুমান। নিলুম সে আদেশ মাথা পেতে। [গমনোদ্যত]

নিকুম্ভের প্রবেশ

নিকুম্ভ। কোথায় চলেছ কেতুমান?

কেতুমান। মায়ের আদেশপালনে।

নিকুম্ভ। তোমার মায়ের আদেশ? হুঁ, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি সেখানে পর্ব্বতের বাধা।

কেতুমান। [চিন্তিত ভাবে দাঁড়াইল।]

কামনা। থাম্‌লে কেন পুত্র? যাও—বুকের ক্ষীরধারায় তোমায় গ'ড়ে তুলেছি, জগতের সব কিছু আশীর্ব্বাদ কল্যাণ অঞ্চল পেতে কুড়িয়ে রেখেছি, যাও—নির্ভয়।

নিকুম্ভ। ও—বিদ্রোহিতার সূচনা দেখ্‌ছি স্বামীর বিরুদ্ধে তোমার রাণি! তাই পুত্রকে নির্ঘাত অস্ত্ররূপে ছুঁড়ে দিতে চাও এই অটল সুমেরু-শৃঙ্গে।

কামনা। সম্রাট!

নিকুম্ভ। কথা ক'য়োনা প্রগল্‌ভা নারি! শক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হও তোমার অস্ত্রের ইঙ্গিতে।

কামনা। কেতু—

কেতুমান। পথ ছাড় পিতা! যেতে দাও আমায় আমার মায়ের আদেশপালনে।

নিকুম্ভ। অগ্রসর হ'য়োনা অস্ত্র! প্রতিহত হবে তোমার শাণিত তেজ। মাতৃভক্ত পুত্র! পার্‌বে আমার ছিন্নমুণ্ডটা নিয়ে তোমার মায়ের তৃপ্তিসাধন কর্‌তে? পার, এগিয়ে এস—সুমেরু তার উন্নত শৃঙ্গ হারাবে শক্তির সংঘাতে।

কেতুমান। পিতা—

নিকুম্ভ। মা চিনেছ, পিতাকে চেন নাই কেতুমান! মাতৃমন্ত্রে সঞ্জীবিত অপরিণামদর্শী বালক! এস তবে। ঘনিয়ে আসে এক মহাসন্ধি! চামুণ্ডার খর্পর পূর্ণ কর্‌তে ঐ ভেসে আসে কালের ইঙ্গিত। আমরা দৈত্য জাতি —[উন্মাদনায় অসি নিকাশন]

কামনা। [মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া] থাম। মায়ের মূর্ত্তি সে চামুণ্ডার রণ-ঝঞ্ঝনায় নয়। অসুর জাতি শক্তিকে জয় কর্‌তে চায় চিরকাল ধ'রে,

আজও সে উন্মাদিনী শক্তির প্রতিযোগিতায় চলেছে নিয়তির করতলে সদম্ভ পাদক্ষেপে। আয় কেতু! আমি তোকে মা চেনাবো—এ হ'তেও আরও উচ্চ, আরও সুন্দর! যুক্তাঞ্জলি হ'য়ে দাঁড়াবি সে মন্দিরের দ্বারে।

[প্রস্থান

কেতুমান। কোথায়—কতদূরে মন্দির? মায়ের ছেলে হ'য়ে স্বহস্তে তার দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখ্‌বো মহামহিমার মাতৃমূর্ত্তি বরাভয়করা পরমোজ্জ্বল।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান

নিকুম্ভ। কেতু! কেতু! দূর হোক্। উঃ—উত্তেজিত মস্তিষ্ক আমার। এই, কে আছিস্, সুরা—সঙ্গিনী—[বসিয়া পড়িলেন।]

সুরাপাত্রহস্তে মায়ানারী ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

গীত

নর্ত্তকীগণ।—

বঁধু, পিও এ মধু আসব।
লালিমা-বাহার আনে মলয়-জোয়ার
ভেসে আসে পাপিয়ার রব॥
সাজে ফুল বাসন্তিকা, কণ্ঠে দোলাতে মালিকা,
তোমারি নয়নে যতনে ফোটায়
অনুরাগে রূপ-কলিকা;
ধীরে নাও চুমি, ফিরে পাবে তুমি
হারানো যা সব॥

[নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল; মায়ানারী নিকুম্ভকে মদ্যপান করাইতেছিল।]

নিকুম্ভ। চমৎকার—অতি চমৎকার।

মায়ানারী। যদি আর এক পাত্র তুলে দিই?

নিকুম্ভ। আরও হবে চমৎকার।

মায়ানারী। এই নাও—

নিকুম্ভ। দাও প্রিয়—[সুরাপান] যাও, তোমরা এখন বিশ্রাম করগে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

মায়ানারী। [নিকুম্ভের জানুর উপর বসিয়া] তুমি আমায় ভালবাস?

নিকুম্ভ। [বামহস্তে মায়ানারীর পৃষ্ঠদেশ বেষ্টনে তাহার বাম বাহু ধরিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া] ভালবাসি প্রিয়া!

মায়ানারী। সব ত্যাগ ক'রে আমায় নিয়ে থাক্‌তে পার?

নিকুম্ভ। সব রসাতলে যাক্। তুমি শুধু থাক—আমি তোমায় প্রাণ ভ'রে দেখি, আর তোমার রূপসুধা পান করি।

দ্রুত মকরন্দের প্রবেশ

মকরন্দ। সম্রাট! আবর্ত্তা-তীরের যুদ্ধে সেনাপতি মকরন্দ পরাজিত হয়েছে।

[মকরন্দকে দেখিয়া মায়ানারী সরিয়া গেল।]

নিকুম্ভ। হোক্ পরাজিত।

মকরন্দ। অসংখ্য দানব-সৈন্য সেখানে নিহত হয়েছে।

নিকুম্ভ। বেশ হয়েছে, তুমি যাও—

মকরন্দ। সেনাপতি মকরাক্ষ যাদবসেনার হাতে বন্দী হয়েছে।

নিকুম্ভ। ঠিক আছে, তুমি যাও—

মকরন্দ। এখন আদেশ করুন, আমরা কি কর্‌বো?

নিকুম্ভ। ব'সে সব সুরা পান করবে ।

মকরন্দ। হয়তো তারা মকরাক্ষকে হত্যা করবে।

নিকুম্ভ। উন্মাদ! তোর হত্যাটাই নিষ্পন্ন হোক্ আগে এই তরবারি মুখে। [অস্ত্র নিষ্কাশন]

[মকরন্দের সভয়ে প্রস্থান

মায়ানারী। সুরার ক্রিয়া সুরু হয়েছে, হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[মায়ানারীর হাসির সঙ্গে ভীষণ অট্টহাস্য উঠিল।]

নিকুম্ভ। [সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ।]

একি ? অট্টহাস্যে ভরিল দিগন্ত !

অলক্ষ্যে থাকিয়া

কেবা করে এই উপহাস ?

মায়ানারী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নিকুম্ভ। একি ! তুমি ! কে তুমি ?

হাস্যপরায়ণা বামা

তারই কি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে !

না—না—না,

তুমি যে প্রেয়সী মম ?

এস—এস লো সুন্দরি !

[মায়ানারীকে ধরিতে উদ্যত]

মায়ানারী। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [অন্তর্দ্ধান

নিকুম্ভ। প্রেয়সি—প্রেয়সি—

মায়ানারী। [শূন্য হইতে] রে অসুর !

প্রেমিকা নহিরে আমি

মায়ানারী, প্রতারিত করিবারে তোরে।

নিকুম্ভ ।　　প্রতারণা—প্রতারণা ।
আরে ঘৃণ্য জঘন্ত যাদব !
ভেবেছিস্—ছলে মোরে ভুলাইবি ?
নাহি বুঝি প্রতিঘাত তার !
কত মায়াবিদ্যাধর তুই
এইবার পরীক্ষা তাহার ।
দৈত্যগণ ! সাজ—প্রস্তুত হও ;
যাদব-বিনাশে পুনঃ
কর রণ-অভিযান ?　　　　[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ষট্‌পুর গুহামধ্যস্থ প্রাসাদ-সম্মুখ

গীতা গাহিতেছিল

গীত

গীতা ।—

কোথায় তুমি—কোথায় তুমি ।
তোমার গীতা এ সংহিতা অনাদরে লোটায় ধূলি চুমি ॥
তোমার বাণী ঝরিল যেদিন ভারতের বাতাসে,
আমার হাসি ফুটিল সেদিন এরূপের আভাসে
আজও হাসে সেদিনের রবি, আঁখি শুধু ম্লান বিষাদ ছবি,
এস দেব, দেখ হাহাকার ভরা পুনঃ এ বিশ্বভূমি ॥

মায়ানারীর প্রবেশ

মায়ানারী। কে গো তুমি, এই দৈত্যপুরীতে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণনাম কর্‌ছো ?

গীতা। আমার নাম গীতা।

মায়ানারী। তা এখানে কেন ?

গীতা। অজ্ঞানকে জ্ঞান দিতে, জ্ঞানীকে মুক্তি দিতে শ্রীকৃষ্ণ আমায় সৃষ্টি করেছেন।

মায়ানারী। এযে দৈত্যপুরী, গীতার গান এরা তো শুন্‌বেনা ?

গীতা। তাতে আমার কিছু যায় আসেনা, আমার কাজ আমায় ক'রে যেতে হবে। হ্যাঁ—তোমার নাম ?

মায়ানারী। আমার নাম মায়া, কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের ইঙ্গিতে যোগমায়া আমায় সৃষ্টি করেছেন।

গীতা। তুমি এখানে ?

মায়ানারী। দৈত্যজাতিকে মায়া মুগ্ধ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তেই প্রদ্যুম্ন আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।

গাতা। তুমি কৃষ্ণের কর্ম্মে নিয়োজিত ?

মায়ানারী। হ্যাঁ—মা !

গীতা। তুমি এখন কোথায় যাবে ?

মায়ানারী। আমি এইখানেই থাক্‌বো। এই যে· আমার কর্ম্মক্ষেত্র।

গীতা। আচ্ছা, আমি এখন আসি মা !

মায়ানারী। কোথায় যাবে ?

গীতা। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে !

মায়ানারী। সে কোথায় ?

গীতা। মানুষের সম্মুখে। [প্রস্থান

মায়া। যাক্, কাতলা কাত, এইবার রুই, মিরগেল, তারপর চুনো পুঁটি।

মকরন্দের প্রবেশ

মকরন্দ। যুদ্ধ—যুদ্ধ, দিনরাত কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রে ক'রে প্রাণটা দেখ্‌ছি একেবারে খাঁচা ছাড়া হ'য়ে যাবার দাখিল।

মায়ানারী। [আড়নয়নে কটাক্ষ ও ঈষৎ হাসিয়া] একটু সরুন তো?

মকরন্দ। আরে! তুমি! মানে—তুমি এখানে?

মায়ানারী। এইখানেই যাবো, একটা কাজ আছে, একটু পথ দিন।

মকরন্দ। আরে দাঁড়াও—দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

মায়ানারী। কি কথা?

মকরন্দ। কেবলি বল্‌বো বল্‌বো মনে করি—আর কাজের চাপে ভুলে যাই।

মায়ানারী এখন মনে পড়েছে?

মকরন্দ। হ্যাঁ, পড়েছে।

মায়ানারী। ব'লে ফেল।

মকরন্দ। অত ব্যস্ত কেন?

মায়ানারী। আমার অনেক কাজ আছে, যদি কিছু বল্‌বার থাকে, চট্ পট্ ব'লে ফেল।

মকরন্দ। আরে কথা কি ঘাসের বোঝা যে ঝপাস্ ক'রে ফেলে দেবো?

মায়ানারী। তবে আমি এই চল্‌লুম।

মকরন্দ। শোন—শোন, বলি শোন—তোমায় সেই সেদিন মহারাজের

ককে যখন দেখি, সেই দিন থেকে আমি এক রকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছি।

মায়ানরী। তারপর ?—

মকরন্দ। তারপর তুমি যদি শোন তো বলি। দেখ—তোমার গিয়ে মানে ইয়ে—

মায়ানারী। কি আবার গিয়ে ?

মকরন্দ। না,—মানে, তুমি যদি আমার মত অধমতারণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, তা হ'লেই ব্যস্।

মায়ানারী। কি ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? পথের মাঝে ভদ্রলোকের মেয়েকে একা পেয়ে এইভাবে অপমান ? দাঁড়াও, আমি এখুনি চেঁচামেচি ক'রে লোক জড় ক'রে ফেল্‌ছি।

মকরন্দ। আমিও চেঁচামেচি ক'রে লোক জমা কর্‌বো।

মায়ানারী। কি রকম ?

মকরন্দ। নিশ্চয় কর্‌বো।

মায়ানারী। এখনও বল্‌ছি ভালয় ভালয় ছেড়ে দাও, নইলে চেঁচামেচি ক'রে লোক জমা ক'রে তোমাকে নরম গরম মুষ্ট্যাঘাত খাওয়াবো।

মকরন্দ। আমিও কিন্তু লোক জমা ক'রে তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাবো।

মায়ানারী। সে কি ?

মকরন্দ। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।

মায়ামারী। তবে দেখ আমি কি করি।

মকরন্দ। খবরদার বল্‌ছি কেলেঙ্কারী ক'রোনা।

মায়ানারী। কর্‌বো না ? ওগো, কে কোথায় ছুটে এস, গুণ্ডাচ্ছে আমায় একা পেয়ে অপমান কর্‌ছে গো—

মকরন্দ। ওগো, কে কোথায় আছ ধর গো, আমার বউ পালালে গো—

মায়ানারী। বউ! তার মানে?

মকরন্দ। মানে—তুমি আমার বউ, রাগারাগি ক'রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছ।

মায়ানারী। আচ্ছা, ভদ্রলোকের মেয়ে দেখেও কি তোমার একটু ভদ্রতা দেখাতে নেই?

মকরন্দ। খুব দেখাচ্ছি রাণি! আড়নয়নের চাউনী, মুচকি হাসির ঠোঁট বাঁকানি, এই দেখেই তো ধড়ফড় ক'রে উঠলো বুকখানি, অমনি তোমার সাম্‌নে খুলে ফেল্‌লাম মনের কথার বস্তাখানি। এতেও বল আমি ভদ্রতা দেখাইনি?

মায়ানারী। দেখ, তুমি বড় ইয়ে—

মকরন্দ। চ'লে এস আমার সঙ্গে—

মায়ানারী। তোমার সঙ্গে?

মকরন্দ। তবে কি? আমি কি একটা যা তা লোক? দৈত্যরাজ নিকুম্ভাসুরের পার্শ্বচর। এবার আবার নূতন পদ পেয়ে হয়েছি আবর্ত্তা-যুদ্ধের সেনাপতি।

মায়ানারী। তুমি আবর্ত্তা-যুদ্ধের সেনাপতি?

মকরন্দ। তা নয় তো কি? ওই দেখ আমার প্রাসাদ, ওর ভেতর যে কত ধন রত্ন আছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

মায়ানারী। অ্যাঁ, বল কি?

মকরন্দ। বলাবলির আর কি আছে? গিয়েই দেখ না।

মায়ানারী। যেতে পারি, যদি একটা কথা রাখ।

মকরন্দ। আরে, একটা কি বল্‌ছো? আমি তোমার একশো কথা রাখ্‌তে পারি।

মায়ানারী। আমি যা বল্‌বো তোমায় কিন্তু তা শুন্‌তে হবে।

মকরন্দ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, একশোবার শুন্‌বো—হাজারবার শুন্‌বো।

মায়ানারী। বেশ, তবে ওই ঢাল তলোয়ার খুলে ফেল, আমায় পেতে হ'লে কিন্তু যুদ্ধে যাওয়া হবে না।

মকরন্দ। আরে বাবা, যুদ্ধে না গেলে ধড়ে যে আর মাথা থাক্‌বে না।

মায়ানারী। সে পরের কথা, তোমার যুদ্ধে যাওয়া হবে না। তুমি যুদ্ধে যেওনা গো—

মকরন্দ। চেঁচামেচি ক'রোনা, থাম।

মায়ানারী। ওগো, বল তুমি যুদ্ধে যাবেনা ?

মকরন্দ। আরে বল্‌ছি, তুমি চুপ করনা ?

মায়ানারী। ওগো, আগে তুমি বলনা গো।

খাতা-কলমহস্তে ধর্ম্মধ্বজের প্রবেশ

ধর্ম্মধ্বজ। কি—কি, ব্যাপার কি ? কি হয়েছে বলুন তো ?

[মায়ানারী মাথায় কাপড় দিয়া দূরে সরিয়া গেল]

মকরন্দ। তুমি এখানে কি মনে ক'রে ?

ধর্ম্মধ্বজ। জনকল্যাণ সমিতির সভ্য হ'য়ে।

মকরন্দ। তা এখানে কেন ?

ধর্ম্মধ্বজ। এই চেঁচামেচি শুনে।

মকরন্দ। চেঁচামেচি ?

ধর্ম্মধ্বজ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই শুনে সমিতির বিধি অনুসারে এখানে ছুটে আস্‌তে হয়েছে। এখন বলুন—কি ভাবে কি হ'লো ! আচ্ছা, তার আগে আপনার নামটা বলুন।

মকরন্দ। যদি না বলি—

ধর্ম্মধ্বজ। ও, বল্‌বেন না? আচ্ছা, নাই বলুন—[লিখিতে লাগিল] দক্ষিণমুখো বাড়ীর সাম্‌নে সদর রাস্তার উপর একটী অশ্বত্থ গাছের তলায়— এইবার ব্যাপার কি বলুন।

মকরন্দ। বলি ব্যাপার কি হে? ভদ্রলোকের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইলে যে? তোমার জন্য মেয়েছেলেরা কি পথে ঘাটে বেরুতে পাবেনা?

ধর্ম্মধ্বজ। নিশ্চয় বেরুবে। আমার তদন্ত হ'য়ে গেলেই আমি চ'লে যাই। বলুন এখানে কি ঘ'টে গেল?

মকরন্দ। কই, এখানে তো কিছু হয় নাই।

ধর্ম্মধ্বজ। তবে যে বামাকণ্ঠের কান্নাকাটি শুন্‌লাম? আপনার কোমরে তলোয়ার, ঠিক হয়েছে, আপনি খুনী আসামী। আসুন, আমাদের সমিতির আইনে আপনাকে অভিযুক্ত কর্‌লাম।

মকরন্দ। তোমাদের কি সমিতি বলতো?

ধর্ম্মধ্বজ। আজ্ঞে তা বুঝি জানেন না? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ আসন্ন, তাই মহারাজ নিকুম্ভাসুর আদেশ দিয়েছেন একটি জনকল্যাণ সমিতি গঠন কর্‌তে। কারণ রাজকর্ম্মচারীগণ সকলেই যুদ্ধে গেছেন। সম্রাটের নির্দ্দেশে আমাদের সমিতি এখন রাজ্যের জনগণের শুভাশুভের দায় গ্রহণ করেছে।

মকরন্দ। কৈ, আমি তো এসব কিছু শুনিনি?

ধর্ম্মধ্বজ। তা শুন্‌বেন কি ক'রে বলুন? খুন-খারাপি নিয়ে মত্ত থাক্‌বেন, না রাজনৈতিক সংবাদ রাখ্‌বেন?

মকরন্দ। যুবক! জান আমি কে?

ধর্ম্মধ্বজ। আজ্ঞে যেই হোন্‌, আপনি যখন আমাদের ষট্‌পুর রাজ্যে বাস করেন, তখন আমাদের সমিতির নির্দ্দেশ স্বয়ং সম্রাটের আদেশ ব'লে মেনে নিতে হবে। আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

মকরন্দ। তোমার সঙ্গে আমি—

ধর্ম্মধ্বজ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সহজে না যান্, বেঁধে নিয়ে যাবো।

মকরন্দ। কি, আমায় বেঁধে নিয়ে যাবে? জান আমি সম্রাটের পার্শ্বচর! আবার আবর্ত্তা-যুদ্ধের সেনাপতি।

ধর্ম্মধ্বজ। আপনি আবর্ত্তা-যুদ্ধের সেনাপতি!

মকরন্দ। আমি নয়তো কি তুমি হবে?

ধর্ম্মধ্বজ। তা আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে কেন? সম্রাট যে বহুপূর্ব্বেই যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

মকরন্দ। সম্রাট যেতে পারেন, কিন্তু আমার এখনও যাবার সময় হয় নাই।

ধর্ম্মধ্বজ। কেন, আপনি মহারাজের আদেশ শোনেননি? জনকল্যাণ সমিতির সভ্য ব্যতীত প্রত্যেক দৈত্যকেই এই যুদ্ধের সৈনিক হ'য়ে মহারাজের সঙ্গে যেতে হবে। মহারাজ আরও বলেছেন, যদি কেউ এ যুদ্ধে যোগদান না করে, তবে সমিতির যুবকগণ তাকে বন্দী ক'রে রাখ্‌বে। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার বিচার করবেন।

মকরন্দ। [মায়ানারীকে] বলি শুন্‌ছো? এখন কি হবে?

ধর্ম্মধ্বজ। ইনি আবার কে?

মকরন্দ। ইনি আমার ইয়ে—

ধর্ম্মধ্বজ। ইয়ে মানে?

মকরন্দ। মানে, কি বল্‌বো গো?

ধর্ম্মধ্বজ। বলি, হ্যাঁ মশাই, ওঁকে কোথা থেকে ফুস্‌লে এনেছেন? আপনার দেখ্‌ছি অনেক গুণই আছে। যা আছে তা থাক্—সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে আমি আপনাকে আর এক দফায় অভিযুক্ত করবো।

মকরন্দ। দফা সাম্‌লে দেখ্‌ছি। [মায়ানারীর নিকট যাইয়া] এখন উপায় ?

মায়ানারী। [মকরন্দের কানে কানে কি বলিল।]

মকরন্দ। এই, ঠিক হয়েছে। বলি, ওহে ছোক্‌রা! এই সব গুণ্ডামো আর কত কাল চালাবে ? বলি, বিয়ে করেছ ? বিয়ে—

ধর্ম্মধ্বজ। আজ্ঞে না। আমাদের সমিতির নিয়ম অনুসারে আমরা কেউ বিয়ে কর্‌বোনা।

মকরন্দ। তা কর্‌বে কেন? তাহ'লে এসব গুণ্ডামো করা হবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে চেয়ে থাক্‌বে—শিস্ দেবে—পেছু নেবে—যত সব বখাট জুটে দেশটাকে ছারেখারে দিলে গা ?

ধর্ম্মধ্বজ। এসব আপনি কি বল্‌ছেন ?

মকরন্দ। বল্‌ছি তোমায় বিয়ে কর্‌তে হবে।

ধর্ম্মধ্বজ। না মশাই, ও গলগ্রহ জুটিয়ে কাজ নেই।

মকরন্দ। তা থাক্‌বে কেন ? আইবুড়ো হ'য়ে কার্ত্তিক সেজে থাক্‌বে ? শোন—নাও গো, এইবার তুমি বলনা কি বল্‌বে।

মায়ানারী। [ঘোমটার ভিতর হইতে ধীরে ধীরে] আমার একটী সুন্দরী ভগ্নী আছে। আপনি যদি দয়া ক'রে তাকে বিয়ে করেন—

মকরন্দ। নিশ্চয় কর্‌বেন। উনি সদাশয় মহৎ ব্যক্তি। তোমার ভগ্নীকে উনি নিশ্চয় বিয়ে কর্‌বেন। চল, তাকে এখনি এখানে নিয়ে আসি চল।

ধর্ম্মধ্বজ। একেবারে এখানে! আপনারা মানে এখুনি আমার বিয়ে দিতে চান্ ?

মকরন্দ। তবে কি! শুভস্য শীঘ্রম্। চলগো, তাকে চট্‌পট্ নিয়ে আসি। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক ভায়া! [মায়ানারীসহ প্রস্থান

ধর্ম্মধ্বজ। বিয়ে! হ্যাঁ, সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে আমার বিয়ে! ইস্—গাটা যে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিন্তু মহারাজের আদেশ, আরে সুন্দরী বউ পেলে আবার আদেশ উপদেশ। নয়তো বউ নিয়ে এ দেশ ছেড়ে উধাও হ'য়ে পড়্‌বো। কই—এখনো তো আস্‌ছে না। তাইতো লোকটার নামও জানা হ'লোনা। এদিকে যে আবার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে! হ'লো কি! এই যে বল্‌লে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাইতো, ব্যাটা ধাপ্পা মেরে আমায় দাঁড় করিয়ে স'রে পড়্‌লো নাকি! বলি ও মশাই—ও মশাই—

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বিলাস-মঞ্চ

স্বপন ও তন্দ্রা

দ্বৈত নৃত্য গীত

তন্দ্রা।— বিয়ে শুধু উলু দিয়ে বঁধু নয়।

স্বপন।— তবে কি?

চোখের তারায় লাজের ধারায়

রূপ চেনাচিনি হয়॥

তন্দ্রা।— ম'রে যাই ভোমরা বঁধু,

স্বপন।— ওই কমলবনে বন্দী আমি

লুটতে যে মধু;

তন্দ্রা।— সেটা এত সহজ নয়,

স্বপন।— সত্যি ধনি, হ'ল মেনেছে পরাজয়;

ওই রূপের পাতে ঠিকরে আঁখি

চরকী পাকের জাগে ভয়।

তন্দ্রা।— আমার তবে জয়?

স্বপন।— তোমার প্রাণের কাঁসর বেজেই বাসর অভিনয়॥

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

আবর্ত্তাতীরস্থ আশ্রমের একাংশ

ভানুমতী

ভানুমতী। আমার নিকুঞ্জের কদম্বতলে কে তুমি মোহন বেশে এসে দাঁড়ালে? কে তুমি আমার চিরসুপ্ত হৃদয়ে আশার রঙিন আলো জ্বালালে? হে আমার জীবন-কুঞ্জের বংশীধারি! বাজাও—তোমার মোহন বাঁশী আবার বাজাও।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। ভানুমতি!

ভানুমতী। কে! ও—কুমার!

প্রদ্যুম্ন। হ্যাঁ কল্যাণি! পিতার আদেশে বাহিনী নিয়ে তোমাদের রক্ষা কর্‌তে এসেছি। ওই যজ্ঞক্ষেত্রের পার্শ্বে আমার সৈন্য-শিবির।

ভানুমতী। ধন্যবাদ। কুমার! তোমার ঋণ আমরা কি দিয়ে পরিশোধ কর্‌বো?

প্রদ্যুম্ন। জেনো বালা, প্রতিদানের আশা সম্মুখে রেখে আমাদের কর্ম্ম-সাধনা নয়। আমরা ক্ষত্রজাতি, বিপন্ন রক্ষণই আমাদের ব্রত—পালনীয় ধর্ম্ম। বিশেষতঃ যাদববংশের অব্যাহত প্রসারিত কর শুধু ব্রাহ্মণের জন্য।

ভানুমতী। জানিনা কুমার! ওই মঙ্গলময় রূপের অর্চ্চনা কি দিয়ে

করবো, কোন্ সুরভিত পুষ্পের ডালি ধ'রে দেবো তোমার সম্মুখে? অন্তরের কোন্ উপচারে পরিচর্য্যা করবো তোমার, সুন্দর অতিথি?

প্রদ্যুম্ন। আমার পরিচর্য্যা? তার তো কোন ত্রুটী দেখি না তোমাদের আশ্রমে! ওই লতা-বল্লরীর সাদর সম্ভাষণ, আবর্ত্তার কুলুকুলু ধ্বনিতে স্বাগতম-গীতি, কুসুমের আনন্দবিহ্বল হাস্য, সুখস্পর্শ সমীরণের মৃদুল ব্যজন, এর উপর আর পরিচর্য্যা কি?

ভানুমতী। এই পরিচর্য্যার মাঝে দাঁড়িয়ে কে তুমি নবীন সুন্দর? ঢেলে দিচ্ছ নয়নে মায়া, বক্ষে অপরূপ ছায়া? জেগে ওঠে যেন এক কল্পনার স্বর্গ, সেখানে আমি দাঁড়িয়ে তোমার আশাপথ চেয়ে।

প্রদ্যুম্ন। একি! ভানুমতি! কোথা তুমি! কোথায় চলেছ তোমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে? ফিরে দাঁড়াও তুমি নিজের মধ্যে ঋষিকন্যার মত।

ভানুমতী। আমি ঋষিকন্যা, অতিথি-পরিচর্য্যা যে আমাদের ব্রত। সেই তুমি অতিথি, হৃদয়ের পুষ্পে করবো তোমার পূজা; আরতির দীপে রেখেছি এ আঁখির পিয়াসা, এস—পূজা নাও—প্রাণ পূর্ণ কর।

প্রদ্যুম্ন। ঋষির আশ্রমে ক্ষত্রিয়-অতিথির পরিচর্য্যা ঋষিকন্যার দ্বারা এ আজ নূতন নয়। তবে তোমার এ অতিথি মৃগয়াশ্রান্ত নয়, যজ্ঞস্থলের প্রহরী; এখানে আমি কঠোর ব্রতধারী, সমরপিপাসু যোদ্ধা।

ভানুমতী। তবু তুমি যেন আমার স্বপ্নের অতিথি, জন্মের স্মৃতি; এই সুরভিত চন্দনে হবে তোমার ললাটসজ্জা! এস—নাও এ গন্ধমাল্য।

প্রদ্যুম্ন। ভানুমতি! আমার অন্তর-বীণায় অলক্ষ্য তর্জ্জনীচালনে কি সুর তুলে দিলে? এখানে যে যোগবশিষ্ঠ পরাভূত! তোমার লৌহদুর্গের সাঙ্কেতিক নিশান-তলে আমি নতজানু, আমার বীরদর্প মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত।

ভানুমতী। অতিথি! অতিথি! [হস্তধারণ]

[নেপথ্যে দানবগণ—"জয় দানব-সম্রাট নিকুম্ভাসুরের জয়" ।]

প্রদ্যুম্ন। ওই দানবের জয়ধ্বনি! ছাড় ভানুমতি! তোমার পরিচর্য্যা গ্রহণ এই পর্য্যন্ত। প্রতি শিরায় বিদ্যুৎ ছুটে গেল। ওই বীরদর্পের অব্যর্থ ইঙ্গিত ভেসে আসে, আমায় টেনে নিয়ে চলে ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে।

[প্রস্থান

ভানুমতী। ওখানেও তোমার পরিচর্য্যা হবে অতিথি! আমাদের মিলন-বাসর-সজ্জা হবে রণভেরীর তালে তালে; নিয়তির অট্টহাসি হবে মিলন-শঙ্খধ্বনি। [প্রস্থান

[নেপথ্যে দানবগণ—জয় দানবসম্রাট নিকুম্ভাসুরের জয়।]

সপ্তদ্বীপার প্রবেশ

সপ্তদ্বীপা। ওই দানবীয় হুঙ্কার। দানব-বাহিনী যজ্ঞস্থল আক্রমণ করেছে। চারিদিকে মার্ মার্ শব্দ। দৈত্যভয়ে মুনিকন্যাগণ ভীত। মুনিগণ ব্যাকুল—বিক্ষিপ্ত। কে—কে, রক্ষা করবে আজ বিপন্ন আর্য্যঋষির মান!

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত। রক্ষা করবেন বিপন্নরক্ষক স্বয়ং ভগবান্।

সপ্তদ্বীপা। প্রভু—

ব্রহ্মদত্ত। শরণাগতের রক্ষার্থে কুমার প্রদ্যুম্ন এখানে এসেছে দ্বীপা!

সপ্তদ্বীপা। কুমার প্রদ্যুম্ন! কৈ, কোথায়?

ব্রহ্মদত্ত। যাদব-সৈন্যের পুরোভাগে।

সপ্তদ্বীপা। কুমার প্রদ্যুম্ন শক্তিশালী দানবের সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবে?

ব্রহ্মদত্ত। ভুলে যাও কেন দ্বীপা! প্রদ্যুম্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।

সপ্তদ্বীপা। ভগবান্! রক্ষকের প্রভু দীনের মান।

[নেপথ্যে দানবগণ—জয় দানব-সম্রাট নিকুম্ভাসুরের জয়!]

[নেপথ্যে যাদবগণ—জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!]

দ্রুত ভানুমতীর প্রবেশ

ভানুমতী। বাবা—বাবা! দানবরাজ আমাদের যজ্ঞস্থল আক্রমণ করেছে।

ব্রহ্মদত্ত। কুমার প্রদ্যুম্ন?

ভানুমতী। দৈত্য-সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছেন।

ব্রহ্মদত্ত। তুই যা মা, কুমারকে সংবাদ দে—না—না, আমি যাচ্ছি—

নিকুম্ভাসুরের প্রবেশ

নিকুম্ভ। দাঁড়াও ঋষি!

সপ্তদ্বীপা। প্রভু!

ভানুমতী। বাবা!

ব্রহ্মদত্ত। স্থির হও তোমরা। এখানে তোমার কি প্রয়োজন দৈত্য?

নিকুম্ভ। যদি মঙ্গল চাও, আমায় কন্যাদান কর।

ব্রহ্মদত্ত। না, পার্‌বো না।

নিকুম্ভ। কিন্তু রক্ষাও কর্‌তে পার্‌বে না!

ব্রহ্মদত্ত। রক্ষা কর্‌বেন বিশ্বরক্ষক ভগবান্।

নিকুম্ভ। কে সে ভগবান্?

ব্রহ্মদত্ত। নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ।

নিকুম্ভ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। ছলনায় মানুষের মন জয় ক'রে নিজেকে

ভগবান্ ব'লে প্রচার করলেই ভগবান্ হওয়া যায় না ঋষি! কিন্তু কোথা শক্তি তার?

ব্রহ্মদত্ত। তাঁর শক্তির পরীক্ষা নিতে যোগ্যতা আছে কার?

নিকুম্ভ। আছে আমার। সে যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, তবে রক্ষা করুক্ শরণাগতের মান। আমি বাহুবলে তোমার কন্যাকে নিয়ে চললুম।

[ভানুমতীর হস্তধারণ।]

ভানুমতী। দানব—দানব—

নিকুম্ভ। ভয় কি সুন্দরি! ভগবান্ তোমায় রক্ষা করবে!

সপ্তদ্বীপা। রক্ষা কর—রক্ষা কর প্রভু, কন্যার মান—

নিকুম্ভ। কে রক্ষা করবে?

ব্রহ্মদত্ত। আমি।

নিকুম্ভ। তুমি! বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, তোমার সে শক্তি কোথায়?

ব্রহ্মদত্ত। শক্তি সঞ্চিত আছে সাধনার স্বরূপ আকারে, আমার সাধনায় জাগাবো সেই কুলকুণ্ডলিনীকে।

নিকুম্ভ। জাগাও ব্রাহ্মণ, তোমার ব্রহ্মশক্তিকে, আমি অগ্রসর আমার জয়যাত্রার পথে।

[প্রস্থানোদ্যত]

ব্রহ্মদত্ত। জেগে ওঠ ব্রহ্মণ্যদেব!

নিকুম্ভ। সে নিথর—স্তম্ভিত।

ব্রহ্মদত্ত। কোথা তুমি রুদ্রদেব—

নিকুম্ভ। নিদ্রিত।

ব্রহ্মদত্ত। নারায়ণ!

নিকুম্ভ। বহুদূরে।

ব্রহ্মদত্ত। না—না, সর্ব্বস্থলে নারায়ণ!

নিকুম্ভ। কৈ,—কোথায় ?

ব্রহ্মদত্ত। এই দেহে।

নিকুম্ভ। জাগাও সেই নারায়ণে।

ব্রহ্মদত্ত। ভগবান্! জাগৃহি। ভগবান্! জাগৃহি। ভগবান? জাগৃহি!

নিকুম্ভ। নাই—নাই ভগবান্।

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। আছে—আছে—ভগবান্।

নিকুম্ভ। কোথায় ?

প্রদ্যুম্ন। এ দেহের প্রতিটি শিরায়।
দেখিবে স্বরূপ তার ?
রে অসুর! দৃষ্টিশক্তি
ধাঁধিবে তোমার
হেরি সেই মহা তেজোময় রূপ।
অস্ত্রের ফলকে ওঠে রুধির-তরঙ্গ,
এস, নেমে এস মহা অভিনয়ে।
প্রতি অস্ত্রঝনৎকারে জানাবো তোমায়
কৃষ্ণের আত্মজ আমি—
কৃষ্ণ ভগবান্।

[আক্রমণ]

নিকুম্ভ। কৃষ্ণ ভগবান্! হাঃ-হাঃ-হাঃ—
কপট কুচক্রী শঠ,
তার পুত্র তুই প্রতারক!

গীতা

আয়—আয়—
শিক্ষা কিছু প্রয়োজন তোর ?

[উভয়ের যুদ্ধ]

প্রদ্যুম্ন। [অস্থির উন্মাদনায়]
একি ! একি ! ধূমায়িত বিশ্ব চরাচর,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে খরতর জ্বালা,
একি আগ্নেয় উচ্ছ্বাস
অস্ত্রমুখে বিষবাষ্প
উগারয়ে ঝলকে ঝলকে !
উঃ, রুদ্ধ হয় শ্বাস মোর,
অবশ কম্পিত প্রাণ
শক্তিহীন বাহু।
অস্ত্র খসি পড়িল ভূতলে।

[অস্ত্র পতন]

নিকুম্ভ। সে মায়ার এই প্রতিঘাত।
এস বালা—

[ভানুমতীকে আকর্ষণ]

প্রদ্যুম্ন। পিতা ! পিতা !
নিকুম্ভ। পিতা তব কৃষ্ণ ভগবান্
লুক্কায়িত আঁধার বিবরে !

[ভানুমতীকে লইয়া প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। [অস্থিরভাবে]
দানব ! দানব !
উঃ ! মাতঃ—মহাশক্তি !

এ নিগ্রহ কেন দেবি !
এই একটা দিন একটা মুহূর্ত্ত—
কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলি ?
ওঃ, মৃত্যু কেন হ'লোনা আমার ?

[কম্পিত পদে প্রস্থান

সপ্তদ্বীপা । ঋষি—ঋষি—

ব্রহ্মদত্ত । ভগবানে ডাক দ্বীপা !
রাখ এ বিশ্বাস—
দুর্দ্দিনের হবে অবসান ।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আবর্ত্ততীর

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। দিগন্ত-মেখলা সম বিস্তীর্ণ প্রান্তর
জনহীন কেন দেখি নিরন্তর।
শুষ্ক বৃক্ষলতা,
পক্ষিকুল না করে কূজন,
হেথাকার আকাশ বাতাস
হতাশমণ্ডিত যেন কি এক আতঙ্কে।

কৃষ্ণ। বুঝিতে না পারি সখা,
কেন হেথাকার হেন ভাবান্তর।

অর্জ্জুন। ছলনায় কর পরিহার।
সত্য করি কহ সখা,
কি হেতু এ জনবহুল নগরী
ধূ-ধূ মরুসম রয়েছে পড়িয়া ?

কৃষ্ণ। দৈবের অনিবার্য্য কারণে
হয়তো বা ঘ'টে গেছে কোন অঘটন।

অর্জ্জুন। দৈব ? কহ নারায়ণ !
দৈব কারে কহে—
কিবা কার্য্য তার ?

কৃষ্ণ। চক্রের চালনে ঘ'টে যায় যাহা,
তারে কহে দৈব, সখা !

অর্জ্জুন। কেবা সেই চক্রের চালক,
চক্রের ঘূর্ণনে যার
অবিরত ঘোরে জীবকুল ?

কৃষ্ণ। ইঙ্গিতে চলিছে চক্র।

অর্জ্জুন। কেবা সেই ইঙ্গিতদাতা ?
অনুমানি সে বিশ্ববিধাতা।

কৃষ্ণ। পার্থ—

অর্জ্জুন। ওগো নারায়ণ !
ধরাভার করিতে হরণ
কতরূপে কত ছলে
বারে বারে এস তুমি এ মহামহীতে।
তোমারই খেয়ালে সৃজিত বিশ্ব,
তোমারই ইঙ্গিতে
বিশ্বমাঝে কালচক্র ঘোরে অবিরাম,
সেই সে মুরারি তুমি—
নাহি পার বর্ণিতে কারণ
ঘ'টে গেছে কিবা অঘটন ?

প্রদ্যুম্নের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। পিতা—পিতা—

কৃষ্ণ। কে ? একি ! প্রদ্যুম্ন !
কহরে তনয়,

আমার আশ্রিত ঋষিকুল
আছে তো কুশলে ?

প্রদ্যুম্ন। পিতা! ভাষা নাই বর্ণিবার,
রণশাস্ত্রে নাই হেন নীতি
দানবের আবিষ্কৃত যাহা।
অস্ত্রমুখে বিষবাষ্প,
মড়কের বিশ্বধ্বংসী বীজাণু
প্রতিশ্বাসে করে উদ্গীরণ!
উঃ! প্রতিকার নাহি বুঝি তার!
নারকীয় উল্লাসে প্রমত্ত
পাপিষ্ঠ সে দানবের করে
হ'লো পরাজয় মোর।
জীবন্তে মৃত্যুর জ্বালা
অতি ভয়ঙ্কর।

অর্জ্জুন। শান্ত হও ;
স্থিরচিত্তে কহ সমাচার।

প্রদ্যুম্ন। কি বলিব তাতঃ!
বলিবার নাহি কিছু মোর।

অর্জ্জুন। কহরে দুলাল!
শ্যামলা মেখলা সম এই ধরাতল
কেন শোকাচ্ছন্ন রয়েছে পড়িয়া ?
একি! কোথা হ'তে ভেসে আসে
ব্যথিতের আকুল ক্রন্দন ?
কেবা ওই ব্যথাহত—

যাহার ক্রন্দনে—হা হুতাশে
ভ'রে যায় আকাশ বাতাস !

প্রদ্যুম্ন। ঋষি কুলশ্রেষ্ঠ
মহর্ষি ব্রহ্মদত্তের !

কৃষ্ণ। কেন কাঁদে ঋষিবর ?

প্রদ্যুম্ন। দুষ্ট দানব বজ্রমুষ্টিতে ধরি
তার তনয়ার কর,
মায়াবলে ছিন্ন করি
শতমায়া মোর,
শূন্যপথে ল'য়ে গেল
আসুরিকমতে
বিবাহ করিতে তারে।

কৃষ্ণ। হরণ করিল অসুর
ঋষির কন্যায় ?

প্রদ্যুম্ন। বিজিত করিয়া যাদব-বাহিনী,
উল্লাসে হাসিয়া দানব-সেনানী
ল'য়ে গেল ঋষি-তনয়ায় !
ওই শোন পিতা !
কন্যাহারা জননীর আকুল ক্রন্দন।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! প্রদ্যুম্ন !

অর্জ্জুন। কহ জনার্দ্দন !
কি হেতু চঞ্চল অন্তর তোমার ?
ব্যাকুল কেন বা আজি ?
অপরাধ করেছ কি ঋষির চরণে ?

কৃষ্ণ। শত অপরাধে অপরাধী
আমি ঋষির চরণে !
আশ্বাস দানিয়া তাঁরে
পাদস্পর্শি করেছি শপথ—
মুক্তি দিব সর্ব্বদায় হ'তে।
কিন্তু নিয়তি বিধানে
এ ক বিঘ্ন ঘটে গেল আমার জীবনে।
যে অভ্রান্ত জ্ঞানের মাঝারে
দাঁড়ায়েছি আমি ধরা'পরে
কে হরিল সে জ্ঞান-চৈতন্য ?

অর্জ্জুন। সর্ব্বজ্ঞানী তুমি গুণমণি !
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি
জীবের চৈতন্য-দ্বার
খুলে দাও তুমি ;
তোমা হেন জনে
বিস্মরণে কে ভুলাতে চায় ?

প্রদ্যুম্ন। ভাব মনে পিতা,
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ তুমি ঋষির সকাশে।
তোমারই আদেশে ঋষিবর
করেছিল যজ্ঞ-আয়োজন !
ক্ষণিকের ভুলে
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-মহাপাপে
মজিলে আপনি,
সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তরে

ধরামাঝে উচ্চাসন
তোমারেই দানিয়াছে সবে ;
সেই উচ্চের রাখিতে সম্মান
চক্র ধরি করে
দানব-দলনে দেব,
হও আগুয়ান।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। ধর চক্র চক্রধারি !
আমি ধরি বিজয় গাণ্ডীব,
দুরন্ত দানবসহ পাপ দৈত্যপুরী
উপাড়িয়া পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গ হ'তে
ফেলে দেবো আলোড়িত সাগরের বুকে।

কৃষ্ণ। না—না, পার্থ !
আর না ধরিব চক্র,
যে শক্তির অহঙ্কারে
বীরদর্পে ধরামাঝে করি বিচরণ,
সেই দর্প করিয়া খর্ব্ব
মিথ্যাবাদী সাজালে অসুর
সত্যাশ্রয়ী ঋষির সকাশে।

অর্জ্জুন। কেন সখা হেন ভাবান্তর ?

কৃষ্ণ। হায় সখা, বুঝি এতদিনে
অবসান হলো মোর
সকল সাধনা।
পুত্রহারা গান্ধারীর তীব্র অভিশাপ,

কন্যাহারা ব্রাহ্মণ দম্পতি
নির্ম্মূল করিবে মোর প্রিয় যদুকুল—
বুঝি কৃষ্ণশূন্য করিবে এ ধরা ।

অর্জ্জুন । মহানিশার ঘন অন্ধকারে
আলোক ধরিয়া করে
ভাস্বর করিলে তুমি
নিমজ্জিত ধরা ।
প্রভাতের তরুণ তপন সম
কলুষিত যুগের ঘটায়ে
চির অবসান
ধরায় পাতিলে তুমি
ধর্ম্ম-সিংহাসন ।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব ।— গীত

তবে ছুটে চল বীর !
দলিত মথিত করিতে শত্রুশির ॥
প্রকৃতির বুকে জ্বালায়ে অনল,
জাগাও জাগাও পুরুষ প্রবল
মুছাও যতেক নারীর অশ্রুনীর ॥
ধরণীর বুকে শান্তি সৃজিতে,
জনম তোমার এ মহা মহীতে,
ছুটে চল বীর, শান্তি আনিতে ধরণীর ।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন । চিন্তা দূর কর হে মুরারি !
মহিমা বাড়াতে ভয়াল মূরতি ধরি
পার্থ আজি ছুটে যাবে
বিনাশিতে কৃষ্ণদ্বেষী জনে ।

কৃষ্ণ । পার্থ—পার্থ !
আসে ওই কন্যাহারা যুগল মূরতি ?
সত্যভঙ্গকারী কৃষ্ণে সম্মুখে হেরিলে
অভিশাপ দানিবে আমারে ।
অভিশাপে দীর্ঘশ্বাসে
ভস্মীভূত হব বা এখনি ।

ব্রহ্মদত্ত ও সপ্তদ্বীপার প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত । কই কৃষ্ণ—কোথা কৃষ্ণ,
কোথা তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ ?
ধরা 'পরে জন্ম যার
সাধুজনে মুক্তির কারণ,
কোথা সেই তাপিত-তারণ ?

অর্জ্জুন । হের ঋষি, সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব
যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ।

সপ্তদ্বীপা । তুমি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি
যদুপতি দুর্নীতি দলনকারী ?
চমৎকার ! তোমারই না করুণার তরে
জগৎ সতৃষ্ণ ?
কেন—কি কারণ

জড় স্থানু অচেতন
তোমারে দেখিবে ?

অর্জ্জুন। ভাব মনে মাতা ?
কৃষ্ণ ভগবান্ ।

সপ্তদ্বীপা। কার এ কল্পিত বাণী
কৃষ্ণ ভগবান্ ?
চাটুকার অথবা বাতুল
কৃষ্ণে স্তুতি করে যেই !
কৃষ্ণ যদি ভগবান্—
কেন কার্য্য তার সত্য-অপলাপ ?
পবিত্র শপথ-বাণী
তার কাছে তুচ্ছ শিশু-ক্রীড়া সম ।

অর্জ্জুন। মা—মা—

সপ্তদ্বীপা। কৃষ্ণ ভগবান্ !
মিথ্যাবাদী তুমি ভগবান্ !
শাঠ্য তব অঙ্গের ভূষণ,
বিপন্নের আর্ত্তনাদে
লেনা হৃদয় যার,
নিত্যব্রত ছিদ্র অন্বেষণ,
অকুলে ভাসায় যেবা,
সেই ভগবান্ ?

কৃষ্ণ। মাতা, অপরাধী আমি—

সপ্তদ্বীপা। রাখ ও করুণ বাণী,
জানি, কণ্ঠে তব মধুর ঝঙ্কার,

অন্তরেতে বিষের প্রবাহ !
এত বাদ সাধিতে প্রয়াস—
কেন, কোন্ প্রয়োজনে ?

কৃষ্ণ। মাতা ! অপরাধী আমি।

ব্রহ্মদত্ত। দ্বীপা, স্থির হও।
কেন ক্রোধ অভিমান ?
নিয়তি-বিধান—
অদৃষ্ট-লিখন মোর।

সপ্তদ্বীপা। কেন তবে ঋষি,
জীবন সঁপিলে কৃষ্ণে ?
শক্তিহীন অক্ষম দুর্ব্বল যেবা,
বিশ্বাস করিয়া তারে
মহাযজ্ঞ কেন করিলে সূচনা ?

ব্রহ্মদত্ত। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম
যজ্ঞ, হোম, জপ ;
এই মুক্তিপথ।

সপ্তদ্বীপা। এই মুক্তি !
হাহাকারে ভরিল হৃদয়,
স্নেহের প্রতিমাহারা,
বিষাদের ঘন অন্ধকারে
চক্ষে জাগে সদা বিভীষিকা,
বল ঋষি !
এ মুক্তি—সে জীবনের
কোন্ কাম্যফল ?

উঃ—এই মুক্তিদাতা
বুঝি কৃষ্ণ ভগবান্ ?

ব্রহ্মদত্ত। দ্বীপা ! ভাবিনি তখন
এতদূরে এর পরিণতি।
অজেয় যাদব-সৈন্য
পরাভূত দানবের করে,
বুঝিলাম পরিহাস নিয়তির।
তবু জানি কৃষ্ণ ভগবান্।

কৃষ্ণ। সত্য কহি শুনগো জননি,
শপথ আমার করিতে পালন।
সসৈন্যে শক্তিধর তনয়ে
প্রেরিয়া আবর্ত্তাতীরে
পার্থতরে গিয়েছিনু হস্তিনা-নগরে।

সপ্তদ্বীপা শুনেছি কেশব !
ব্রত তব ভূভার-হরণ,
এস, সেই ব্রত করিবে পালন
বিক্ষত জীবনে মোর
করি অবসান।

কৃষ্ণ। মা ! মা !

সপ্তদ্বীপা। মৃত্যুবাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর।

কৃষ্ণ। অপরাধী করিও না মাতা,
এই অভাগা সন্তানে।
তোমা সম সমভাবে
জলিতেছে মোর হৃদিস্থল।

বল মাতা, কেমনে বোঝাবো মোর
অন্তরের ব্যথা—
যাহে শান্ত তুমি হবে গো জননি !

সপ্তদ্বীপা । না—না, দেখিতে চাহিনা,
দেখিতেছি শুধু নীরদ শ্যামলরূপ,
কত সৌম্য, কত রৌদ্র,
কত মিষ্ট, কত তীব্র,
আছে কত ভীষণ অনল,
আছে কত বারিধি-প্রমাণ জল,
যাহার কারণে কাঁদিল দেবকী,
কাঁদিল যশোদা, কাঁদিল গোপিনী,
অশ্রুসিন্ধু সৃজিলেন কৌরব-জননী ।
রোদনের রোলে জন্ম তব,
জন্ম হ'তে এতকাল কাঁদায়েছ সবে ।
কাঁদাতেই জন্ম যার,
তার কাছে কি আশা করিতে পারি ?
ব'য়ে যাক্—ব'য়ে যাক্—
এ নয়নে অশ্রুর তটিনী ।
না—না, কেহ নও,
কিছু নও তুমি ;
অশ্রুর প্লাবন তুমি অতি ভয়ঙ্কর ।

[প্রস্থান

ব্রহ্মদত্ত । কি করিলে জনার্দ্দন !
সত্যে বদ্ধ হ'য়ে,

সত্যভঙ্গ কর কি কারণ !
হৃদি-সিংহাসনে রাখি
তোমারে যে পূজি নিত্য
ফুল-পুষ্প দিয়ে !
কত আশা কত আকাঙ্ক্ষায়
করিলাম যজ্ঞ-আয়োজন,
কেন তুমি ভেঙ্গে দিলে
উৎসবের হাসি ?
বল ওগো বাঞ্ছাকল্পতরু,
কোন্ অপরাধে অপরাধী মোরা,
যার তরে এ দুঃসহ জ্বালা ?

অর্জ্জুন। শান্ত হও ঋষিবর !
শুন আজি গাণ্ডীবীর পণ—
সাক্ষী তুমি বরণ্যে ব্রাহ্মণ,
সাক্ষী নারায়ণ,
সাক্ষ্য রাখি আকাশ বাতাস
শপথ করিছে আজি পাণ্ডুর নন্দন,
দানব-কবল হ'তে উদ্ধারিতে
অনূঢ়া কন্যায় তব
পার্থ আজি করিল জীবন পণ।

ব্রহ্মদত্ত। পারিবে—পারিবে পার্থ
উদ্ধারিতে কন্যারে আমার ?

কৃষ্ণ। স্মর হে মহর্ষি,
অর্জ্জুনের বীরত্ব-কাহিনী !

কুরুক্ষেত্র মহারণে
যেই পার্থ বিনাশিল
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ মহাবলে।
সামান্য নহে সে জন—
যেজন দেবাদিদেব মহেশে জিনিয়া
পাশুপত মহাঅস্ত্র করিল গ্রহণ।

ব্রহ্মদত্ত। ইচ্ছাময়!
ইচ্ছা তব হউক পূরণ।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। চল হে মাধব,
ষট্‌পুর করি আক্রমণ।

কৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি
যদুবীরগণে সাথে ল'য়ে
ষট্‌পুরে হও উপনীত।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র রণ-অবসানে
স্বামী-পুত্রহারা
শত শত ভারতনারীরে
হেরিয়া নয়নে,
শপথ করিনু সেই কাল-রণাঙ্গনে
এ জীবনে অস্ত্র না ধরিব।
কিন্তু আজি—
একি পরীক্ষা সম্মুখে মোর!
যে অস্ত্র ত্যাগে করেছিনু পণ,

আজি পুনঃ সেই অস্ত্র করিনু গ্রহণ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ষটপুর গুহাদ্বার

মায়িকাগণ

গীত

মায়িকাগণ।—

সেদিনের সেই পথভোলা—
এলো মম ফুল বিতানে
আনমনে কি দেয় দোলা।
সে কিগো গলার ফাঁস,
রূপ নিয়ে যার লুকোচুরি
ওগো তারি তরে ঘনশ্বাস,
আজি বুঝি ফুলবায়, যৌবন মুরছায়
আঁখি চায় শুধু তারে সই,
তারি তরে বুঝি দ্বার খোলা।

[প্রস্থান

মকরন্দের প্রবেশ

মকরন্দ। ভেগেছে—ছুঁড়ি নিশ্চয় ভেগেছে, চারিদিক পাতি পাতি ক'রে খুঁজেও তার সন্ধান পাচ্ছি না। ছুঁড়ি গেল গেল, বিরহ রোগে আমার মাথাটা খারাপ ক'রে দিয়ে গেল! ওঃ, ছুঁড়ির মুখখানা মনে পড়্‌লে বুকখানা ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে ওঠে। তাইতো, গেল কোথায়, না—নিশ্চয় কোথাও ঘাপ্‌টী মেরে ব'সে আছে, দেখি আর একবার খুঁজে—

[প্রস্থান

কালদণ্ডের প্রবেশ

কালদণ্ড। কর্ত্তব্যের আহ্বানে সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়ে দিবানিশি উল্কার মত ছুটে চলেছি রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে। কেন, কি স্বার্থে আমায় বিশ্বের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে হবে?

মায়ানারীর প্রবেশ

মায়ানারী। একটু পথ দেবেন?

কালদণ্ড। কোথায় যাবে?

মায়ানারী। বিন্ধ্যাচলে।

কালদণ্ড। না, তুমি সেখানে যেতে পাবে না।

মায়ানারী। কেন?

কালদণ্ড। সম্রাটের বিনা অনুমতিতে কারও ষট্‌পুরের বাহিরে যাবার অধিকার নেই।

মায়ানারী। ও—তাই বুঝি আপনি সীমান্ত প্রহরা দিচ্ছেন?

কালদণ্ড। হ্যাঁ—

মায়ানারী। আপনি বুঝি নগর-কোটাল?

কালদণ্ড। না, দৈত্যরাজের প্রধান সেনাপতি। তুমি?

মায়ানারী। আমি একজন সামান্য নাগরিকা।

কালদণ্ড। কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী।

মায়ানারী। না, এমন আর কি? এর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী তরুণীর দল নিত্য আপনার পায়ে ফুলজল যোগায়।

কালদণ্ড। তোমার ধারণা ভুল সুন্দরি!

মায়ানারী। আপনি কি তবে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী?

কালদণ্ড। হাঁ, আজ পর্য্যন্ত আমি অবিবাহিত।

মায়ানারী। এই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত কি জন্য আপনি অবিবাহিত?

কালদণ্ড। কর্ত্তব্যের কঠোরতায় এই ব্রত গ্রহণ কর্‌তে হয়েছে।

মায়ানারী। এমন কি কর্ত্তব্য?

কালদণ্ড। দাসত্ব-শৃঙ্খল—নামে মাত্র স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা।

মায়ানারী। আপনি শক্তিমান হ'য়ে কেন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে আছেন? নিজের বুদ্ধিবলে সৌভাগ্য অর্জ্জন করুন।

কালদণ্ড। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই দাসত্বের কশাঘাতে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে।

মায়ানারী। আপনি তো নিতান্ত নির্ব্বোধ?

কালদণ্ড। কেন?

মায়ানারী। পূর্ণিমার চাঁদকে বিশ্ব আলোকিত কর্‌তে না দিয়ে তাকে কালো মেঘে ঢেকে রাখ্‌তে চান্?

কালদণ্ড। তাই আমি নির্ব্বোধ?

মায়ানারী। একশোবার। দৈহিক সুখই আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তিই বিশ্বতৃপ্তি। সেই সুখ থেকে আপনি বঞ্চিত! এঃ—আপনি একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

কালদণ্ড। সুন্দরি!

মায়ানারী। মাফ কর্‌বেন, অনধিকার প্রশ্ন ক'রে আপনাকে আমি বিরক্ত কর্‌লাম।

কালদণ্ড। না—না, কিছু না। তোমার যা প্রাণ চায়, জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার।

মায়ানারী। আহা, সম্রাট তো বহু কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু রাজ-কার্য্য চলে কি ভাবে?

কালদণ্ড। শাসনকার্য্য চালাচ্ছেন মন্ত্রী নমুচি, আর রাজ্যরক্ষার ভার আমার ওপর।

মায়ানারী। আচ্ছা, সম্রাট সর্ব্বদা কৃষ্ণহত্যার ষড়যন্ত্র করেন কেন?

কালদণ্ড। তিনি কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'তে চান্!

মায়ানারী। তিনি তাকে মেরে তার স্থান অধিকার কর্‌বেন—কেমন?

কালদণ্ড। তুমি চতুর—বুদ্ধিমতী।

মায়ানারী। যাক্, তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে আপনার ওপর এই অবিচার দেখে আমি প্রকৃতই দুঃখিত।

কালদণ্ড। কি অবিচার?

মায়ানারী। এই—কাঁধে তলোয়ার নিয়ে জলঝড় মাথায় ব'য়ে দিন-রাত রাজ্য-প্রহরা দিতে হবে, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর্‌তে হবে।

কালদণ্ড। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মায়ানারী। সে তো সম্রাটের কাছে, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতে যদি আপনি বিবাহ ক'রে সংসার পাতেন—

কালদণ্ড। না—না, তাতে আমার পাপ।

মায়ানারী। দেখুন, পাপ-পুণ্য বিচার কর্‌তে গেলে জগতে বেঁচে থাকা যায়না। জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যৌবন, তাকে আপনি উপভোগ

কর্‌বেননা, অথচ সম্রাট দিনরাত সুরা ও সঙ্গিনীদের নিয়ে বিলাস-কক্ষ জমিয়ে রাখ্‌বেন, আর আপনি সারা জীবনটা উপবাসী থেকে যাবেন? না—না, তা হবেনা সেনাপতি মশায়!

কালদণ্ড। তবে কি?

মায়ানারী। আপনাকে সংসার পাত্‌তে হবে। দেখ্‌বেন কত তৃপ্তি—কত শান্তি। তাতে সম্রাটের অভিযোগ আসে, বল্‌বেন—আমি প্রকৃতির নিয়মে চলেছি।

কালদণ্ড। ঠিকই; প্রকৃতির নিয়মে সৃষ্টি চল্‌ছে। আমিও সৃষ্টির জীব। হ্যাঁ, দাঁড়াও; তোমায় একটা প্রশ্ন—অন্তরে এ স্বপ্নের হিল্লোল জাগালে তুমিই আজ। তুমি বিবাহিতা?

মায়ানারী। কেন বলুন তো?

কালদণ্ড। প্রণয়-উদ্যানের পারিজাত-কুসুমরূপে আমি তোমায় চাই। বল, সম্মত?

মায়ানারী। আপনার যা অভিপ্রায়।

কালদণ্ড। তবে এসো আমার সীমান্ত-শিবিরে। আজই গন্ধর্ববিধানে তোমায় বিবাহ কর্‌বো।

মকরন্দের প্রবেশ

মকরন্দ। রাজ্যশুদ্ধ মেয়ের ঘোমটা খুলে খুলে খোঁজ কর্‌লুম, তাতে দু'চারটে মৃদু মৃদু কিল, চড়, লাথিও পেলুম। কিন্তু আসলটার কোন সন্ধান পেলুম না! ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে নয়! আমায় দেখে আবার তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানে যে? হুঁ—ওই ঠিক—বলি ওগো, ও ঘোমটা ওয়ালি—

কালদণ্ড। কে—মকরন্দ?

মকরন্দ। সেনাপতি মশাই! প্রণাম। আপনি এখানে এমন সময়?

কালদণ্ড। তুমি এখানে কি কর্‌ছো?

মকরন্দ। আজ্ঞে, কিছুনা।

কালদণ্ড। সত্য বল—

মকরন্দ। আজ্ঞে, বউ হারিয়ে গেছে।

কালদণ্ড। তোমার আবার বউ কোথেকে এলো, তুমি যে আজীবন ব্রতচারী?

মকরন্দ। আজ্ঞে, আপনিও তো তাই; তবে আপনার পাশে ও কামিনী দাঁড়িয়ে কেন?

কালদণ্ড। ধৃষ্টতা রাখ। বল এখন কি চাও?

মকরন্দ। এখন আপনার একটু কৃপা।

কালদণ্ড। বল—তোমার জন্য আমি কি কর্‌তে পারি?

মকরন্দ। এমন কিছু নয়, মাত্র ওই রমণীকে যদি একবার দেখান, তবে সব গোল মিটে যায়। হয়—হয়, নয়—নয়,—ব্যস্, দেখি চাঁদবদনি! ঘোমটাখানা খোল দেখি?

কালদণ্ড। দূর হ পাগল!

মকরন্দ। আজ্ঞে পাগল—ছাগল যা বলেন, কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু ওই রমণীটাকে একবার দেখাতে হবে।

কালদণ্ড। মকরন্দ!

মকরন্দ। আজ্ঞে, চোখরাঙাবেন না। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, উনিই আমার হারিয়ে যাওয়া বউ।

মায়ানারী। না—না, আমি তো ওকে চিনিনা।

মকরন্দ। ওই যে হুবহু গলার আওয়াজ মিলে যাচ্ছে।

কালদণ্ড। সাবাস মকরন্দ!

মকরন্দ। এ আবার কি উল্টোনীতি? উচিত কথা বল্‌লে চোখ রাঙাবেন?

কালদণ্ড। পাপিষ্ঠ—[অস্ত্র উত্তোলন প্রয়াস; পরে সংযত হইয়া] চ'লে এস সুন্দরি!

[মায়ানারীসহ প্রস্থান

মকরন্দ। সেনাপতি মশাই—সেনাপতি মশাই! ওঃ, আমার হ'লো কি? ক্ষীরের ডেলা বেড়ালো নিয়ে গেল, আমি এখন কাক সেজে দেখি ফুস্‌লাতে পারি কিনা? আমার বউ ফিরিয়ে না দিলে কুরুক্ষেত্র বাধাবো।

[প্রস্থান

গীতকণ্ঠে স্বপন ও তন্দ্রার প্রবেশ

গীত

স্বপন।— প্রেমের বাজার লুট্‌তে ধনি,
কর্‌লাম এবার পণ।
চোরা চালে কিস্তিটা মাৎ
আর কে আমায় পায় এখন॥

তন্দ্রা।— আগু সেটা টিক্‌লে হয়,
উপর থেকে ঠিক্‌রে পড়ে
দেখ্‌বে ধরা আঁধারময়,

স্বপন।— দোহাই ধনি, একটু রও,
শূন্যেতে ফুল ফোটাই আমি
ইসারাতে কও।

তন্দ্রা।— এইখানে ইতি—

স্বপন ।—   আকাশ থেকে ছুড়ে দেওয়া
ওইটা কি রীতি ?

তন্দ্রা ।—   দেখলে তো চাঁদ !

স্বপন ।—   ওই মায়ারি ফাঁদ ;

তন্দ্রা ।—   এ হাটে আর এস না চাঁদ
সবটী তোমার অলক্ষণ ।

স্বপন ।—   ওই আঁচলের বাতাস নইলে
বাঁচবো আমি কতক্ষণ ॥

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল—শক্তিপীঠ-মন্দির-সম্মুখ ।

কামনা ও ভানুমতী

ভানুমতী । এই শক্তিপীঠ ?

কামনা । হ্যাঁ, এই বিন্ধ্যাচলের শক্তিপীঠ । ওই মহামায়ার মন্দির, ওইখানে তপস্যা ক'রে দৈত্যরাজ মায়ের কৃপালাভ করেছেন ।

ভানুমতী । দৈত্যরাজ শক্তি-উপাসক ? আপনার পরিচয় ?

কামনা । আমার পরিচয় জেনে তোমার কোন লাভ নেই বালা !

ভানুমতী । তবু আমার কৌতূহল ; এই নির্ম্মম দৈত্যপুরীতে একমাত্র আপনার করুণায় আমি মুগ্ধ ।

কামনা। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা অনূঢ়া, দানবকবল হ'তে তোমায় মুক্ত করাই এখন আমার কর্ত্তব্য।

ভানুমতী। কেন?

কামনা। আমিও ব্রাহ্মণকন্যা, আমার দেহের প্রতি শিরায় ব্রহ্মরক্ত বর্ত্তমান।

ভানুমতী। আপনি ব্রাহ্মণকন্যা?

কামনা। হ্যাঁ—ছিলাম।

ভানুমতী। কিন্তু দৈত্যজাতিকে বাঁচাবার জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন? বলুন আপনার পরিচয়।

কামনা। আমি মহর্ষি জৈমিনীর কন্যা।

ভানুমতী। বর্ত্তমানে?

কামনা। দানব-সম্রাজ্ঞী।

ভানুমতী। আপনি মহারাণী! কিন্তু আপনার অনুকম্পায় আমি মুক্তি পেলেও হয়তো সমাজে আমার স্থান হবেনা।

কামনা। আর্য্য-সমাজ তোমায় গ্রহণ কর্‌বেন! কারণ এর মধ্যে রয়েছেন যুগনায়ক শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই অত্যাচারপীড়িতা, অপহৃতা কুলকন্যাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। যাও—তুমি এখানে আর বিলম্ব ক'রোনা। সম্রাট প্রতিদিন এই সময়ে শক্তিপীঠে পূজা কর্‌তে আসেন।

ভানুমতী। আমায় মুক্তি দেওয়ার অপরাধে নিজের অমঙ্গল ডেকে আন্‌বেননা রাণি!

কামনা। সে অমঙ্গল আমি হাসিমুখে বরণ কর্‌বো, যাও তুমি।

ভানুমতী। ক্ষমা কর রাণি! আমি এ মুক্তি চাইনা!

কামনা। এখানে থেকেও তুমি নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেনা! সম্রাট জানেন যে, এই শক্তিপীঠের পথ তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেনা।

ভানুমতী। আপনি কিভাবে জান্‌লেন ?

কামনা। নিদ্রাঘোরে স্বপ্নে যখন দৈত্যরাজ মহামায়ার সঙ্গে কথা বলেন, তখনই এ পথের বর্ণনা শুনেছি, তাই এই নির্জ্জন পথ দিয়ে তোমায় এখানে এনেছি, তুমি এখনি যাও এই পথ ধ'রে।

সাধকের বেশে নিকুম্ভের প্রবেশ

নিকুম্ভ। কোথা যাও ?

ভানুমতী। [কম্পিতভাবে] একি, দৈত্যরাজ ?

নিকুম্ভ। কে তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছে ?

কামনা। আমার দৃষ্টিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

নিকুম্ভ। মিথ্যা কথা, বল নারি ! কে তোমাদের শক্তিপীঠের সন্ধান দিয়েছে ?

ভানুমতী। অন্য কেউ আমাদের এ পথের সন্ধান দেয়নি দৈত্যরাজ !

নিকুম্ভ। কেন তোমরা এখানে এসেছ ?

কামনা। মহামায়া-দর্শনে।

নিকুম্ভ। [স্বগত] আশ্চর্য্য, আমি ব্যতীত জগতের অন্য কেউ এ পথের সন্ধান জানেনা। এরা সে পথের সন্ধান পেয়েছে ! সত্য বল, কি প্রয়োজনে তোমরা এখানে এসেছ ?

কামনা। মায়ের স্বরূপ চিন্‌তে, আর তাঁরই অংশোদ্ভূতা এই ব্রাহ্মণ-বালাকে মুক্তি দিয়ে দৈত্যজাতিকে নিরাপদ কর্‌তে।

নিকুম্ভ। বাঃ ! প্রদীপের নীচেই জমাট অন্ধকার।

কামনা। সম্রাট ! এই ব্রাহ্মণ-তনয়াকে মুক্তি দাও।

নিকুম্ভ। শক্তিপীঠে যখন এসেছ, তখন শক্তি-সাধনা ক'রেই সে মুক্তি

নাও। না—না, আর্য্যনারী তুমি, ব্রহ্মরক্ত তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, শক্তি-সাধনা আমি তোমায় কর্‌তে দেবোনা।

কামনা। স্বামি! জগৎ তোমায় যাই বলুক, তুমি আমার স্বামী, শক্তির পূজারী, তুমি বীর—যোদ্ধা, কথা রাখ—এই অনূঢ়া ব্রাহ্মণ-কন্যাকে মুক্তি দাও।

নিকুম্ভ। মুক্তি আমি কাউকে দেবোনা। এই শক্তিপীঠে আছে আমার মৃত্যুবাণ, শক্তি-অংশজাত তোমরা, হয়তো শক্তি-সাধনায় তাও উদ্ধার ক'রে তোমরা শক্রর হাতে তুলে দেবে।

কামনা। দৈত্যরাজ!

নিকুম্ভ। বল কামনা!

কামনা। তবু আমি তোমায় হৃদয়ের মুকুটমণি ক'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চাই।

নিকুম্ভ। না—না, আমি কারও অনুকম্পায় বাঁচতে চাই না। আমি দানব—শক্তির পূজারী, আমি দুর্জ্জয়—আমি দুর্ব্বার। না—না, আমি দুর্ব্বল, তাই তোমাদের এখনও আমি বাঁচিয়ে রেখেছি। না, তোমাদের আমি বাঁচতে দেবোনা, তাহ'লে আমার বাঁচা হবেনা, আমায় বাঁচতে হবে, শ্রীকৃষ্ণকে শাসন কর্‌তে হবে, জাতিকে শ্রেষ্ঠের আসন দিতে হবে। তোমরা আমার জীবনের গোপন-তথ্য আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ, পৃথিবীর আলো-বাতাসের সম্বন্ধ থেকে তোমাদের সরিয়ে রাখ্‌বো।

কামনা। সম্রাট! এই কি তোমার শক্তি-পূজার সার্থকতা? মাতৃরূপের সাধক হ'য়ে আজ তুমি কোথায় নেমে চলেছ?

নিকুম্ভ। বিশ্বাস আমি কাউকে কর্‌বোনা, জীবন-মরণ নিয়ে যেখানে কথা, সেখানে কাউকে বিশ্বাস করা চলেনা।

কামনা। স্বামি!

নিকুম্ভ। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা থেকে নিষ্কৃতি লাভ কর্‌তে আমি আজ আসুরিক মায়ায় তোমায় অন্ধে পরিণত কর্‌লুম।

[মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ]

কামনা। আঃ—স্বামি! স্বামি! [অন্ধ হইল।]

নিকুম্ভ। যাও—হ্যাঁ, দাঁড়াও! এখন জিহ্বা তোমার সহজ সতেজ। তরলহৃদয়া রমণী তুমি, কৌশলে তোমার কাছে এ পথের সন্ধান কেউ জেনে নেবে, তাই মায়াবলে তোমার সতেজ জিহ্বাকে নিস্তেজ ক'রে তোমার বাক্‌শক্তি রোধ কর্‌লাম। যাও—দূর হও সম্মুখ হ'তে।

[কামনা কাঁপিতে কাঁপিতে নিকুম্ভকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।]

ভানুমতী। সম্রাট! সম্রাট!

নিকুম্ভ। তুমিও ব্রাহ্মণকন্যা। সাধন ভজন তোমাদের জন্মগত রীতিনীতি। সাধনা কর এই শক্তি-মন্দিরে চণ্ডিকার দিগম্বরী রূপ। তোমায় এখানে প্রহরা দেবার জন্য রেখে দেবো আমার পিশাচ সহচর ধূম্রাক্ষকে। ধূম্রাক্ষ—

ধূম্রাক্ষের প্রবেশ।

ধূম্রাক্ষ। আঁা—আঁা—আঁা—

ভানুমতী। উঃ, কি ভীষণ মূর্ত্তি, মাথা ঘুরে যাচ্ছে। অন্ধকার দেখ্‌ছি, মা—মা—মহাশক্তি! আমায় রক্ষা কর।

[প্রস্থান

ধূম্রাক্ষ। আঁা—আঁা—আঁা—

[প্রস্থান

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।]

নিকুম্ভ। শ্রীকৃষ্ণের জয়ধ্বনি।
অনুমানি ষট্‌পুর আক্রমিতে
এসেছে যাদব।
নাহি জানে শ্রীকৃষ্ণ যাদব,
সুরক্ষিত গুহাদ্বার
সুশিক্ষিত সেনাদল দিয়ে।
সাবধান—সাবধান
অভিমানী মূঢ় কৃষ্ণ,
ফিরিবিনা পুনঃ আর দ্বারকার পথে,
এসেছিস্ কালের গহ্বরে!
প্রাণহীন দেহ তোর
প্রদর্শনীরূপে স্থাপিব ভারত-বক্ষে।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল-পথ

উদ্ধব

গীত

উদ্ধব।—

আমার পাগলা গোপাল
সেজেছে আজ কঠোর ভয়াল।
গোকুলের সেই বংশীধারী,
ধরেছে আজ তরবারি,
সৃষ্টির বুকে তুলিল প্রলয় ব্রজের রাখাল ॥
ওরে তোরা দেখ্‌বি যদি আয়,
আমার কৃষ্ণ কেমন সেজে যায়,
ওরে ব্রজের কানু ধরেছে ধনু
রক্তনেশায় হ'য়ে মাতাল ॥

[প্রস্থান

ধর্ম্মধ্বজের প্রবেশ

ধর্ম্মধ্বজ। ব্যাটার ছেলে ছোটলোক সেদিন ধাপ্পা মেরে আমায় ক'নে দেখাবার নাম ক'রে কোণঠাসা ক'রে রেখে পালালো মশাই! নাঃ—আজ থেকে আমার দৃঢ়পণ—জীবনে মেয়েমানুষ বিয়ে কর্‌বোনা,

আমি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সভ্য চিরকুমার ধর্ম্মধ্বজ। আজ থেকে আমি মেয়ে মানুষের মুখই দেখ্‌বোনা।

মায়ানারীর প্রবেশ

মায়ানারী। হ্যাঁ মশাই! পথে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন?

ধর্ম্মধ্বজ। আকাশের তারা গুণ্‌ছি।

মায়ানারী। কটা গণা হ'ল?

ধর্ম্মধ্বজ। এই সবে মাত্র একটা।

মায়ানারী। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মাত্র একটা?

ধর্ম্মধ্বজ। মানে কোন্ দিক থেকে আরম্ভ করা যাবে, সেইটা ঠিক্ ক'রে লওয়া হ'চ্ছে আগে।

মায়ানারী। মশায় কি বিবাহিত?

ধর্ম্মধ্বজ। এইরে! চারিদিক থেকে আমার পেছনে শত্রু লেগেছে। এ আবার ক'নে দেখাবার নাম ক'রে কিছু কাজ সেরে নেবে নাকি?

মায়ানারী। মশায় দেখ্‌ছি বিরহ-রোগে পড়েছেন। ব্যাপারটা কি বলুন তো?

ধর্ম্মধ্বজ। বলি, এ আবার কেমন ধারা বেহায়াপনা! পথের মাঝে ভদ্রলোকের সঙ্গে এই রকম খোলাখুলি কথা বল্‌তে আপনার একটু লজ্জা করেনা?

মায়ানারী। অপরিচিতই আবার বিশেষ পরিচিত হয় বিয়ের পরেই।

ধর্ম্মধ্বজ। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বটে।

মায়ানারী। আচ্ছা এইবার বলুন, অপনার বিয়ে হয়েছে কি না?

ধর্ম্মধ্বজ। আরে আমাকে বিয়ে কর্‌লে কে যে তাই বিয়ে হবে?

মায়ানারী। কেউ বিয়ে কর্‌ছে না?

ধর্ম্মধ্বজ। না, বিয়ে দেবার নাম ক'রে ক'নে আন্‌তে যাই ব'লে কাজ সেরে নেয়।

মায়ানারী। মশায় কি বিয়ে কর্‌তে রাজী ?

ধর্ম্মধ্বজ। ও রাজী-গররাজী কিছু না। সমিতির কাজ নিয়ে যারই চোরাকারবার ধর্‌তে যাই, সেই ক'নে দেখাবার নাম ক'রে আমায় কলা দেখায়।

মায়ানারী। তারপর ?

ধর্ম্মধ্বজ। তারপর সরাচাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হয়, তেমনি এই প্রতিজ্ঞায় চাপা থেকে মেয়েমানুষের চিন্তায় মনতো ছার—হাড়মাস পর্য্যন্ত সিদ্ধ হ'য়ে নরম তুল্‌তুল্ কর্‌ছে, এখন পাতে দিলেই হয়।

মায়ানারী। আচ্ছা, আপনি কখন কাউকে ভালবেসেছেন ?

ধর্ম্মধ্বজ। ভালবাসবো কাকে, ওই তালগাছটাকে ?

মায়ানারী। আচ্ছ, আপনি কি রকম মেয়ে বিয়ে কর্‌তে চান্ ?

ধর্ম্মধ্বজ। ওই তোমার ধর গিয়ে দিব্যি পটলচেরা চোখ—বাঁশীর মত নাক, আর মানে তোমারই মত একটু খাসা।

মায়ানারী। আপনি কি শেষে আমাকেই বিয়ে কর্‌বেন নাকি ?

ধর্ম্মধ্বজ। তাতেই বা আপত্তি কি ?

মায়ানারী। কিন্তু আমার যে আপত্তি আছে।

ধর্ম্মধ্বজ। দেখুন, দয়া ক'রে আর গোলমাল কর্‌বেন না। অনেক খড় কাঠ পুড়িয়ে এই ভোগটুকু রান্না হ'লো, এখন ঠাকুরসেবায় লেগে যাক্।

মায়ানারী। আচ্ছা, তবে—

ধর্ম্মধ্বজ। হাঁ—হাঁ, তবে কিন্তু কি ? আপনি এখানে একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ী থেকে চট্ ক'রে ঘুরে আসি।

মায়ানারী। কত দেরী হবে ?

ধর্ম্মধ্বজ। এই যাবো আর আস্‌বো। হ্যাঁ, দেখুন—দয়া ক'রে যেন পালাবেননা।

মায়ানারী। না—না, সে কি হয় ?

ধর্ম্মধ্বজ। হ্যাঁ দেখুন, কেউ যদি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তো কি বল্‌বেন ?

মায়ানারী। কি বল্‌বো বলুন ?

ধর্ম্মধ্বজ। তাইতো, কি বল্‌বেন—

মায়ানারী। আচ্ছা যান—সে আমি ঠিক বল্‌বো।

ধর্ম্মধ্বজ। দেখুন—

মায়ানারী। বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? তবে না হয় সঙ্গে যাই চলুন।

ধর্ম্মধ্বজ। দূর, তা কি হয় ? এমনিভাবে কথনও যাওয়া হয় ? বর ক'নে সেজে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বাজার সরগরম ক'রে যেতে হবে। জনহিতকর সমিতির বিশিষ্ট সভ্য চিরকুমার ধর্ম্মধ্বজ বউ নিয়ে আস্‌ছে, পাড়ায় একটু বেশ হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে না ?

মায়ানারী। বেশ, তাই যান।

ধর্ম্মধ্বজ। হ্যাঁ যাই, তা দেখুন—

মায়ানারী। আবার কি—?

ধর্ম্মধ্বজ। বল্‌ছি, আবার কোন গোলমাল হবে না তো ?

মায়ানারী। না—না—না। আপনি যান্।

ধর্ম্মধ্বজ। ব্যস্—এইবার চল্‌লাম।

মায়ানারী। মনে রাখ্‌বেন, আমি এখানে একা দাঁড়িয়ে রইলুম।

ধর্ম্মধ্বজ। খুব মনে থাক্‌বে।

[প্রস্থান

মায়ানারী। কুমার প্রদ্যুম্নের আদেশ সাধ্যমত পালন করছি! দানব জাতিকে কর্ম্মচ্যুত ক'রে বিলাসের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি।

মকরন্দের প্রবেশ

মকরন্দ। এই যে এখানে ঘাপ্‌টী মেরে দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

মায়ানারী। কি খবর? এখানে কি মনে ক'রে?

মকরন্দ। খবর মানে? আবার কি নূতন শিকার ধরেছ নাকি?

মায়ানারী। মকরন্দ, তুমি বড় বেশী কথা বল্‌ছো।

মকরন্দ। কে যে বেশী বল্‌ছে, পাঁচজনে তার বিচার করুক! এখন চ'লে এস। [হস্তধারণ]

মায়ানারী। হাত ছাড়—হাত ছাড় বল্‌ছি—

মকরন্দ। ধরেছি সেনাপতি মশায়, ধরেছি—

কালদণ্ডের প্রবেশ

কালদণ্ড। কই—কোথায় সে কুহকিনী?

মকরন্দ। এই যে সেনাপতি মশায়!

কালদণ্ড। কোথায় পালাবে এবার?

মায়ানারী। কোথাও পালাই নি সেনাপতি মশায়! এই বর্ব্বরটা আমার হাত ধ'রে অপমান করছে।

কালদণ্ড। তোমার আবার মান-অপমান-জ্ঞান আছে নাকি?

মায়ানারী। সেনাপতি মশাই—

কালদণ্ড। মকরন্দ! ওকে বেঁধে নিয়ে এস।

মায়ানারী। আমার অপরাধ?

কালদণ্ড। তুমি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, তোমার রূপের মাদকতায়

কর্ম্মবীর দানবজাতিকে কর্ম্মের নেশা ভুলিয়ে মাতাল ক'রে দিতে চাও। ক্ষমা নেই এ অপরাধের। মকরন্দ—

মকরন্দ। আদেশ করুন।

কালদণ্ড। বেঁধে ফেল।

বরবেশী ধর্ম্মধ্বজের প্রবেশ

ধর্ম্মধ্বজ। হাঁ—হাঁ, উলু দাও—শাঁখ বাজাও—

মায়ানারী। ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও—

ধর্ম্মধ্বজ। এই—এই খবরদার, আমার স্ত্রীর গায়ে কেউ হাত দিওনা।

কালদণ্ড। তোমার স্ত্রী?

ধর্ম্মধ্বজ। আজ্ঞে—

কালদণ্ড। ওঃ—কি ভয়ঙ্করী বিষধরী!

ধর্ম্মধ্বজ। বলি ও মশাই, শুন্‌ছেন? আমার অনেক সাধনার বউ। দয়া ক'রে ছেড়ে দেবেন!

কালদণ্ড। সাবধান যুবক! এস মকরন্দ!

মকরন্দ। বেশী কথা বল্‌লে তোমায় শুদ্ধ বেঁধে ফেল্‌বো।

ধর্ম্মধ্বজ। অ্যাঁ—ও—ও—

কালদণ্ড। সাবধান—

[মকরন্দ ও মায়ানারীসহ প্রস্থান

ধর্ম্মধ্বজ। প্রণাম—প্রণাম, বিয়ে করাতে এই শতকোটি প্রণাম। আমার বিয়ের সাধ মিটে গেছে বাবা! বউ একবার আমার প্রাণটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেনা? [নেপথ্যে উলু ও শঙ্খধ্বনি হইল।] এই সেরেছে রে বাবা! বাড়ীতে আবার শাঁখ বাজাচ্ছে, উলু দিচ্ছে, আর এদিকে যে বউ ভাগ্‌লো—সে খবর রাখে কে? তাইতো, এখন শুধু হাতে বাড়ী ফিরি

কি ক'রে? দরকার নেই এত গোলমালে। বউ যখন ভেগেছে, আমিও তখন ভাগ্‌লাম। হ্যাঁ বাবা, কিছুকাল মনে থাক্‌বে এই বিবাহ-বিভ্রাট-কাহিনী।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

গুহাদ্বার

গীতা গাহিতেছিল

গীত

গীতা।—

আঁধারে জাগিরে তোদেরি লাগিরে
নহি আলেয়ার আলো।
ওরে পথহারা, একি চলার ধারা,
কোথা যাস্‌ এলোমেলো॥
দুর্নীতি হেথা আঁধারে ছদ্ম শিলার প্রাকারে,
বাজাও শঙ্খ, ছোটাও অস্ত্র,
শক্তির সুধা ঢালো॥

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ

প্রদ্যুম্ন। হের তাতঃ ওই গুহাদ্বার।

অর্জ্জুন । কহরে প্রদ্যুম্ন,
কোথা—কতদূরে
অসুররাজ করে অবস্থান ?

প্রদ্যুম্ন । মায়াবী অসুররাজ
মায়ার প্রভাবে হয়তো বা
এইখানে আছে কোথা ?

অর্জ্জুন । মায়া—মায়া—মায়া !
রে প্রদ্যুম্ন ! আজি
সর্ব্বমায়া করি অবসান,
নাশিব সে দুরন্ত দানবে।
চল ষট্‌পুর-গুহার ভিতরে।

কেতুমানের প্রবেশ

কেতুমান। দাঁড়াও—

অর্জ্জুন। কেবা তুমি সুকুমার ?

কেতুমান। দ্বারী আমি হেথা।
কহ আগন্তুক, কেবা তুমি ?

প্রদ্যুম্ন। সুরাসুর-বিজয়ী অর্জ্জুন,
নিবাত-কবচ-ধ্বংসী
সম্মুখে তোমার।

কেতুমান। মহারথী—অর্জ্জুন,
গাণ্ডীব-টঙ্কারে যার
মেদিনী কম্পিত,
সেই তুমি এত সৌম্য শান্ত !

অর্জ্জুন। রে বালক,
দেহ তব সত্য পরিচয়,
কিবা নাম, কোথা ধাম ?

কেতুমান। পরিচয়ে মোর
কিবা প্রয়োজন বীর ?

অর্জ্জুন। রে বালক।
হেরিয়া নয়নে তোরে
মর্ম্মে জেগে ওঠে এক
মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী।
বক্ষে ধরি তোর ওই
সুকুমার তনুখানি
মিটাইব পুত্রশোক-জ্বালা।

কেতুমান। শুনিয়াছি—
শত্রুরূপে এসেছ হেথায় !
ওহে মহারথি, দেহ মোরে
শত্রুতার যোগ্য সম্ভাষণ !

অর্জ্জুন। না—না, শত্রু নহ তুমি মোর।
হেরি তব অপরূপ রূপ,
মুগ্ধ আজি ধনঞ্জয়।
রে বালক ! তোরই মত
কোমল চপল এক
ছিন্ন করি হৃদি-তন্ত্রীজাল
চ'লে গেছে ফেলিয়া আমায়
কোন্ দূরান্তরে।

কেতুমান। রাখ সম্ভাষণ,
দেহ রণ—
অর্জ্জুন। নহে রণ, অস্ত্র ফেলি
পুত্রশোক-তপ্ত বক্ষে
দেরে আলিঙ্গন।
কেতুমান। কহ মহারথি!
একি মহারথী-প্রথা?
নাহি শিশু মট্টপুরে
শুনে না হাসিবে তব কথা।
মিত্রতার ভান
তোমার না সাজে বীর!
অর্জ্জুন নহে মিথ্যা, নহেরে ছলনা,
নহে মান-অভিমান।
ওরে সুকুমার নবীন তরুণ!
সত্য মিথ্যা চাস্ যদি
দেখিতে নয়নে,
তবে আয় মোর সনে হস্তিনায়।
দেখিবি সেথায়
পুত্রহারা মাতা একাকিনী
বসি নিরজনে
অবিরত ফেলে আঁখিজল।
ওরে সুন্দর! ওরে উজ্জ্বল!
তোর ওই মধুকণ্ঠে
একবার তারে

মা—মা ব'লে
ডাকিবিরে চল্ ।

কেতুমান । মা—মা—
কোথা যাবো—কারে ক'বো মাত ?
ওকি আর্ত্তনাদ দূরে !
মা বুঝি কাঁদিছে মোর ।
তিষ্ঠ হেথা পার্থরথী তুমি,
দেখি, মা আমার কতদূরে ।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন । কুমার—কুমার—

প্রদ্যুম্ন । তাতঃ !

অর্জ্জুন । প্রদ্যুম্ন !

প্রদ্যুম্ন । একি ভাব হেরি তব তাত ?

অর্জ্জুন । রে প্রদ্যুম্ন !
দেখিলে নয়নে সুন্দর সরল,
স্মিতহাস্য শিশুর মুরতি
মনে পড়ে অভিমন্যু-স্মৃতি ।

প্রদ্যুম্ন । পুত্রশোকে এত যদি
ভারাক্রান্ত তোমার হৃদয়,
তবে কেন ওগো মহোদয়,
কঠোর কর্ত্তব্য হেন করিলে গ্রহণ ?

অর্জ্জুন । শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
করিয়াছি পণ,
আদেশ তাহার করিব পালন ।

তাই বিক্ষত হৃদয়ে
গাণ্ডীব ধরিয়া করে
করিয়াছি রণ- আয়োজন।

প্রদ্যুম্ন। ওগো মহাভাগ !
স্মরণ করহ পণ !

অর্জ্জুন। পণ—পণ !
পণ রাখি কুরুসভামাঝে
বধিলাম ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ।

প্রদ্যুম্ন। পুনঃ ঋষিপাশে করিয়াছ পণ
নাশিয়া দানবে
উদ্ধারিবে কুমারী কন্যায় তাঁর ?

অর্জ্জুন। রে প্রদ্যুম্ন !
ভালকথা করালি স্মরণ।
দানব শিয়রে বসি ডাকিছে মরণ।
কর রণ-আয়োজন,
বিজয়ের উদ্‌যাপন—
শ্রীকৃষ্ণের মহাব্রত ভূভার-হরণ।

নিকুম্ভাসুরের প্রবেশ

নিকুম্ভ। দাঁড়াও ভূভার-হারি !

অর্জ্জুন। তুমিই অসুররাজ ?

নিকুম্ভ। সত্য তব অনুমান ;
তুমি কেবা ?

প্রদ্যুম্ন। কুরুক্ষেত্র-বিজয়ী অর্জ্জুন।

নিকুম্ভ । অর্জ্জুন ! তুমি কেন হেথা ?
কোথা তব কৃষ্ণ সখা !

অর্জ্জুন । দ্বারকার সুখ-শয্যা 'পরে ।

নিকুম্ভ । তুমি কেন ষট্‌পুরে—
এই গুহাদ্বারে ?

অর্জ্জুন । তোমার জঘন্য কর্ম্মের
নিতে পরিচয় ?

নিকুম্ভ । কত শক্তি করেছ সঞ্চয় ?

অর্জ্জুন । শক্তির পরীক্ষা
হ'য়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-রণে ।

নিকুম্ভ । কুরুক্ষেত্র ?
কেবা শক্তিধর ছিল তথা ?

অর্জ্জুন । পার্থ-পরাক্রমে,
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ আদি মহারথিগণ
আজি পরপারে
করিছেন বিশ্রাম গ্রহণ ।

নিকুম্ভ । ইথে গর্ব্ব নাহি পার্থ !
প্রকৃত শত্রুর সনে
হয় নাই পরীক্ষা তোমার ।

অর্জ্জুন । কেন, গাণ্ডীব-টঙ্কারে যার
কৌরব-সেনানীসহ
ব্যোম সমীরণ
উঠেছিল কাঁপি—

নিকুম্ভ । আত্মীয় বিনাশে

বৃথা এই আত্মগর্ব্ব তব,
মহাপাপী তুমি ধনঞ্জয়।
জীবনের ঘৃণিত অধ্যায় তব
শিখণ্ডীরে সম্মুখে রাখিয়া
ভীষ্ম-বধ,
দ্রোণাচার্য্যে ছলনায় নাশ,
কর্ণ-বধ পৃষ্ঠে শরাঘাতে।

অর্জ্জুন। কেবা তুমি দানবরূপেতে
কুরুক্ষেত্র-কাহিনী কহিতে
অবতীর্ণ ধরণীমাঝারে ?

নিকুম্ভ। কৃষ্ণ-দর্পহারী আমি
নিকুম্ভ অসুর।

অর্জ্জুন। গাণ্ডীবীর শরাঘাতে
চূর্ণ হবে কল্পনা তোমার।

নিকুম্ভ। শক্তিহারা তুমিহে অর্জ্জুন আজ !

অর্জ্জুন। রে অসুর !
ত্বরা করি মুক্তি দাও ব্রাহ্মণ-কন্যায়,

নিকুম্ভ। পার, শক্তিবলে
মুক্ত কর তারে।

অর্জ্জুন। রে দানব,
শরাঘাতে শতছিন্ন করি পাপ দেহ
উপযুক্ত শিক্ষা দিব আজি তোরে।

[উভয়ের যুদ্ধ]

নিকুম্ভ। রে পামর ?

মাতৃদত্ত মহাশূলাঘাতে
নিথর গাণ্ডীব তোর।
থাক্ হেথা দৃষ্টিহারা
বাতুল উন্মাদ !

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। একি ! এযে দেখি
অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমগ্র জগৎ !
পলকেতে ঘটিল প্রলয় !
প্রকৃতির ভৈরব গর্জ্জনে
অধঃ উর্দ্ধ মধ্যস্থলে
উঠিল ভীষণ ঝঞ্ঝা ?
কোটি কণ্ঠের চীৎকারে
কেঁপে ওঠে ব্যোম সমীরণ।
কই—কোথা তুমি নারায়ণ !
অখণ্ডমণ্ডলাকারে
জ্ব'লে ওঠ তুমি জ্যোতির্ম্ময় !

সহসা গীতার প্রবেশ

গীতা। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি·মা শুচ।

অর্জ্জুন। এসেছিস্—এসেছিস্ মাতঃ !
তবে ওগো সন্তাপহারিণি !
এ সংকটে রক্ষা কর অভাগা তনয়ে।

গীতা। হের পার্থ !

উন্মুক্ত এ গুহাদ্বার,
এস মোর সাথে।

অর্জ্জুন। জয় নারায়ণ !

[গীতাসহ প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন। রে অসুর !
কোন্ বলে অবরোধ করিবি তাহারে
নারায়ণ বাঁধা যার পাশে।
সাবধান—
রন্ধ্রগত শনি তোর—
দশাচক্রে ত্রিপাপী সংযোগ।

[প্রস্থান

নিকুম্ভের পুনঃ প্রবেশ

নিকুম্ভ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—
রে কৃষ্ণসখা,
বদ্ধ থাক চিরতরে
এই গুহাদ্বারে।
একি !
কোথায় ফাল্গুনী ?
মুক্ত রুদ্ধপথ।
কে করিল মুক্ত তারে ?
কার হেন দুঃসাহস ?

গীতার প্রবেশ

গীতা। রুদ্ধপথ আমি করিয়াছি উন্মোচন।

নিকুম্ভ। কেবা তুমি বালিকার বেশে ?

গীতা। আমি গীতা।

[চকিতে প্রস্থান

নিকুম্ভ। গীতা, দাঁড়াও ক্ষণেক হেথা।
দেখি ওগো মায়াবিনি,
কোন শক্তিবলে শক্তিময়ী তুমি।
সত্য যদি শক্তিময়ী,
না—না, ভুল—ভুল—ভুল
এ কাহিনী।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ

গীত।

উদ্ধব।—

তুমি ভুল—তুমি ভুল।
ওযে ধরার বুকের ফুল॥
ফুটিল আলোকে,
ছুটিল পুলকে
আকুলিত জনে দেখাতে কূল॥
ওযে শক্তি পরমারাধ্যা,
শুদ্ধা—নিত্যা—বিদ্যা,
বাণীরূপা সৃষ্টিমূল॥

[প্রস্থান

নিকুম্ভ। ভুল—ভুল ;
ভুল ভাঙ্গিবার তরে

জম্বুমার্গ হ'তে অন্তিম-দ্বাপরে
ধরাপরে অবতীর্ণ এই দৈত্যজাতি।
কার ভুল? আর্য্যের না দানবের?
দৈত্যগণে ইচ্ছামত দলিত করিবে
যুগবক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রাখিতে?
অবিচার শ্রীকৃষ্ণের
সহিবেনা দৈত্যজাতি।
যদি হয় প্রয়োজন—
ভাঙিতে সে ভুল
মুক্তিবেদীতলে দানিব এ জীবন।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বারকা-প্রাসাদ

কুমারীগণ

গীত

কুমারীগণ।—

দোলে দোলে লতিকা দোলে।
আধো চাঁদে বাঁকা রূপফাঁদে
ঝলমল হাসি উথলে॥
কুসুমেরই দুল কানে শ্যামল পাতে,
কার আঁখি সুধা ঝরে নিশীথ রাতে,
সেই ধারাতে সাজি প্রভাতে
বিরহের ছবিটি তুলে॥

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। মায়া—মায়া—
মায়াপাশে বদ্ধ জীবকুল।
নাহি ভাবে জীবগণ
কর্ম্মের কারণে সৃজিত ভুবন।
কর্ম্মকাণ্ড হ'লে সমাপন

ইঙ্গিতে আমার
যেতে হবে ত্যজিয়া এ ধরা।
হরিতে ধরার ভার
ধরি নরদেহ ;
দাম্ভিকের দর্প চূর্ণিবারে
একহস্তে ধরিয়াছি চক্র সুদর্শন,
অন্য হস্তে বিলাইব
গীতা অতুলন।
বল্, বল্ ওরে দর্পান্ধগণ !
কোন্ হস্তের দান মোর করিবি গ্রহণ ?
গীতা পরমার্থ ধন—
কিংবা চক্র সুদর্শন ?

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ

গীত

উদ্ধব।—

ওগো নারায়ণ !
ফিরে চল—ফিরে চল বৃন্দাবন ॥
ওগো বৃন্দাবন শ্যামরায়,
যমুনা-পুলিন ডাকে তোমায়,
ডাকে মাতা যশোদা ডাকে প্রেমিকা শ্রীরাধা
কাঁদে ব্রজবালাগণ ॥

[প্রস্থান

কৃষ্ণ। রে উদ্ধব! বড় ভালবাসি
ডুবিয়া থাকিতে
মধুমাখা বাল্যের স্বপনে।
কিন্তু কর্ম্মের কারণে
ভুলে যাই আপনারে আমি ॥

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। সত্য তুমি আত্মভোলা,
তাই ইচ্ছা তব হ'লো না পূরণ।
কৃষ্ণ। পার্থ!
অর্জ্জুন। ওগো চক্রি!
কোন্ প্রাণে প্রেরিয়া অর্জ্জুনে
নিশ্চিন্তে রহিলে তুমি আপন খেয়া
কৃষ্ণ। পার্থ! বধিয়াছ দুরন্ত দানবে?
অর্জ্জুন। কোন্ শক্তিবলে বিনাশিব তারে
শক্তিরূপা ভক্তিপাশে
বাঁধা যার দ্বারে?
কৃষ্ণ। একি কথা কহ পার্থ!
অর্জ্জুন। সত্য কহি নারায়ণ!
প্রবেশিয়া ষট্‌পুর-মাঝে
যবে রণসাজে হেরিনু দানবে,
সেইক্ষণে তারে বধিবার আগে
গাণ্ডীবে জুড়িনু বাণ,
কিন্তু সখা, মায়ামুগ্ধ করি মোরে

অদৃশ্য হইল দানব
দৃষ্টিপথ হ'তে মম।

কৃষ্ণ। মহামায়ার এত কৃপা
করেছে সে লাভ ?

অর্জ্জুন। মহামায়ার অভেদ্য মন্দিরে
নিত্য বসি মন্দির-প্রাঙ্গণে
একমনে এক ধ্যানে
জপে মাতৃনাম।

কৃষ্ণ। জান পার্থ,
সেই মাতৃমন্দিরের পথ ?

অর্জ্জুন। না কেশব,
মাতৃমন্দিরের পাইনি সন্ধান !
কত জনপদ করি অতিক্রম
কত শত জনে জিজ্ঞাসিনু
সে গুপ্ত মন্দিরের পথ।
অজ্ঞাত সে গুপ্ত গিরিগুহা,
বর্ত্তমান ভারতের জনদৃষ্টি হ'তে।

কৃষ্ণ। পার্থ—পার্থ !

অর্জ্জুন। শুনিলাম মুনিমুখে
নিকুম্ভের মৃত্যুবাণ নাকি
লুক্কায়িত সেই গুপ্তস্থানে
মহাশক্তি-পাশে।
যদি কোন সাধকের কৃচ্ছ্রসাধনায়
তুষ্ট হ'য়ে আপনি ঈশানী

সেই বাণ তুলে দেন সাধকের করে,
তবেই সম্ভব হবে অসুর বিনাশ ।

কৃষ্ণ । বল পার্থ, কেমনে সন্ধান পাই
সে অজ্ঞাত গুপ্ত কন্দরের ।

জীর্ণ-মলিনবেশে ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত । আমি জানি সেই পথের সন্ধান ।

কৃষ্ণ । কোথা—কত দূরে ?

ব্রহ্মদত্ত । বিন্ধ্যাচল-শৃঙ্গ'পরে ।

অর্জ্জুন । কে তুমি উন্মাদ ?

ব্রহ্মদত্ত । উন্মাদ—উন্মাদ ?
হ্যাঁ, আমি উন্মাদ !
আজি ফণিশির
বিদলিত মণ্ডূকের পায় ।

কৃষ্ণ । কহ আগন্তুক,
কিবা নাম তব ?

ব্রহ্মদত্ত । ভুলিয়া আপন নাম
সম্বল করেছি শুধু ইষ্টনাম ।

কৃষ্ণ । কেবা তুমি উন্মাদের বেশে
পশিয়াছ দ্বারকা-প্রাসাদে ?

ব্রহ্মদত্ত । ধরি নরের আকার
অবনীতে হয়েছে যে অবতার,
ইষ্টদেব মোর সেই গোলোকবিহারী
যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ।

কৃষ্ণ। ওহো, চিনেছি—চিনেছি তোমা।
ঋষিশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণ সুজন তুমি।

ব্রহ্মদত্ত। হয়েছে স্মরণ ?
তবে চল নারায়ণ !
রাখিতে আপন পণ
বিন্ধ্যাচলে করগো গমন।

কৃষ্ণ। বল ঋষি,
বিন্ধ্যাচলে কোথা সে অসুর
মহাশক্তির মন্দির করেছে রচনা ?

ব্রহ্মদত্ত। নির্ণয় করিতে সেই স্থান
অক্ষম কেশব আমি।
যোগবলে মহাযোগী শিবের কৃপায়
জেনেছি অন্তরে,
বিন্ধ্যাচলের শক্তিপীঠ আশ্রমে
মাতৃকর হ'তে উদ্ধারিতে
অসুরের মৃত্যুবাণ
যোগমগ্না তনয়া আমার।

কৃষ্ণ। ঋষি—ঋষি !
ভুলিতে নারিব কভু কৃপা তব।
বল দ্বিজ !
কোন্ পথে মোরা করিব গমন ?

ব্রহ্মদত্ত। বিন্ধ্যের উত্তর শৃঙ্গে
কর আরোহণ,

দিবস ও যামিনীর সন্ধিক্ষণে
মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি শুনিবে যেথানে,
অন্বেষণ করিবে তথায়।

কৃষ্ণ। কোথায় চলিলে ঋষি ?

ব্রহ্মদত্ত। রবি-ছবি অস্তমিত হয় যথা
তথা মোর সংসার-আবাস।
সে আবাসে জ্বালায়ে মঙ্গল দীপ
মঙ্গলা মায়ের করিব সাধনা।

কৃষ্ণ। ব'লে যাও মুনিবর,
শক্তিপীঠ প্রবেশের নাহি কোন বাধা ?

ব্রহ্মদত্ত। শত্রুভাবে শক্তিপীঠে
প্রবেশিতে পারিবে না কেহ,
তারই তরে প্রবেশের পথে
দ্বারিরূপে আছে যত
ঈশানীর পিশাচ-সঙ্গিনীগণ।
শক্তিপীঠ প্রবেশের কালে
মাতৃনামে কাঁপাইবে নিখিল ভুবন।
মাতৃভক্ত অনুমানি তোমা
উন্মুক্ত করিবে দ্বার পিশাচিনীগণ।

[প্রস্থান

কৃষ্ণ। পার্থ, কর আয়োজন
যাতে মাতৃপূজা হয় সমাপন।

[প্রস্থান

অর্জুন। মা—মা ! কৈ মা, কোথা মা !

মধুময়ী একাক্ষররূপিনী জননি,
করুণা অভয় করে
অভাজনে করি আশীর্ব্বাদ
দুর্গম বন্ধুর পথ কর মা সুগম ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ষট্‌পুর রাজসভা

নিকুম্ভাসুর, কালদণ্ড মকরন্দ আসীন ;
দূরে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান

নিকুম্ভ। সত্য বল কোথায় ছিলে এতদিন ?

কালদণ্ড। সীমান্ত-শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলুম।

নিকুম্ভ। আর তুমি ?

মকরন্দ। আমি ওই আশেপাশেই ছিলুম।

নিকুম্ভ। মিথ্যাকথা।

মকরন্দ। না প্রভু, সত্যকথা।

কালদণ্ড। সত্যই মহারাজ, আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলুম।

নিকুম্ভ। এত যদি তোমাদের কর্ত্তব্য বোধ, তবে তোমাদের সতর্ক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে মহারাণী ব্রাহ্মণকন্যাকে নিয়ে কি ক'রে বিন্ধ্যাচলে চ'লে গেল ?

[মকরন্দ ও কালদণ্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল।]

মকরন্দ। মহারাণীর গতি আমরা লক্ষ্য ক'রেছিলুম—

কালদণ্ড। কিন্তু বুঝতে পারি নাই যে, মহারাণী ব্রাহ্মণকন্যাকে মুক্তি দিতে চলেছেন।

নিকুম্ভ। তারপর অর্জ্জুন সেই গুহায় প্রবেশ করে কোন উপায়ে? [উভয়ে নিরুত্তর রহিল।] তারপর যাদব-বাহিনী গগনভেদী জয়ধ্বনি দিয়ে যখন গুহা অবরোধ করেছিল, তখন তোমরা বাধা দিয়েছিলে?

মকরন্দ। প্রভু!—

নিকুম্ভ। চুপ, মিথ্যাবাদীর দল!

কালদণ্ড। এতদিন পরে মহারাজ আমাদের সন্দেহদৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন।

নিকুম্ভ। সে সন্দেহ তোমাদেরই জাগানো, নয় কি?

কালদণ্ড। সম্রাট্!

নিকুম্ভ। কথা কয়োনা আর, তোমরা যে কত বড় অপরাধী, তা তোমাদের নিজেরই ধারণাতীত। তোমাদের শাস্তি—শাস্তি,—হ্যাঁ—এই, কে আছ? এই অকৃতজ্ঞদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।

কালদণ্ড। এতই কি অপরাধী আমরা সম্রাট্?

নিকুম্ভ। হ্যাঁ, অপরাধ গুরুতর। জনস্বার্থরক্ষার্থে নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী যদি জনস্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে আত্ম-স্বার্থসিদ্ধি কর্‌তে চায়, তবে শাস্তি তার ভীষণ।

মকরন্দ। প্রভু! এবার আমাদের ক্ষমা করুন।

নিকুম্ভ। অসম্ভব! এর ক্ষমা নেই। তোমাদের অপরাধেই আমার কৃষ্ণ-হত্যার চক্রান্ত পণ্ড হয়েছে, আমি তোমাদের হত্যা কর্‌বো! সৈনিক!

সৈনিকের প্রবেশ

নিকুম্ভ। নিয়ে যাও শয়তানদের।

কালদণ্ড। সম্রাট্!

নিকুম্ভ। যাও,—নিয়ে যাও— [সৈনিক মকরন্দ ও কালদণ্ডকে লইয়া গেল।] কৃষ্ণ—কৃষ্ণ! কে সে? কি রূপ তার? সত্যই কি সে ভগবান্? না—কেউ নয়—কিছু নয় সে! পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যাক্ এই যুগবক্ষে শ্রেষ্ঠ কে?

কেতুমানের প্রবেশ

কেতুমান। পিতা—পিতা—

নিকুম্ভ। কে! কেতু?

কেতুমান। পিতা! আমার মা কোথায়?

নিকুম্ভ। হঠাৎ এ প্রশ্নের কারণ?

কেতুমান। সত্য বল কোথায় আমার মা?

নিকুম্ভ। মিথ্যা বল্‌তে তোমার পিতা শেখেনি। কিন্তু তার জন্য তোমার এই অহেতুক উন্মাদনার প্রয়োজন নেই।

কেতুমান। মাতৃহারা সন্তানের ব্যথা তুমি বুঝবে না পিতা! বল, কোথায় আমার মা?

নিকুম্ভ। দূরে—বহুদূরে—

কেতুমান। কত দূরে?

নিকুম্ভ। বিন্ধ্যারণ্যে!

কেতুমান। তবে কি মা আমার নির্ব্বাসিতা?

নিকুম্ভ। তাই যদি হয়?

কেতুমান। ওঃ, আচ্ছা— [প্রস্থানোদ্যত]

নিকুম্ভ। কোথায় চলেছ?

কেতুমান। মায়ের খোঁজে।

নিকুম্ভ। যাও—কিন্তু পাবে না।

কেতুমান। না পেলে আর ফিরবো না।

নিকুম্ভ। মনে থাকে যেন তোমরা মাতা-পুত্রে আর কোনদিন এখানে আশ্রয় পাবে না।

কেতুমান। পিতা—

নিকুম্ভ। শুধু পিতা নই, আমি রাজা। রাজ-অপমানের শাস্তি নির্ব্বাসন।

কেতুমান। নির্ব্বাসন!

নিকুম্ভ। হাঁা! জন্মদাতা পিতাকে যে সন্তান মনে প্রাণে ঘৃণা করে, সেই সন্তানের মুখ দর্শন করা পিতার মহাপাপ।

[প্রস্থান

কেতুমান। পিতা! হাঁা, আমি তোমায় ঘৃণা করি। তুমি যদি প্রতিপদে আমার মায়ের মুখে মুৎকার দাও, আমি সেই মায়ের সন্তান হ'য়ে মাতৃ-অপমানকারীকে কখনও হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করতে পারি না! মা হারিয়ে মায়ের নিন্দা শুনে রাজপ্রাসাদে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়ঃ ওই উন্মুক্ত আকাশতলের মুক্ত আশ্রয়।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল-পথ

অন্ধ কামনাসহ গীতকণ্ঠে গীতার প্রবেশ

গীত

গীতা।—

ওই বাজে—মোহন মুরলী বাজে।
বনমাঝে কি মনোমাঝে॥
পদ্মপলাশ-আঁখিতারা দু'টি
হৃদয়-আকাশে আজও রহে ফুটি,
শত শতদল তারই তলে লুটি
তোমারই মনের বেদন-মাঝে॥
তোমারে ভোলেনি অন্তর্যামি,
তারই বুকে দুঃখ শেল এ যে॥

কেতুমানের প্রবেশ

কেতুমান। মা—মা—
কোথা—কতদূরে মা আমার—

কামনা। [কেতুমানকে ডাকিতে গীতাকে ইঙ্গিত করিল।]

গীতা। কে তুমি রে মাতৃহারা!
এস সম্মুখে আমার।

কেতুমান। [নিকটস্থ হইয়া]
কে—কে ডাকে আমারে ?
কে তুমি বালা ?
জান তুমি মোর মায়ের সন্ধান ?
কামনা। [আগাইয়া কেতুমানের সামনে আসিলেন।]
গীতা। চেয়ে দেখরে বালক !
পার কি চিনিতে এরে ?
কামনা। [হাত বাড়াইয়া কেতুমানকে ধরিতে গেলেন।]
কেতুমান। একি ! অন্ধ !
গীতা। নহে মাত্র অন্ধ—
রুদ্ধ বাক্।
কেতুমান। মা—মা !
ওগো অভাগিনী জননী আমার !
কামনা। [কেতুমানকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।]
কেতুমান। বল মাগো, কে করিল এ দশা তোমার ?
কে সাধিল বাদ ?
হয় যদি বিধি, বিষ্ণু, শিব,
তারেও না ক্ষমিবে গো কেতু।
কামনা। [ইঙ্গিতে জানাইলেন পারিবে না]
কেতুমান। পারিব—পারিব মাগো,
বল কেবা হেন শাস্তিদাতা ?
ছুটে যাবো সে অরির
ছিন্নশির লোটাতে ধূলায়।
কামনা। [ইঙ্গিতে জানাইলেন "বলিবে না।"]

কেতুমান। বল—বল মা আমার !

এ সাজে কে সাজালে তোমায় ?

গীতা। তব পিতা দানব-সম্রাট্।

কেতুমান। পিতা ?

গীতা। মায়াবলে মন্ত্রপূতঃ বারিস্পর্শে

গুপ্ত তথ্য লুকাবার তরে—

করিল মাতারে তব

অন্ধ বাক্‌হারা।

কেতুমান। কি সে তথ্য ?

যার তরে জননী আমার

অন্ধ, বাক্‌হীনা,

বিতাড়িতা গৃহ হ'তে ?

পিতা ! হও তুমি জন্মদাতা মোর,

তবু মাতৃ-নির্য্যাতনের

ল'বো প্রতিশোধ।

কামনা। [কেতুমানের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।]

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কোথা হে মাধব,

সে মধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার,

আকর্ষণে যার

দ্রুত উঠিনু পর্ব্বতশৃঙ্গে ?

কৃষ্ণ। ওই হের হে ফাল্গুনি,

সম্মুখে দাঁড়ায়ে

তাপিত পীড়িত জনগণমাঝে
মানস-প্রতিমা, ওরই গীত-ধ্বনি—

অর্জ্জুন। গীতা! তুমি হেথা?
তুমি বুঝি সঙ্গীত-ঝঙ্কারে
জানায়ে ইঙ্গিত
আকর্ষণ করিলে মোদের?
কিন্তু কে ওই অন্ধ রমণী?

কেতুমান। জননী আমার।
পার কি চিনিতে মোরে তুমি কৃষ্ণসখা?

অর্জ্জুন। চিনিব না!

কৃষ্ণ। কহরে বালক!
মাতা তোর অন্ধ কি কারণ?

কেতুমান। একি রূপ!
নবীন নীরদকান্তি
বিচিত্র বঙ্কিম ঠাম,
নয়নে কি ছলছল মায়া!
কে তুমি অপূর্ব্ব?

কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নাম মোর
দ্বারকায় বসতি আমার।

কেতুমান। কৃষ্ণ নারায়ণ,
তুমি ভগবান্—পতিতপাবন।
সুপ্রভাত জীবনে মোদের। [পদতলে উপবেশন]

কামনা। [শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বসিলেন।]

কৃষ্ণ। ওঠ মাতা!

কহরে বালক!
কেবা এর শাস্তিদাতা!

কেতুমান। মম পিতা—অসুর-সম্রাট্।

কৃষ্ণ। কোন্ বলে অন্ধ বাক্‌হীন
করিল মাতারে তব?

কেতুমান। মায়ামন্ত্রবলে।

অর্জ্জুন। মায়াবী দাম্ভিক
কোন্ অপরাধে
নয়নের মণিসহ
বাক্‌শক্তি হরিল পত্নীর নিজ?

কেতুমান। পিতার গোপন তত্ত্ব জানিতেন মাতা,
তাই পিতা জননীরে মম
অন্ধ রুদ্ধবাক্ করিল এমন।

অর্জ্জুন। মাধব!
রহস্য যে অতীব ভীষণ।

কেতুমান। নারায়ণ!
নিবেদন চরণে তোমার,
ফিরে দাও জননীর
আঁখি তারা দুটি;
ফিরে দাও বাক্‌শক্তি।

কৃষ্ণ। চেয়ে দেখ মাতা,
কেবা আমি দাঁড়ায়ে হেথায়।

[কামনার চক্ষু স্পর্শ করিলেন।]

কামনা। [চাহিয়া কৃষ্ণকে দেখিলেন।]

কৃষ্ণ। কহ—কথা বল—
কেবা আমি ?

কামনা। নারায়ণ, প্রণাম চরণে। [প্রণাম]

অর্জ্জুন। চলহে মাধব !
শক্তিপীঠ পথের সন্ধানে
হই আগুয়ান।

কামনা। শক্তিপীঠ !

কৃষ্ণ। হ্যাঁ কল্যাণি !
বিন্ধ্যাচলের শক্তিপীঠ।

কামনা। কি কারণে যাবে সেথা
নর-নারায়ণ ?

কৃষ্ণ। মুনির অনূঢ়া কন্যায় মুক্তি দিতে
যাব মোরা শক্তিপীঠ-মন্দির-প্রাঙ্গণে।

অর্জ্জুন। জান কি গো মাতা,
শক্তিপীঠ পথের সন্ধান ?

কামনা। জানি, কিন্তু বলিব না।

কৃষ্ণ। কেন মাতা ?

কামনা। অমঙ্গল স্বামীর আমার
অনুমানি তায়।

কৃষ্ণ। কল্যাণি ! চাহ যদি
মঙ্গল করিতে বরণ,
স্বামীরে বাঁচাতে বাসনা যদ্যপি
জেগে থাকে চিতে,
ব'লে দাও শক্তিপীঠ প্রবেশের পথ।

কামনা। না—বলিবনা নারায়ণ !
রাখ ও কপট ছলনা।

অর্জ্জুন। নাহি চাহি অসুরে বধিতে ;
শুধু বন্দিনীর মুক্তি তরে
যেতে চাই সে মন্দিরে।
বল মাতা, কোন্ পথে যাবো সেথা।

কামনা। বৃথা অনুরোধ,
আমি বলিবনা।

অর্জ্জুন। যদি নাহি দাও পথের সন্ধান,
দানবে দলিতে
যদুপতি করিবেন রণ-অভিযান।
নির্য্যাতিতে মুক্তিদানে,
ধরাভার করিতে হরণ
বলি দেবো দুরন্ত দানবে।

কামনা। থাম পার্থ !
ব'লোনা ও কথা।
যাবৎ এ প্রাণ রবে দেহে,
তাবৎ রক্ষিব স্বামীর মান।

অর্জ্জুন। এস নারায়ণ,
পর্ব্বত-শিখরে করি আরোহণ।

কামনা। রুদ্ধ সে গন্তব্য পথ,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আমি।

অর্জ্জুন। ছাড় পথ।

কামনা। কভু নয়।

কৃষ্ণ। ছাড় মাতা, পথ।

কামনা। সত্য কর নারায়ণ,
অকল্যাণ হবেনা স্বামীর ?

কৃষ্ণ। সত্য করিতেছি তব পাশে
যতদিন সতী-মর্য্যাদা তোমার
রহিবে অক্ষুণ্ণ,
ততদিন কোন অমঙ্গল
ঘটিবেনা অসুররাজের।
যদি চাহ মঙ্গল তাহার,
গীতা পরমার্থ ধনে
নিয়োজিত কর তার মন।

অর্জ্জুন। বল এবে মাতা, কোন্ পথে যাবো
বিন্ধ্যাচল শক্তিপীঠ মন্দির-প্রাঙ্গণে।

[দূরে শঙ্খ বাজিল।]

কামনা। ওই শোন গো ফাল্গুনি!
যেথা হ'তে ওঠে শঙ্খধ্বনি,
ওই সেই শক্তিপীঠ—মাতৃকা-মন্দির।
যাও—এই পথ।

কৃষ্ণ। যাও মাতা, গীতা সাথে
চ'লে যাও আপন ভবনে।

[গীতাকে লইয়া কামনার প্রস্থান

কেতুমান। আসি নারায়ণ,
তোমার দয়ার দান
এই বুকে রহিল অঙ্কিত। [প্রস্থান

কৃষ্ণ। এস পার্থ,
শক্তিপীঠ-পথে হই আগুয়ান।

অর্জ্জুন। শক্তিপীঠ-পথে?

কৃষ্ণ। হাঁ, শক্তিপীঠ-পথে।
জননীর নির্দ্দেশিত সেই শক্তিপীঠে।
এস পার্থ,
মহাশক্তির মহাপূজার করি আয়োজন।
সতর্ক প্রহরী আমি রহিব জাগ্রত
বিঘ্ন যাহে নাহি হয় পূজায় তোমার।
মানস-প্রতিমা হবে দেবী আদ্যাশক্তি।
হৃদি তব রক্তজবা,
বলি হবে দুর্দ্দম অসুর;
শান্ত হবে ধরা—
প্রীতিভরা ঋষি-আশীর্ব্বাদে
মহোল্লাসে গাবে সবে পাণ্ডব-গৌরব।

[প্রস্থান

অর্জ্জুন। বলিদান—বলিদান!
মায়ের পূজার কারণ
দিতে হবে বলিদান।
কুরুযুদ্ধে—পার্থের সর্ব্বস্ব পণে
তৃপ্ত নহ তুমি নারায়ণ!
শক্তির পরীক্ষা শেষে
পুনঃ নূতন পরীক্ষা নিতে
প্রবল বাসনা তব জাগিয়াছে চিতে!

তাই হবে ইচ্ছাময় !
ইচ্ছা তব করিতে পূরণ,
দানব-মানবের মৃত্যু-সন্ধিক্ষণে
ফাল্গুনীর তুচ্ছ প্রাণ
দেবো বিসর্জ্জন।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ষট্‌পুর-প্রাসাদ

নিকুম্ভাসুরের প্রবেশ

নিকুম্ভ। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—
কৃষ্ণ কেন দিকে দিকে আজ !
দূরে ওই দিক্‌চক্রপথে,
কৃষ্ণ যে নিকটে।
নয়নে মননে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণময় জগতের অণু পরমাণু।
একি ! প্রতি পলে স্বপ্ন এক
নয়নে ঘনায় !
স্বপ্নের অতিথি কৃষ্ণ,
দূরাগত বংশীধ্বনি মাঝে
কৃষ্ণ যেন অপূর্ব্ব অদ্ভুত।

ছন্দোময় ফুলতনু,
নহে কৃষ্ণ চক্রধারী কঠোর প্রচণ্ড,
কোমল প্রসূন স্নিগ্ধ
এ সৃষ্টির সারভূত সৌন্দর্য্য-আকর।
কৃষ্ণে উপভোগ বুঝি
নয়নে নয়নে ?
না—না—না,
কৃষ্ণ শঠ—কুচক্রী—কপট ;
দুরাশা কল্পিত বাণী
কৃষ্ণ নারায়ণ !
মিথ্যা—মিথ্যা—কৃষ্ণ নারায়ণ।

কামনা ও গীতার প্রবেশ

কামনা। না—না—সত্য !
কৃষ্ণ নারায়ণ।
নিকুম্ভ। রাণী কামনা !
কামনা। হ্যাঁ, রাজন্ !
নিকুম্ভ। এ কি স্বপ্ন !
কামনা। না স্বামি, সত্য !
নিকুম্ভ। সত্য !
কামনা। সত্য আমি সম্মুখে তোমার।
নিকুম্ভ। চক্ষুষ্মতী তুমি ?
বাক্‌শক্তি কে দিল ফিরায়ে ?
কামনা। কৃষ্ণ যদুরায়।

নিকুম্ভ। কৃষ্ণ যদুরায় !
এখানেও প্রতিঘাত তার।
যাদুকর ঐন্দ্রজালিক—
কোথা কৃষ্ণ ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ?

কামনা। এই অন্তরের মাঝে—

নিকুম্ভ। তার স্থান অন্তরের মাঝে ?
হ্যাঁ, কে এ বালিকা ?
ও, সেই না ?
আরে কুহকিনি !
তুই যে তস্করের মানস-প্রতিমা।
হাঃ—হাঃ—হাঃ—
আয় দেখি তোরই মাঝে
আছে নাকি কৃষ্ণ ভগবান্।
হবে অবসান তোর সঙ্গে
দুরাশা তাহার।

[গীতাকে হত্যা করিতে উদ্যত]

সহসা শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

কৃষ্ণ। সাবধান !
গীতার যেথা হয় অপমান,
আপনি গোবিন্দ
সেথা হ'ল আগুয়ান।

নিকুম্ভ। পূর্ণ আজি মনস্কাম।
বুঝিলাম রে যাদব,

কেশে ধ'রে তোরে
এনেছে নিয়তি।

কৃষ্ণ। আমারে মৃত্যু দানিতে
সাধ যদি জেগে থাকে চিতে
তবে আপনার জালে
নিজে তুমি পড়িলে জড়ায়ে ;
যখনি গীতায় করেছ অপমান,
তখনি বিধাতা
তব মৃত্যু রচিল বিধান।

নিকুম্ভ। কেবা দেবে মৃত্যু মোরে—
কোথা পাবে মৃত্যুবাণ ?

কৃষ্ণ। ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বরে
বলীয়ান্ তুমি,
কিন্তু পার্ব্বতীর পাশে
আছে মৃত্যুবাণ তব,
সেই মৃত্যুবাণ লভিবারে—
বিন্ধ্যাচল শৃঙ্গোপরি
সাধনায় বসিয়াছে ধনঞ্জয়।

নিকুম্ভ। কেবা দিল মোর মৃত্যুর সন্ধান ?

কৃষ্ণ। তোমার দুর্ব্বল প্রাণ।

নিকুম্ভ। মিথ্যা—

কৃষ্ণ। না, সত্য।

নিকুম্ভ। তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ
ঘটিবেনা ভাগ্যে আর।

এখানে নাশিয়া তোমারে যাদব,
পার্থে বিনাশিব পর্ব্বত-গুহায় ।

কৃষ্ণ । চাহ যদি আমারে নাশিতে
তবে অস্ত্রকরে
বিন্ধ্যাচলে হও আগুয়ান ।

[গীতাসহ প্রস্থান

নিকুম্ভ । নহে বিন্ধ্যাচল—
এইখানে নাশিব তোমারে । [অগ্রসর]

কামনা । [পদধারণ করিয়া]
স্বামি ! প্রভু !
দম্ভভরে অন্ধ আজি তুমি ।

নিকুম্ভ । ছেড়ে দাও মোরে—

কামনা । না—না, মরণের সহ
দিবনা করিতে আলিঙ্গন ।

নিকুম্ভ । ওরে স্বৈরিণি রমণি !
পতি-হিত নাহি চাহ বারেকের তরে ?
ধিক ! ধিক তোরে
নিলর্জ্জ রমণি !
লজ্জাহীনা, ভ্রষ্টা, ব্যভিচারতার
লহ যোগ্য পুরস্কার,
এই ভীম পদাঘাতে ।

[কামনাকে পদাঘাত]

কামনা । স্বামি ! প্রভু !

নিকুম্ভ । যাও, দূর হও—

দূরে নিয়তির আবির্ভাব

নিয়তি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

কামনা। ডুবে গেল—মিশে গেল—
কামনা এবার।
নারায়ণ—নারায়ণ—

[প্রস্থান

নিয়তি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

নিকুম্ভ। কোথা হ'তে কে হাসিল
বজ্রকণ্ঠে বিদ্রূপের হাসি ?

নিয়তি। তোমার নিয়তি।

নিকুম্ভ। সত্য যদি তুমি নিয়তি,
এস, দাঁড়াও সম্মুখে মোর,
দেখি কত শক্তিময়ী তুমি।

নিয়তি। অসীম শক্তি আমার।

নিকুম্ভ। কণ্ঠরোধ করিব তোমার।

নিয়তি। বদ্ধ জীব আমার বিধানে।

নিকুম্ভ। তুমি বদ্ধ হবে আমার কৃপাণে।

নিয়তি। অসম্ভব! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[অন্তর্দ্ধান]

নিকুম্ভ। ব্যর্থ—ব্যর্থ করিব নিয়তি,
তোমার বিধান।
ওই অমোঘ কণ্ঠ রোধিতে
এই মুহূর্ত্তেই যাবো সাধনায়।

মায়ের প্রসাদে সিদ্ধিলাভ
যদি ঘটে যায়—
তবেরে নিয়তি,
শ্রীকৃষ্ণের সনে
তোমারেও পাঠাইব
শমন-ভবনে।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিন্ধ্যাচল শক্তি-পীঠ

ভানুমতী

ভানুমতী। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—
কোথা তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ ?
হরিতে ধরার ভার—
যুগবক্ষে হয়েছ যে অবতার।
কোথা তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সাকার ?
এক ডাকে গলিবে না তব প্রাণ ?
তবে মিথ্যা তব দীনবন্ধু নাম।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। নহে মিথ্যা
সত্য তার দীনবন্ধু নাম,

ভানুমতী। কে তুমি মহান্ ?

অর্জ্জুন। কৃষ্ণসখা পার্থ নাম।

ভানুমতী। কি হেতু উপনীত হেথায় ?

অর্জ্জুন। দুরন্ত দানব বিনাশের তরে
শক্তি-অস্ত্র উদ্ধারিতে

কৃষ্ণের আদেশে
পার্থ উপনীত আজি শক্তি-পীঠে।

ভানুমতী। শক্তি-অস্ত্র তরে শক্তির সাধনা ?

অর্জ্জুন। হাঁ৷ মাতা !

ভানুমতী। তবে বসি এই যোগাসনে
এক মনে এক ধ্যানে
জপ বীর মহাকালী চণ্ডীকার রূপ।

অর্জ্জুন। জাগ সত্ত্ব, রজ, তমোময়ী
জ্ঞানস্মিতা সগুণা জননি !
জাগ দনুজদলনি—
সংহারে সংহতিরূপে বিনাশিতে
বিশ্বত্রাস, শান্তির বিধানে।
জাগ শক্তিময়ি—সর্ব্বজ্ঞা জননি !

নিকুম্ভাসুরের প্রবেশ

নিকুম্ভ। জাগ—জাগ মুক্তকেশি দিগম্বরি
সুপ্তিমগ্না মহাশক্তি !
জেগে ওঠ বিশ্বমাতা পার্ব্বতি ঈশানি !
উদ্বেলিয়া মেঘদল অসীম অম্বরে
কৃপাময়ি, কৃপা কর অধম কিঙ্করে।
মা—মা—মা—মা—

অর্জ্জুন। মা—মা—মা—মা—

ব্রহ্মদত্তের প্রবেশ

ব্রহ্মদত্ত। মা—মা—মা—

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী,
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়,
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেন জনস্য হৃদিসংস্থিত।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে !

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়নে
সর্ব্বস্বার্ত্তি হবে দেবি বিশ্বজননি নমোঽস্তুতে।

অর্জ্জুন। ওই দূরাগত তরঙ্গ-গর্জ্জনে,
বায়ুস্তব ভেদি মন্ত্র-আকর্ষণে
মহা অস্ত্রকরে বিশ্বমাতা
ধেয়ে আসে বিন্ধ্যাচল পানে।

নিকুম্ভ। অস্ত্র—অস্ত্র—
অস্ত্রকরে মহাশক্তি হ'ল আবির্ভূতা।
মা—মা—মা—

সকলে। মা—মা—মা—

অস্ত্রকরে মহাশক্তির আবির্ভাব

মহাশক্তি। কে—কে—কে জাগালে মোরে
মহামন্ত্র আকর্ষণে ?

নিকুম্ভ। আমি—আমি তোরে
জাগায়েছি মাতঃ !
দে—দে মাগো, মহাঅস্ত্র
তুলে দে আমার করে ?

অর্জ্জুন।　　মহা মন্ত্রবলে আকর্ষিয়া
আমি তোরে এনেছি হেথায় !
দে মা—দে মা মোরে
দানব-বিনাশী অস্ত্র।

মহাশক্তি।　　ধর অস্ত্র খরশাণ
আছ যেবা
সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্।
নহে বহ্নিস্রোতে জীবলোক সহ
নিজে ধ্বংস হবে মুহূর্ত্তের মাঝে।

নিকুম্ভ।　　সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তব ভক্ত
আমি হেথা উপনীত।

অর্জ্জুন।　　স্বীয় শক্তিবলে মাতঃ,
এই ভুজে বিজিত করিয়া শিবে
মহাঅস্ত্র পাশুপত করেছি গ্রহণ।
ধরামাঝে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
আত্মসুখ দিয়া বিসর্জ্জন
সত্যরূপী কৃষ্ণপদে লয়েছি শরণ !
শিবশক্তি বিষ্ণুতেজ সমন্বিত
ধর্ম্মতত্ত্ব ধরামাঝে রাখিতে নিয়ত
কর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞান ভক্তিযোগে
আমি মাতঃ গীতার প্রথম শ্রোতা।

মহাশক্তি।　　ধর—ধর অস্ত্র—

নিকুম্ভ।　　কি কর—কি কর দেবি !
মম মৃত্যুবাণ কার হাতে

তুলে দাও তুমি ?
শক্তি পদাশ্রিত
আমি মাতা, তব চিরভক্ত।

মহাশক্তি । রে অসুর ! শক্তি-অংশোদ্ভূতা
সতী অঙ্গে করি পদাঘাত
শক্তিহারা তুমি এ ধরায়,
নাহি শক্তি তব এ অস্ত্র ধারণে।

নিকুম্ভ । এতদিন শক্তির সাধনা করি
আজি আমি শক্তিহারা ?

মহাশক্তি । ভ্রান্তিবশে তমোগুণে করিয়া আশ্রয়
হারাছে নিজ কাম্যফল।

নিকুম্ভ । কিন্তু মম সারা জীবনের
শক্তি-সাধনার ফল ?

মহাশক্তি । স্বয়ং শক্তি তব মুক্তিদাত্রীরূপে
সম্মুখে তোমার !
সেই মুক্তি এই অস্ত্রমুখে।

নিকুম্ভ । না—না ; মাগো !
সঙ্কটে ঠেলো না—
দাও—দাও অস্ত্র মোরে।

অর্জ্জুন । মা—মা !

মহাশক্তি । ধর বীর, বীর ভুজে
মাতৃদত্ত এই মহাশক্তি অস্ত্র।

[অর্জ্জুনকে অস্ত্রদান ও অন্তর্দ্ধান]

নিকুম্ভ । পক্ষপাত—

পক্ষপাত বিরাজিত বিশ্বমাতার অন্তরে।
পাষাণী—বিশ্বমাতা ঈশানী।
যাহার চরণ করিয়া স্মরণ
ধরামাঝে এতকাল করিনু ভ্রমণ,
অন্তর-ভাণ্ডার শূন্য করি
অঞ্জলি ঢেলেছি যাহার চরণে,
সেই সে মা—
সন্তান বিনাশী অস্ত্র
প্রদানিল শত্রুরে জননী।
সত্য যদি ধরামাঝে
নাহি স্থান মোর, আর
সত্য যদি মরণ শিয়রে মোর,
না—না অসম্ভব!
শিবের প্রসাদে জেনেছি অন্তরে
আমি এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর।
ইচ্ছামাত্র অসম্ভব সাধিবারে পারি,
আমারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার?

অর্জ্জুন। নিয়তি নাশিবে তোরে।

নিকুম্ভ। নিয়তি ধ্বংসিব আজি
বিশ্বধ্বংস করি।

অর্জ্জুন। সাবধান দৈত্য!

নিকুম্ভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দৈত্য আমি প্রলয়ের দূত।
সৃষ্টিনাশ তরে জনম আমার;
সপ্ত পাতালের তলে

যেথা আছ নিদ্রাতুরা
ভোগবতী ধারা,
জেগে ওঠ—জেগে ওঠ
প্রলয় হুঙ্কারে। জেগে ওঠ
ভূকম্প, অনলস্রাব, ঝঞ্ঝা দুর্নিবার,
ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

কৃষ্ণ। পার্থ—পার্থ,
বিশ্বসৃষ্টি ধ্বংস হ'য়ে যায়,
মাতৃদত্ত মহা অস্ত্রে ধ্বংস কর
দুরন্ত দানবে।

নিকুম্ভ। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—

অর্জ্জুন। সংহার—সংহার—
[অর্জ্জুন ও নিকুম্ভের যুদ্ধ ;
অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিকুম্ভের পতন]

নিকুম্ভ। আঃ—
কৃষ্ণ! তৃপ্ত আজি তুমি,
বীর সাধক ফাল্গুনি!
এ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তুমি,
সত্য কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
কর্ম্মশেষে কর্ম্মক্লান্ত দেহে
চরণের রেণু তব
মস্তকে স্থাপন করি।
প্রণাম—প্রণাম—প্রণাম তোমায়,

শতকোটী প্রণাম তোমার
শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতায় !

[নৃত্য]

কৃষ্ণ । যাও ঋষি—
ফিরে যাও আপন আলয়ে,
মহাযজ্ঞ কর সমাপন ।
মহারথী পার্থে করিয়া সহায়
প্রতিজ্ঞা আমার করিনু পালন,
[illegible]সমা কুমারী কন্যায় তব
পুত্রবধূরূপে করিনু গ্রহণ ।

ব্রহ্মদত্ত । নারায়ণ !
অতুলন মহিমা তোমার ।

কৃষ্ণ । পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যবনিকা